सत्यमेव जयते

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

"আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পন করছি।"

সমাজ বিজ্ঞান

আর্থিক উন্নয়নের প্রাথমিক কথা

UNDERSTANDING ECONOMIC DEVELOPMENT

দশম শ্রেণির পাঠ্যবই

প্রস্তুতকরণ

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, নতুন দিল্লি ।

অনুবাদ ও অভিযোজন

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার ।

© এন সি ই আর টি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

এন সি ই আর টি অনুমোদিত
প্রথম বাংলা সংস্করণ-
প্রথম প্রকাশ- মার্চ, ২০২০

দশম শ্রেণির পাঠ্যবই
এন সি ই আর টি-র
Understanding Economic Development পাঠ্যপুস্তকের
২০১৭ সালের পুনর্মুদ্রণের অনূদিত সংস্করণ।

প্রচ্ছদ : সুদীপ দাস

অক্ষর বিন্যাস : সুদীপ দাস
মরণ চন্দ্র শীল।

মূল্য: ৭০ টাকা মাত্র

মুদ্রক : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

প্রকাশক
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা।

ভূমিকা

২০০৬ সাল থেকে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

রাজ্যের বিদ্যালয়স্তরে উন্নত ও সমৃদ্ধতর পাঠ্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের প্রচেষ্টায় প্রথম থেকে অষ্টম, নবম ও একাদশ শ্রেণির জন্য ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের (এন সি ই আর টি) পাঠ্যপুস্তকসমূহ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০১৯ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয় এবং এ বছর ওইসব পুস্তকগুলোর পুনর্মুদ্রণ করা হল। পাশাপাশি দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রথম প্রকাশ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনার দায়িত্বও রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ পালন করে আসছে।

বিশাল এই কর্মকাণ্ডে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাবিদ, অনুবাদক, অনুলেখক, মুদ্রণকর্মী ও শিল্পীরা আমাদের সঙ্গে থেকে নিরলসভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করেছেন তাদের সবাইকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রকাশিত এই পাঠ্যপুস্তকটির উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী ও গুণীজনের মতামত ও পরামর্শ বিবেচিত হবে।

উত্তম কুমার চাকমা
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
ত্রিপুরা।

আগরতলা
মার্চ, ২০২০

উপদেষ্টা

১। ড. অর্ণব সেন, সহ অধ্যাপক, এন ই আর আই ই, শিলং, এন সি ই আর টি।

২। ড. অরূপ কুমার সাহা, সহ অধ্যাপক, আর আই ই, ভুবনেশ্বর, এন সি ই আর টি।

পুস্তকটি যাঁরা অনুবাদ করেছেন

১। গৌতম রায় বর্মন (শিক্ষক)
২। রাকেশ ঘোষ (শিক্ষক)
৩। শান্তনু প্রসাদ দাস (শিক্ষক)

পরিমার্জনায় ঃ

১। এমেলী নাগ (শিক্ষিকা)
২। গৌতম রুদ্র পাল (শিক্ষক)

FOREWORD

The National Curriculum Framework (NCF), 2005, recommends that children's life at school must be linked to their life outside the school. This principle marks a departure from the legacy of bookish learning, which continues to shape our system, and causes a gap between the school, home and community. The syllabi and textbooks developed on the basis of NCF signify an attempt to implement this basic idea. They also attempt to discourage rote learning and the maintenance of sharp boundaries between different subject areas. We hope these measures will take us significantly further in the direction of a child-centered system of education outlined in the National Policy on Education (1986).

The success of this effort depends on the steps that school principals and teachers will take to encourage children to reflect on their own learning and to pursue imaginative activities and questions. We must recognise that, given space, time and freedom, children generate new knowledge by engaging with the information passed on to them by adults. Treating the prescribed textbook as the sole basis of examination is one of the key reasons why other resources and sites of learning are ignored. Inculcating creativity and initiative is possible if we perceive and treat children as participants in learning, not as receivers of a fixed body of knowledge.

These aims imply considerable change in school routines and mode of functioning. Flexibility in the daily time-table is as necessary as rigour in implementing the annual calendar so that the required number of teaching days are actually devoted to teaching. The methods used for teaching and evaluation will also determine how effective this textbook proves for making children's life at school a happy experience, rather than a source of stress or boredom. Syllabus designers have tried to address the problem of curricular burden by restructuring and reorienting knowledge at different stages with greater consideration for child psychology and the time available for teaching. The textbook attempts to enhance this endeavour by giving higher priority and space to opportunities for contemplation and wondering, discussion in small groups, and activities requiring hands-on experience.

The National Council of Educational Research and Training (NCERT) appreciates the hard work done by the textbook development committee responsible for this book. We wish to thank the Chairperson of the advisory committee for textbooks in Social Sciences, at the secondary level, Professor Hari Vasudevan and the Chief Advisor for this book, Professor Tapas Majumdar for guiding the work of this committee. Several teachers contributed to the development of this textbook; we are grateful to their principals for making this possible. We are indebted to the institutions and organisations, which have generously permitted us to draw upon their resources, material and personnel. We are especially grateful to the members of the National Monitoring Committee, appointed by the Department of Secondary and Higher Education, Ministry of Human Resource Development under the Chairpersonship of Professor Mrinal Miri and Professor G.P. Deshpande, for their valuable time and contribution. As an organisation committed to systemic reform and continuous improvement in the quality of its products, NCERT welcomes comments and suggestions which will enable us to undertake further revision and refinement.

Director
National Council of Educational
Research and Training

New Delhi
20 November 2006

Constitution of India

Part IV A (Article 51 A)

Fundamental Duties

It shall be the duty of every citizen of India —

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;

*(k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

Note: The Article 51A containing Fundamental Duties was inserted by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976 (with effect from 3 January 1977).

*(k) was inserted by the Constitution (86th Amendment) Act, 2002 (with effect from 1 April 2010).

শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে কিছু প্রারম্ভিক কথা

এই বইটি ভারতীয় অর্থব্যবস্থার উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সরলীকৃত ভাবনার সাথে তোমাদের পরিচয় করাবে। অর্থ ব্যবস্থায় আমরা সাধারণত উন্নয়নকে মানুষের আর্থিক জীবন পরিবর্তের প্রক্রিয়া হিসাবে দেখি, যেখানে মানুষ দ্রব্য ও সেবার উৎপাদক অথবা ভোক্তা। আধুনিক শিল্প সভ্যতার বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়নকে একটা ঘটনা হিসাবে মূলত দেখা হয়। তার কারণ কোন দেশের উন্নয়ন (বা স্বল্পোন্নয়ন) প্রায়ই যুদ্ধ ও বিজয়ের পরিণামের উপর এবং এক দেশ দ্বারা অন্য আরেকটি দেশকে উপনিবেশিক শোষণের উপর নির্ভর করে থাকে। তথাপি, এই বই-এ এই ধরনের বাহ্যিক কারণগুলোর উপর জোর দেওয়া হয়নি। আমরা উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে দীর্ঘকালীন দৃষ্টিতে দেখেছি। এখানে উন্নয়নকে দেখা হয়েছে এমন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে যা বাহ্যিক বস্তুর প্রভাব ও বাধা নিরপেক্ষ। বাধা অপসারণের পর উন্নয়ন প্রক্রিয়া নতুনভাবে শুরু হতে পারে এবং অধীনতার অবসানে স্বতন্ত্রভাবে চলতে সক্ষম। আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে।

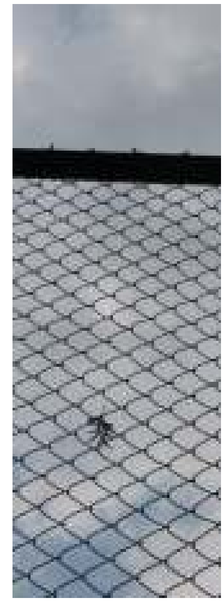

এই বইয়ে অর্থব্যবস্থার তিনটি পৃথক ক্ষেত্র— কৃষি, শিল্প ও সেবার ক্রম উত্থানকে দেশের উন্নয়নের আরম্ভের পর্ব হিসেবে দেখা হয়েছে। এখানে আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে পৃথকভাবে না দেখে মানব উন্নয়নের সাধারণ ধারণার অংশ হিসেবে দেখেছি, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে স্বাস্থ্য, শিক্ষায় উন্নয়ন এবং অন্য উন্নয়নসূচকগুলো, যা আয় সহ মানব জীবনের গুণগতমানকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।

প্রথম অধ্যায়ে আমরা অধ্যয়ন করবো যে, বাস্তবে উন্নয়নকে জনগণ কিভাবে হৃদয়ঙ্গম করে এবং কিভাবে উন্নয়নের পরিমাপ করে। এই পরিমাপের অনেক পরিমাপক পাওয়া যায়। আমরা এটিও দেখব যে, উন্নয়নকে বোঝার ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক নির্দেশক কতটুকু সহায়ক এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন মানুষদেরকে কিভাবে বিভিন্ন রূপে প্রভাবিত করতে পারে।

একটি প্রক্রিয়া হিসাবে 'উন্নয়ন' সম্ভবত মানব ইতিহাসে অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। বর্তমানে উন্নয়নকে আমরা যে অর্থে বুঝি সেই অর্থে অতীতে কোন দেশকেই উন্নত দেশ হিসাবে ধরা যায় না। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার শুরু সম্ভবত মানুষের এক জায়গায় বসতি স্থাপন করে বসবাস শুরু করার মধ্য দিয়ে, যখন মানুষ অপেক্ষাকৃত শান্তিতে এবং কম বা বেশি নিশ্চিত বাসস্থানে থাকতে শুরু করে। মানুষ যদি একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস না করতো তাহলে বেশি মাত্রায় কৃষি উৎপাদন সম্ভবপর হত না। যখন থেকে কৃষি কাজ শুরু হয় এবং কৃষিজ প্রক্রিয়ার বিকাশ আরম্ভ হয় তখন সম্ভবত অন্য প্রাকৃতিক উপাদান যেমন- খনিজ আকরিক-এর উত্তোলনও শুরু হয়। পাথর এবং অন্য খনিজ দ্রব্য হস্তগত করার এই প্রক্রিয়াকে 'খাত খনক' বলা হয়।

মানুষ হাতিয়ার, অস্ত্র-শস্ত্র, বাসনপত্র, মাছ ধরার জাল এবং অন্যান্য অনেক জিনিস তৈরি করার জন্য অকৃষিজ উপাদান যেমন- কাঠ এবং খনন কার্যের মাধ্যমে প্রাপ্ত খনিজকে উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করতে শিখেছে। এগুলো হল প্রথম মানব নির্মিত দ্রব্য যাকে 'হস্তনির্মিত' শিল্পকর্ম বলা হয়ে থাকে। হস্তনির্মিত শিল্পকর্ম তৈরি করার এই প্রক্রিয়াকে অর্থনীতিবিদরা 'উৎপাদন' বলে আখ্যায়িত করেন। অপরদিকে 'কৃষিকার্য' (খাত-খনক সহ) বলতে বোঝায় ফল, চাল, খনিজের মতো প্রাকৃতিক উৎপন্নের সংগ্রহকে।

খাত খনক সহ কৃষি (যাকে প্রাথমিক ক্ষেত্রও বলা হয়ে থাকে) এবং শিল্প উৎপাদন (যাকে দ্বিতীয় ক্ষেত্রও বলা হয়ে থাকে), এই দুই ক্ষেত্রের মধ্যে উৎপাদনশীল কাজ কর্মের পৃথকীকরণই হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম প্রকাশ পাওয়া দৃশ্যমান ঘটনা।

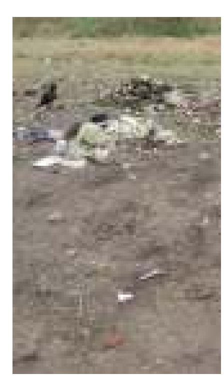

উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই বিভাজন প্রথম, অর্থনীতির জনক অ্যাডাম স্মিথের 'শ্রম বিভাজন' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নীচে দেওয়া হয়েছে।

প্রথমে হয়তো প্রত্যেক ব্যক্তিকে বা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অল্প কয়েকজনকে সব ধরনের কাজ নিজ হাতে করতে হত। পরবর্তী সময়ে কোথাও কোথাও শ্রম বিভাজনের লাভ অনুভূত হয়েছে। তার কারণ মানুষ তার অভিজ্ঞতার নিরিখে বুঝতে পারে যে, যে কোন কাজ ব্যক্তির দ্বারা তখনই দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়, যদি কিছু মানুষ একই ধরনের কাজ ধারাবাহিকভাবে মনোযোগের সাথে করতে থাকে, যেমন— কিছু লোক মাছ ধরায় মনোনিবেশ করল, কিছু লোক হল কর্ষণ করে চলল, কিছু মাটির জিনিস তৈরির কাজ করে চলল, কেউ বা পশুপাখি শিকারে নিজেকে নিয়োজিত করল। এটিও ছিল 'উন্নয়নের' একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এর পরেই বিশেষজ্ঞদের আবির্ভাব হয়। যারা নিজেরা উৎপাদন করত না বরং অন্যদের শিক্ষা প্রদান করতো কিভাবে দক্ষতার সাথে উৎপাদন করা যায়। সেই সময় কিছু চিকিৎসকও ছিল যারা অসুস্থ বা আহত ব্যক্তিদের শুশ্রূষা করত। স্বাভাবিকভাবেই 'শ্রম বিভাজন' দ্বারা সম্ভবত সব মানুষেরই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং অর্থ ব্যবস্থায়ও উন্নতি ঘটেছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা আধুনিক অর্থব্যবস্থায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও সেবাক্ষেত্রগুলোতে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের শ্রেণিবদ্ধকরণ সম্পর্কে দৃষ্টিপাত করবো। এখানে বিগত কয়েক দশকে ভারতীয় অর্থনীতির তিনটি ক্ষেত্রে ঘটে চলা পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া আর্থিক কার্যকলাপকে দুটি ভিন্ন পদ্ধতিতে সংগঠিত ও অসংগঠিত এবং বেসরকারি ও সরকারি ক্ষেত্রে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায়ে শিক্ষার্থীদের অর্থের জগত সম্পর্কে অবগত করানো হয়েছে, যেখানে আধুনিক অর্থব্যবস্থায় অর্থের ভূমিকা, প্রকারভেদ এবং ব্যাঙ্কের ন্যায় বিভিন্ন সংস্থার সাথে অর্থের যোগসূত্র আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে জনগণকে ঋণদানকারী অন্যান্য সংস্থা এবং ঋণ প্রদানে ব্যাঙ্কের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনায় ঋণের যে বিষয়গুলোর উপর জোর দেওয়া হয়েছে সেগুলো হল— ক) জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশের অর্থনৈতিক জীবনে ঋণের সর্বাঙ্গীণ ভূমিকা, খ) ভারতে অসংগঠিত ঋণের বহুলতা এবং গ) উৎপাদনশীল বিনিয়োগের স্বনির্ভরশীল মঙ্গলচক্র সৃষ্টি, উচ্চ আয় স্রোত এবং উচ্চ জীবনযাত্রার মান যা বিকাশ সহায়ক, উৎপাদনশীল বিনিয়োগ সৃষ্টিতে ঋণের ভূমিকা, ঋণের দুস্টচক্র, দরিদ্রতা এবং অধিক দরিদ্রতা সৃষ্টিকারী ঋণ ফাঁদ ইত্যাদি সৃষ্টিতে ঋণের ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে।

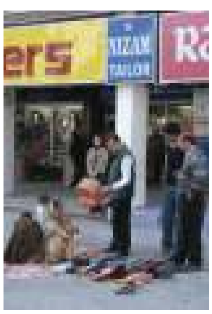

বিশ্বায়ন একটা গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক কর্মসূচী যা উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও সারা বিশ্বের মানুষকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বিশ্বায়নের একটি নির্দিষ্ট দিক যা অর্থনৈতিক প্রকৃতির উৎপাদনের জটিল সংগঠনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, বহুজাতিক সংস্থাগুলো কিভাবে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের মাধ্যমে বিশ্বায়নে সহায়তা করছে, তাও আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ সমূহ এবং প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যেগুলো বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে। এই অধ্যায়ের শেষ ভাগে ভারতের অর্থনীতির উপর বিশ্বায়নের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়েছে।

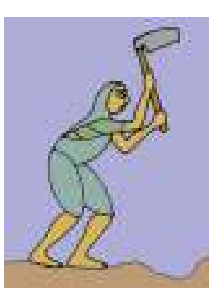

শ্রম হল সমস্ত সম্পদের উৎস

উন্নয়ন প্রক্রিয়া অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কেবল উৎপাদন স্তরের বৃদ্ধিতেই সাহায্য করে তা কিন্তু নয়, বরং এর কিছু নেতিবাচক দিকও আছে। এই অধ্যায়ে দেওয়া উদাহরণ এবং ক্ষেত্র সমীক্ষাগুলো এটি যাচাই করতে চেষ্টা করে যে, উন্নয়নের সুফল সব অংশের জনগণের (ছোট এবং বড় উৎপাদক, সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক, সমস্ত আয় শ্রেণির ভোক্তারা, পুরুষ এবং মহিলারা) কাছে পৌঁছাচ্ছে নাকি কিছু সুবিধাবাদী লোকদের হাতে সবটা সুফল করায়ত্ত হয়ে থাকছে।

এই বইয়ের শেষ অধ্যায়ে, কিভাবে এবং কতটুকু পর্যন্ত আমরা ভোক্তা হিসাবে জনগণের অধিকার সুরক্ষিত করতে পারি, সে সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা হয়েছে। দ্রুত আর্থিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া, নতুন নতুন ব্রান্ডের আবির্ভাব এবং অর্থনৈতিক উৎপাদকদের বিজ্ঞাপন-অভিযানের যুগে প্রায়ই ভোক্তারা অসাধু ব্যবসায়িক নীতির

দ্বারা প্রতারণার স্বীকার হন। ভোক্তা আন্দোলনের ইতিহাসের সূচনার সাথে পরিচয় এবং বাস্তব জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপনের মাধ্যমে এই অধ্যায়ে এমন বিভিন্ন ব্যয় বাহুল্যহীন ভোক্তা সুরক্ষা প্রক্রিয়া আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলো বিগত কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে বিবর্তিত হচ্ছে। এছাড়াও এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, কিভাবে জনগণ এখন তাদের অধিকারগুলো প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, কম খরচে, ভোক্তা সুরক্ষা আদালতের মাধ্যমে। এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ভোক্তা আদালতের মাধ্যমে ন্যায় বিচার পাওয়ার প্রক্রিয়াটি অনেক ঝঞ্ঝাটে, ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ।

এই পাঠ্য বই-এর বৈশিষ্ট্যাবলী ঃ

এই বই এর উদ্দেশ্য হল, আমাদের চারপাশের আর্থিক জীবন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা এবং মানুষের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাহাত্ম্য কি সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা। এই বই-এ আমরা অনেক উদাহরণ ও ক্ষেত্রগত সমীক্ষার উল্লেখ করেছি যেগুলো একদিকে, যেমন বিষয় সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করতে সহায়ক উপকরণ হিসাবে কাজ করবে, অপরদিকে, ধারণাগুলোকে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে হৃদয়াঙ্গম করতে সাহায্য করবে। এই সুদূর প্রসারী উদ্দেশ্যের কথা মাথায় রেখে বইটি অধ্যয়ন ও ব্যবহার করতে হবে।

অধ্যায়গুলোর শুরুতেই '**শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য নির্দেশিকা**' দেওয়া হয়েছে। যে কোন অধ্যায় পড়ার আগে শিক্ষকদের এই নির্দেশিকা পাঠ করা উচিত। এর মধ্যে- ক) অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। খ) অধ্যায়ের বিষয়বস্তু পড়ানোর জন্য দরকার এমন গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। গ) বিভিন্ন প্রসঙ্গ সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্যের উৎসের বিবরণ ইত্যাদি রয়েছে।

প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রতিটি খন্ডের শেষে '**চলো কাজগুলো করি**'—এর অন্তর্গত অনেক অনুশীলনী দেওয়া হয়েছে। এখানে অধ্যায়ের অন্তর্গত বিভাগের পর্যালোচনার জন্য কিছু প্রশ্ন দেওয়া আছে এবং কিছু মুক্ত প্রান্তের প্রশ্নাবলী ও কার্যকলাপ আছে যেগুলো শ্রেণিকক্ষে বা শ্রেণিকক্ষের বাইরে করা যেতে পারে। এই বই এর প্রত্যেকটি অধ্যায়ে কিছু অভ্যন্তরীণ অনুশীলনী আলোচনার মাধ্যমে করা যেতে পারে। এই আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত সারমর্ম ও উত্তরসমূহ তর্ক বিতর্কের জন্য শ্রেণিকক্ষে অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের কাছে তুলে ধরতে হবে। এর জন্য অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয় ঠিকই। তথাপি এই ধরনের কার্যকলাপও প্রয়োজন। এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা পরস্পর থেকে শিখতে ও অন্বেষণ করতে সক্ষম হয়। এর উদ্দেশ্য হল, আমরা সচরাচর বিদ্যার্থীদের মধ্যে যে পারস্পরিক বোঝাপড়া দেখতে পাই তার চাইতে আরো বেশি পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। তবে এই কাজ করার কোন সুনির্দিষ্ট রূপরেখা নেই। প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকার শিক্ষাদানের নিজস্ব ধরন বিকশিত করতে হবে এবং এ সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে।

যতটুকু সম্ভব আমরা ইদানিং কালের পরিসংখ্যান দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তবে অতি সাম্প্রতিক বছরগুলোর প্রামান্য সমস্ত পরিসংখ্যান উপলব্ধ নয়। সাথে সাথে এটিও ঠিক যে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সমস্ত অর্থনৈতিক গতিবিধির তেমন কোন পরিবর্তন হয় না। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানের উপর জোড় না দিয়ে আপনারা বরং বিষয় বস্তুর মূল ধারণার সাথে পরিসংখ্যানের সম্পর্কের বিশ্লেষণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে আপনারা তথ্য বিষয়ক প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে পারেন।

এই বইটি লেখার সময় বিষয় সংক্রান্ত অনেক প্রাসঙ্গিক তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। পাশাপাশি, সংবাদপত্র থেকে সংগৃহীত প্রতিবেদনের অংশ বিশেষ এবং সরকারি ও বেসরকারি সংগঠন থেকে প্রাপ্ত বিবরণও ব্যবহার করা হয়েছে। উপরোক্ত তথ্যগুলো **শিক্ষকের জন্য নির্দেশাবলী** এবং বই এর শেষে দেওয়া **প্রস্তাবিত পাঠ্য সামগ্রীতে** উল্লেখ করা হয়েছে।

এই বইটি পড়ানোর সময় বিষয় সংক্রান্ত '**অতিরিক্ত তথ্য এবং পাঠ্য সামগ্রী**' সম্পর্কে আলোচনা করা খুবই জরুরি। ছোট ছোট সমীক্ষা, আশেপাশের লোকদের সাক্ষাৎকার, সহায়ক পুস্তিকা, সংবাদপত্র হতে সংগৃহীত প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে এই কাজটি করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে এই উপাদানগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা

লেখচিত্র, দেওয়াল চিত্র, ব্যঙ্গ রচনা, বিতর্ক ইত্যাদি উপস্থাপন করতে পারে। এতে তাদের সৃজনশীল সত্তার বিকাশ ঘটবে।

মূল্যায়ন ঃ

শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার লক্ষ্যে ন্যাশনাল কারিকোলাম ফ্রেমওয়ার্ক 2005 এবং পজিশন পেপার অব দ্যা ন্যাশনাল ফোকাস গ্রুপ অব একজামিনিশন রিফর্ম-এর অভিমত হল, পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র তৈরীর ক্ষেত্রে পরিবর্তন প্রয়োজন। এই বই এ দেওয়া প্রশ্নাবলীতেও এই পরিবর্তন পরিলক্ষিত হবে। প্রশ্নগুলো এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যাতে ছাত্রছাত্রীরা মুখস্থ করার প্রবণতা থেকে সরে এসে তাদের বুদ্ধিমত্তা, স্বাধীন চিন্তা, কল্পনাশক্তি, বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাধারার উপর নির্ভর করে উত্তরগুলো লিপিবদ্ধ করতে পারে। এখানে দেওয়া উদাহরণের উপর নির্ভর করে শিক্ষক শিক্ষিকারা বিষয় সংক্রান্ত অতিরিক্ত প্রশ্নাবলী তৈরী করতে পারেন।

মূল ধারণাগুলো সম্পর্কে বোধগম্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রশ্নাবলী

(a) GDP হল একটা নির্দিষ্ট বছরে উৎপাদিত __________ মোট মূল্য।

(i) সকল দ্রব্য ও সেবা সামগ্রীর।

(ii) সকল চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা সামগ্রীর।

(iii) সকল অন্তর্বর্তী দ্রব্য ও সেবা সামগ্রীর।

(iv) সকল অন্তর্বর্তী এবং চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা সামগ্রীর।

(b) অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঋণের ভূমিকা আলোচনা করুন।

(c) ভারতে ফোর্ড মোটর কর্তৃক উৎপাদিত মোটরগাড়ি কিভাবে উৎপাদন আন্তঃসংযুক্তি প্রক্রিয়াকে পথ দেখাবে?

(d) শ্রম আইনের নমনীয়তা কিভাবে কোম্পানিগুলোকে সাহায্য করে?

বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতা, ব্যাখ্যা এবং সহজবোধ্য উপস্থাপন মূলক প্রশ্ন :

(a) নীচের সারণি তিনটি ক্ষেত্রের GDP (কোটি) টাকায় দেখাচ্ছে :

বছর	প্রাথমিক ক্ষেত্র	মাধ্যমিক ক্ষেত্র	সেবা ক্ষেত্র
1950	80,000	19,000	39,000
2000	3,14,000	2,80,000	5,55,000

(i) GDP তে তিনটি ক্ষেত্রের অংশীদারিত্ব 1950 এবং 2000 সালের জন্য নির্ণয় করুন।

(ii) দ্বিতীয় অধ্যায়ের লেখচিত্র 2 এর মতো তথ্যগুলোকে বারচিত্রের মাধ্যমে দেখান।

(iii) বারচিত্র থেকে কি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন?

(b) ভারতের 80 শতাংশ কৃষকই হচ্ছে ক্ষুদ্র কৃষক, যাদের চাষের জন্য ঋণের প্রয়োজন পড়ে।

(i) ব্যাংকগুলো ক্ষুদ্র কৃষকদের ধার দিতে অনাগ্রহী হতো কেন?

(ii) অন্যান্য উৎস কি কি রয়েছে যেগুলো থেকে ক্ষুদ্র কৃষক ঋণ নিতে পারে?

(iii) ঋণের শর্ত ক্ষুদ্র কৃষকের পক্ষে কিভাবে অসুবিধাজনক তা উদাহরণ সহকারে ব্যাখ্যা করুন।

(iv) ক্ষুদ্র কৃষকদের সুলভ ঋণ প্রাপ্তির কয়েকটা উপায় সুপারিশ করুন।

বিশ্লেষণাত্মক ভাবনা যাচাইয়ের প্রশ্নাবলী

(a) ছবিটি লক্ষ করুন (গগনচুম্বী দালানবাড়ির পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে বস্তি)। এই ধরনের এলাকার উন্নয়নের জন্য কি লক্ষ্য হওয়া উচিত?

(b) "পৃথিবীর সকল মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ রয়েছে, কিন্তু সবার লোভ মেটানোর মত যথেষ্ট সম্পদ নেই, এমনকি এক ব্যক্তির লোভ সামাল দেওয়ার জন্যও এই সম্পদ যথেষ্ট নয়।" আলোচনা করুন।

(c) "ভারতীয় অর্থনীতির উন্নয়নে তৃতীয় ক্ষেত্র কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে না।" আপনি কি এই বক্তব্যের সাথে একমত? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

(d) মানুষ বেহাল সড়ক বা জল ও স্বাস্থ্যের ত্রুটিপূর্ণ পরিসেবা সম্পর্কে অভাব-অভিযোগ করে, কিন্তু কেউ শোনে না। এখন RTI আইন আপনাকে প্রশ্ন করার সুযোগ করে দিয়েছে। আপনি কি RTI সম্পর্কে এই বক্তব্যের সাথে একমত? আলোচনা করুন।

বাস্তব জীবনের সমস্যা/পরিস্থিতিগুলোতে অনুভূতি ও ধারণা প্রয়োগ করার ক্ষমতা পরীক্ষা করার প্রশ্নাবলী।

(a) আপনার গ্রাম, শহর বা এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যগুলো কি হতে পারে?

(b) বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের প্রায়ই প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বা ছোট এবং বড় হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। এখানে কোন বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করা হয়েছে শ্রেণিবিন্যাস করার জন্য? আপনি কি একে উপযোগী শ্রেণিবিন্যাস মনে করেন?

(c) শহর এলাকায় কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি কি উপায়ে হতে পারে?

(d) আপনি ছদ্ম বেকারত্ব বলতে কি বোঝেন? উদাহরণ সহকারে শহর এবং গ্রামীণ এলাকায় ছদ্ম বেকারত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(e) আপনি যদি আপনার এলাকার একটি শপিং কমপ্লেক্সে যান তবে ভোক্তা হিসাবে আপনার দায়িত্বগুলো বর্ণনা করুন।

বিভিন্ন অধ্যায়ের বিষয়গুলোর মধ্যে প্রাসঙ্গিক যোগসূত্র স্থাপন করার জন্য ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত এক বা একাধিক বিষয়কে একসাথে টেনে এনে প্রশ্নগুলোর উন্নয়ন সাধনের উদ্বুদ্ধ করবেন। উদাহরণস্বরূপ, চতুর্থ অধ্যায়ের একটা প্রশ্ন, প্রথম অধ্যায়ের সাথে সংযোগস্থাপন করি— প্রথম অধ্যায়ে *আমরা দেখেছি যে, কারোর জন্য যা উন্নয়ন সেটা অন্যদের জন্য অনুন্নয়নও হতে পারে। ভারতে কিছু লোক বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার বিরোধিতা করেছে। এই লোকগুলো কারা তা খোঁজে বের করুন এবং কেন তারা এর বিরোধিতা করছে?*

আমরা আশাকরি আপনি নিজে এবং আপনার ছাত্রছাত্রীরা এই পাঠ্যপুস্তকটিকে গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করবেন এবং আপনার সমালোচনা, প্রশ্ন, ব্যাখ্যা ইত্যাদি আমাদেরকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠান এবং আমরা এই আলোচনা আরও চালিয়ে যেতে পারব।

কার্যক্রম সঞ্চালক
দশম শ্রেণির অর্থনীতির পাঠ্য বই
শিক্ষা দফতরের অধীন সমাজ বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যা বিভাগ
জাতীয় শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পর্ষদ
শ্রী অরবিন্দ মার্গ
নতুন দিল্লি—110016

পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন কমিটি

TEXTBOOK DEVELOPMENT COMMITTEE

Chairperson, Advisory Committee for Social Science Textbooks at the Secondary Level

Hari Vasudevan, *Professor,* Department of History, University of Kolkata, Kolkata.

Chief Advisor

Tapas Majumdar, *Emeritus Professor,* Jawaharlal Nehru University, New Delhi

Advisor

Sathish K. Jain, *Professor,* Centre for Economic Studies and Planning, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

Members

Arvind Sardana, Eklavya, Institute for Educational Research and Innovative Action, Madhya Pradesh

Neeraja Rashmi, *Reader,* Curriculum Group, NCERT, New Delhi

Neeraja Nautiyal, *TGT* (Social Science), Kendriya Vidyalaya, BEG Centre, Deccan College Road, Yeravada, Pune

Rajinder Choudhury, *Reader,* Department of Economics, Maharishi Dayanand University, Rohtak, Haryana

Rama Gopal, *Professor,* Department of Economics, Annamalai University, Annamalai Nagar, Tamil Nadu

Sukanya Bose, *Eklavya Fellow,* New Delhi

Vijay Shankar, Samaj Pragati Sahyog, Bagli Block, Dewas District, Madhya Pradesh

Member-coordinator

M.V. Srinivasan, *Lecturer,* DESSH, NCERT, New Delhi

সূচিপত্র

Foreword
শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে কিছু প্রারম্ভিক কথা

অধ্যায় 1
উন্নয়ন 2

অধ্যায় 2
ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্র সমূহ 18

অধ্যায় 3
অর্থ ও ঋণ 38

অধ্যায় 4
বিশ্বায়ন ও ভারতীয় অর্থনীতি 54

অধ্যায় 5
ভোক্তা অধিকার 74

পরিশিষ্ট 90

Suggested Readings 92

ACKNOWLEDGEMENTS

This book is an outcome of ideas, comments and suggestions from academics, practising school teachers, students, educational activists and all those concerned about education. The National Council of Educational Research and Training (NCERT) acknowledges Jean Dreze, *visiting Professor,* G.B.Pant Social Science Institute, Allahabad; R. Nagaraj, *Professor,* Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai; Rammanohar Reddy, *Editor,* Economic and Political Weekly, and Sujana Krishnamurthy, *Freelance Researcher,* Mumbai; S. Krishnakumar, Sri Venkateswara College, Delhi University, Delhi; Tara Nair, Institute of Rural Management, Anand; Keshab Das, Gujarat Institute of Development Research, Ahmedabad; George Cheriyan, Consumer Unity Trust International, Jaipur; Nirmalya Basu, Indian Institute of Science, Bangalore and Manish Jain, *Doctoral Student*, Central Institute of Education, Delhi for their suggestions in enriching the book making it nearer to learners. We also thank our colleagues K. Chandrasekar, Department of Educational Measurement and Evaluation, R. Meganathan, Department of Languages; Ashita Raveendran and Jaya Singh, Department of Education in Social Sciences and Humanities, NCERT for their feedback and suggestions.

We would like to place on record the invaluable advise of (Late) Dipak Banerjee, *Professor* (Retd), Presidency College, Kolkata. We could have benefitted much more of his expertise had his health permitted.

Many teachers have contributed to this book in different ways. Contributions of Kanta Bansal, *Vice Principal,* Kendriya Vidyalaya, Sector 47, Chandigarh; A. Manoharan, *PGT* (Economics), Kendriya Vidyalaya No.2, Military Hospital Road, Belgaum Cantonment, Belgaum, Karnataka; Renu Deshmana, *TGT* (Social Science), Kendriya Vidyalaya No.2, Delhi Cantonment, Gurgaon Road, Delhi; Nalini Padmanabhan, *PGT* (Economics), DTEA Senior Secondary School, Janakpuri, New Delhi are duly acknowledged. The feedback and reflections of students and teachers of Kendriya Vidyalaya, Sector 47, Chandigarh during the try out were of much value in the improvement of this book.

The Council expresses its gratitude to the following individuals and organisations for providing us with photograph(s) and allowing us to use them from their archives and books – Jan Breman and Parthiv Shah from, *Working in the mill no more*, Oxford University Press, Delhi; Centre for Education and Communication, Delhi Forum and Nirantar, Delhi and Ananthi, Gujarat; Subha Lakshmi, Delhi; Ambuj Soni, Dewas, Madhya Pradesh; Karen Haydock, Chandigarh; and M.V. Srinivasan, DESSH; the Press Information Bureau, Ministry of Information and Broadcasting; Directorate of Extension, Ministry of Agriculture; Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Delhi; Madras Port Trust, Chennai and Sitaram Bhartia Institute of Science & Research, New Delhi.

We are indebted to *The Hindu* and *Times of India* for the news clippings used in this book.

We thank Savita Sinha, *Professor* and *Head,* Department of Education in Social Sciences and Humanities for her support.

Special thanks are due to Vandana R. Singh, *Consultant Editor* for going through the manuscript and suggesting relevant changes.

The Council also gratefully acknowledges the contributions of *DTP Operators* Gurinder Singh Rai, Ishwar Singh and Arvind Sharma; Dinesh Kumar Singh, *Incharge Computer Station;* Administrative Staff, DESSH; Neena Chandra, *Copy Editor* in bringing this book into shape. Finally, the efforts of the Publication Department, NCERT are also duly acknowledged.

শিক্ষকদের জন্য নির্দেশিকা

অধ্যায় 1 ঃ উন্নয়ন

উন্নয়নের অনেক দিক রয়েছে। এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হল বিদ্যার্থীদের উন্নয়ন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া। এই অধ্যায় পাঠ করে বিদ্যার্থীরা বুঝতে পারবে উন্নয়নের ধারণা বিভিন্ন মানুষের কাছে বিভিন্ন হতে পারে। সাথে সাথে এমন অনেক উপায়ও রয়েছে যার সাহায্যে আমরা উন্নয়নের একটি সাধারণ নির্দেশক বা সূচকে পৌঁছতে পারি। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে আমরা এমন কতগুলো বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে সূচক নির্মাণ করব যা পড়ুয়াদের সহজভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। এখানে আমরা এমন কিছু বিশ্লেষণও উপস্থাপন করেছি যেগুলো জটিল ও বৃহৎ প্রকৃতির।

কিভাবে বিভিন্ন দেশের অথবা বিভিন্ন রাজ্যের উন্নয়নের তুলনা করা হবে? এই অধ্যায়ে পড়ুয়ারা এই প্রশ্নের উত্তরও অনুসন্ধান করবে। এই প্রশ্নের উত্তর পড়ুয়ারা পেয়ে যাবে এই অধ্যায়ে আলোচিত কয়েকটি নির্বাচিত উন্নয়ন সূচকের সাহায্যে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপযোগ্য। উন্নয়ন পরিমাপের বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হল আয়। তবে এখানে মনে রাখতে হবে যে, আয় পদ্ধতিতে উন্নয়নের পরিমাপ উপযোগী হলেও এর অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এজন্য উন্নয়নের পরিমাপকের দিকে নতুনভাবে আলোকপাত করতে নতুন সূচকের বা মানদন্ডের ব্যবহার করা জরুরি হয়ে পড়েছে। এই নতুন সূচকগুলোর মধ্যে রয়েছে জীবনযাত্রার গুণমান ও পরিবেশ-বান্ধব উন্নয়ন বা স্থিতিশীল উন্নয়ন।

শ্রেণি কক্ষে পাঠদানকালে পড়ুয়ারা যাতে সক্রিয় থাকে সেদিকে শিক্ষকের বিশেষ নজর রাখতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে তাদের চিন্তা ভাবনার বহিঃপ্রকাশ করতে পারে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে বিতর্কের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। এখানে প্রত্যেক বিভাগের শেষে কিছু প্রশ্ন ও কাজকর্ম রয়েছে। এগুলো দুটি উদ্দেশ্যসাধনে সাহায্য করবে। প্রথমত, এই পাঠে আলোচিত ধারণাগুলোকে মনে করতে সাহায্য করবে। দ্বিতীয়ত, পড়ুয়ারা আরও ভালোভাবে বিষয়বস্তু বুঝতে পারবে। এর কারণ হল, এখানে বিষয়গুলোকে শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাগুলোকে টেনে এনে আলোচনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ে কয়েকটি পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এই পরিভাষাগুলোর ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এগুলো হল, মাথাপিছু আয়, সাক্ষরতার হার, শিশু মৃত্যুর হার, বিদ্যালয় উপস্থিতির অনুপাত, প্রত্যাশিত আয়ু, মোট নাম নথিভুক্তির অনুপাত এবং মানব উন্নয়ন সূচক। এই পরিভাষার সাথে সম্পর্কিত তথ্য যথেষ্ঠ পরিমাণে দেওয়া হয়েছে। তবে এগুলোর আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। এই অধ্যায়ের 1.6 সারণিতে মাথাপিছু আয় পরিমাপের সময় ক্রয়ক্ষমতা সমতার (purchasing power parity) ধারণাকে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই ক্রয়ক্ষমতা সমতার ধারণাটি ব্যাখ্যা করা অবশ্যই প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, পরিভাষাগুলো ব্যবহার করা হয়েছে আলোচনার সুবিধার্থে, মুখস্থ করার জন্য নয়।

তথ্যের উৎস ঃ

এই অধ্যায়ে যে তথ্যগুলো পেশ করা হয়েছে সেগুলো ভারত সরকারের প্রকাশিত রিপোর্ট (আর্থিক সমীক্ষা, জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষার রিপোর্ট এবং ভারতীয় অর্থনীতির পরিসংখ্যান সমূহের তথ্য সমৃদ্ধ পুস্তিকা, রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (মানব উন্নয়ন রিপোর্ট) এবং বিশ্বব্যাংক (বিশ্ব উন্নয়ন সূচকসমূহ) থেকে নেওয়া হয়েছে। এই রিপোর্টগুলো প্রতি বছরই প্রকাশিত হয়। বিদ্যালয়ের পাঠাগারের এই রিপোর্ট সমূহ পাওয়া গেলে সেগুলো দেখা যেতে পারে। ভাল লাগবে। অন্যথায় নীচের ওয়েবসাইটগুলো দেখা যেতে পারে। এগুলো হল www.worldbank.org, www.budgetindia.nic.in, www.undp.org. এছাড়াও ভারতীয় অর্থনীতির পরিসংখ্যান বিষয়ক রিজার্ভ ব্যাংকের পুস্তিকায় এই তথ্যগুলো সহজলভ্য হবে (পাওয়া যাবে, www.rbi.org এই ওয়েব সাইটে)।

অধ্যায় — ১

উন্নয়ন

উন্নয়ন অথবা বিকাশের ধারণা সব সময় আমাদের মধ্যে রয়েছে। আমরা কী করতে চাই? আমরা কীভাবে বাঁচতে চাই? এই সকল ব্যাপারে আমাদের অনেক ইচ্ছা বা বাসনা থাকে। অনুরূপভাবে, দেশের আর্থিক অবস্থার ভবিষ্যত রূপরেখা কী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে আমাদের স্বপ্ন রয়েছে। কোন্ কোন্ অত্যাবশ্যকীয় জিনিসগুলো আমাদের প্রয়োজন হবে? সব মানুষের জীবন ধারণের মানোন্নয়ন করা যাবে কি? কীভাবে দেশের সব মানুষ মিলেমিশে বসবাস করবে? সেখানে কি আরও আর্থিক সমতা আসবে? এই ধরনের একাধিক প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা ভাবনার সাথেই কিন্তু উন্নয়নের ধারণাটি জড়িয়ে আছে। সব চিন্তা ভাবনার পেছনেই কোন কল্পিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর বাসনা রয়েছে। আর কীভাবে ওই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায় তার রাস্তা খুঁজে বের করারও উন্নয়নের ধারণার সাথে জুড়ে আছে। এই রাস্তা খুঁজে বের করার কাজটি জটিল। তাই এই অধ্যায়ে আমরা উন্নয়নের প্রাথমিক ধারণার মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। পরবর্তী স্তরে উপরের শ্রেণিতে এই বিষয়ে অনুপুঙ্খ অধ্যয়ন করে বিস্তারিতভাবে জানতে পারব। এ সম্পর্কে আরও অনেক প্রশ্নের উত্তর কেবলমাত্র অর্থশাস্ত্রের বইয়েই নয় ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠক্রমেও পাওয়া যাবে। এর কারণ হল, আজ আমরা যেভাবে জীবন যাপন করছি তা অতীতের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। আমরা পরিবর্তন সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়া পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষী হতে পারি না। আবার কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনের প্রত্যাশা ও স্বপ্নগুলোকে বাস্তবায়িত করা জীবনে সম্ভব হয়।

*"আমি ছাড়া **তারা** উন্নয়ন করতে পারবে না.........*
*এই ব্যবস্থায় **আমার** পক্ষে একা উন্নয়ন করা সম্ভব হবে না"*

উন্নয়ন কী প্রতিশ্রুতি রাখে—
ভিন্ন ব্যক্তি, ভিন্ন লক্ষ্য

চলো আমরা ভেবে দেখার চেষ্টা করি, 1.1 সারণিতে পেশ করা সূচি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন লোকের জন্য উন্নয়নের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্যগুলো কী কী? তুমি লক্ষ করে দেখবে যে, সারণির কিছু স্তম্ভ আংশিকভাবে পূর্ণ করা হয়েছে। ফাঁকা স্থানগুলো পূর্ণ করার চেষ্টা করো। তুমি অন্য ক্ষেত্রের ব্যক্তিকে সারণিতে যোগ করতে পার।

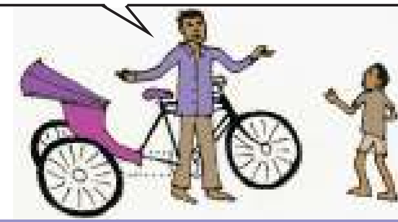

সারণি 1.1 বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্য

ব্যক্তির কর্মের শ্রেণি বিভাগ	উন্নয়নের লক্ষ্য / বাসনা
ভূমিহীন গ্রামীণ শ্রমিক	বেশি শ্রমদিবসের কাজ ও অধিক মজুরি, স্থানীয় বিদ্যালয়ে সন্তানদের গুণগত শিক্ষার সুযোগ, বৈষম্যহীন সমাজ, গ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন।
পাঞ্জাবের সমৃদ্ধ কৃষক	পরিশ্রমী ও সস্তা কৃষি শ্রমিক ব্যবহারের ফলে উৎপাদিত ফসল উচ্চ সহায়ক মূল্যে বিক্রয় করে বেশি পারিবারিক আয় সুনিশ্চিত হয়, ছেলেমেয়েরা বিদেশে বসবাস করতে পারে।
বৃষ্টি নির্ভর কৃষক	
জমি আছে এমন গ্রামীণ পরিবারের মহিলা	
শহরের ধনী পরিবারের একটি ছেলে	
শহরের ধনী পরিবারের একটি মেয়ে	সে তার ভাইয়ের মতো স্বাধীনতা চায়, তার জীবনের প্রয়োজনগুলো নিয়ে সিদ্ধান্ত যেন সে নিতে পারে, বিদেশে গিয়ে লেখাপড়া করতে পারে।
নর্মদা উপত্যকার একজন আদিবাসী	

সারণি 1.1-এর ফাঁকা স্থানপূরণ করে আমরা তা পরীক্ষা করে দেখি। সকল ব্যক্তির উন্নয়নের বা বিকাশের লক্ষ্য কি এক? দেখাই যাচ্ছে তা এক নয়। প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্যে পৌঁছতে চায়। তারা এমন লক্ষ্যে পৌঁছতে চায় যেগুলো তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ এই লক্ষ্যগুলো তাদের বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবে। আবার, দুজন ব্যক্তির বা দুটি গোষ্ঠীর লোকের লক্ষ্য পরস্পর বিরোধীও হতে পারে। একটি বালিকা তার ভাইয়ের মতো স্বাধীনতা এবং সুযোগের

প্রত্যাশা করতেই পারে। সাথে সাথে সে এটাও চাইতে পারে যে তার ভাই পরিবারের কাজকর্মে তার সাথে হাত দিক। কিন্তু ছেলেটির সেটা পছন্দ না-ও হতে পারে। অনুরূপভাবে, শিল্পপতিরা বিদ্যুতের সহজলভ্যতার জন্য চাইতে পারে বড়ো বড়ো বাঁধ নির্মাণ হোক। জল বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়ুক। কিন্তু বড়ো বাঁধ নির্মাণের ফলে বিরাট অংশের স্থলভাগ জলমগ্ন হওয়ায় অনেক মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। তাদের জীবনে চরম দুর্গতি নামে। সব চাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় উপজাতি অংশের মানুষরা। এই গৃহহীন মানুষেরা বড়ো বাঁধ নির্মাণের বিরোধিতা করতে পারে। তারা চাইবে ছোটো ছোটো বাঁধ বা জলাশয় নির্মাণ করা হোক যা তাদের চাষজমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করবে। এই আলোচনা থেকে দুটো জিনিস পরিষ্কার হয়— (এক) **উন্নয়নের লক্ষ্য ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন হয়** এবং (দুই) **একজনের কাছে যা উন্নয়ন তা অন্যের কাছে উন্নয়ন না-ও হতে পারে।**

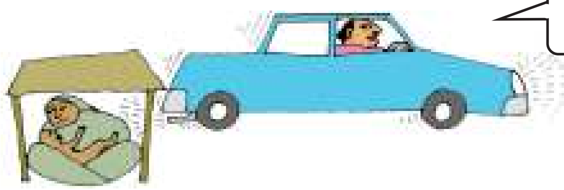

আয় ও অন্যান্য লক্ষ্য

তোমরা যদি পুনরায় সারণি 1.1-এর দিকে তাকাও তাহলে একটি সাধারণ উদ্দেশ্য লক্ষ করবে যেখানে প্রত্যেক মানুষই নিয়মিত কাজের প্রত্যাশা করছে, আরও বেশি মজুরি চাইছে, তাদের উৎপাদিত শস্যের সন্তোষজনক দাম চাইছে। অন্যভাবে বলা যায়, তারা সকলেই চায় আয় আরও বাড়ুক।

মানুষ অধিক আয় ব্যতীত আরও কিছু চায় যেমন— সাম্য, স্বাধীনতা, সুরক্ষা এবং অপরের প্রতি সম্মান। মানুষ বৈষম্য পছন্দ করে না। এগুলোও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। কেননা, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই লক্ষ্যসমূহ বেশি আয় বা বেশি পরিমাণ ভোগের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এর কারণ হল, বস্তুগত দ্রব্যসমূহই কেবলমাত্র তোমার বেঁচে থাকার সকল প্রয়োজনগুলোকে পূরণ করতে পারে না। দ্রব্য ক্রয় করার জন্য অর্থের প্রয়োজন হলেও অর্থই একমাত্র উপাদান নয় যার উপর আমাদের জীবন নির্ভরশীল। গুণমানের জীবন যাপনের জন্য কতগুলো অবস্তুগত বিষয়ের উপর আমরা নির্ভরশীল। এই অ-বস্তুগত বিষয়গুলির কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি এই অবস্তুগত বিষয় সমূহের গুরুত্ব সম্পর্কে তোমার ধারনা স্পষ্ট না হয়, তাহলে তোমার জীবনে তোমার বন্ধুর প্রভাবের দিকটা চিন্তা করে দেখতে পারো। এছাড়াও এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলোকে সহজে পরিমাপ করা যায় না। কিন্তু এই বিষয়গুলোর বিরাট গুরুত্ব রয়েছে আমাদের জীবনে। তথাপি এই বিষয়গুলোকে প্রায়শই অবজ্ঞা করা হয়।

নর্মদা নদীর উপর নির্মিত সর্দার সরোবর বাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রতিবাদে একটি সভা

সুতরাং এভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছান ভুল হবে যে, অপরিমাপযোগ্য বিষয়গুলো গুরুত্বহীন।

চলো, আরেকটি উদাহরণ সহ আলোচনা করি। ধর, তুমি দূরবর্তী স্থানে চাকুরি পেলে। কাজে যোগ দেওয়ার আগে তুমি আয়ের (বেতনের) বাইরেও আরও অনেকগুলো বিষয় নিয়ে ভাববে যার মধ্যে রয়েছে তোমার পরিবারের সদস্যদের সুযোগ-সুবিধার প্রাপ্যতার দিকটা, কাজের অনুকূল পরিবেশ আছে কিনা সেটা এবং সন্তান সন্ততির শিক্ষার সুযোগ আছে কিনা। এরকম অনেক প্রশ্ন তোমাকে ভাবাবে। অপরদিকে, বাড়ির আশেপাশে তুলনামূলকভাবে কম বেতনের স্থায়ী চাকুরিও অধিক সুরক্ষা এবং কাজে সুস্থিতি দিতে পারে। পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ বাড়বে এবং কর্মক্ষেত্রে অধিক স্বাধীনতা ভোগ করবে। অন্যদিকে উচ্চ বেতনের চাকুরিতেও অনেক ক্ষেত্রে চাকুরিগত সুরক্ষা থাকে না বা পরিবারের সাথে সময় কাটাবার কোনো সুযোগ থাকে না। ফলে, ব্যক্তিজীবনের সুরক্ষা ও স্বাধীনতার দিকটি বিপন্ন হয়।

এইভাবে, উন্নয়নের জন্য মানুষ একাধিক মিশ্র লক্ষ্যের বাসনা করে। এটা সত্য যে, মহিলারা যে কোনো অর্থনৈতিক কাজে নিযুক্ত হলে পরিবারে ও সমাজে তাদের সম্মান ও মর্যাদা বাড়ে। তথাপি এটাও সত্য যে, যখন মহিলাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়, তখন ঘরের কাজকর্মে মহিলাদের সাথে পুরুষেরাও হাত লাগায় এবং ঘরের বাইরের কাজে মহিলাদের অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে পারিবারিক সম্মতি বেশি পাওয়া যায়। নিরাপদ ও সুরক্ষিত পরিবেশ থাকলে মহিলারা বিভিন্ন আয় উপার্জনকারী কাজে যোগ দিতে পারে অথবা ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে।

এই কারণে, ব্যক্তির উন্নয়নের লক্ষ্য কেবলমাত্র বেশি আয় নয় বরং জীবনের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোও উন্নয়নের লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

চলো আমরা এই কাজগুলি করি ঃ

1. ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উন্নয়নের ধারণা ভিন্ন ভিন্ন হয় কেন? নীচের ব্যাখ্যাগুলোর মধ্যে কোন্‌টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন?
   (a) কারণ, ব্যক্তি ভিন্ন বলে
   (b) কারণ, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জীবনের অবস্থা ভিন্ন বলে।
2. নীচের বক্তব্য দুটো কি একই অর্থ বহন করে? তোমার উত্তরের ন্যায্যতা ব্যাখ্যা করো।
   (a) মানুষের বিভিন্ন উন্নয়নের লক্ষ্য রয়েছে।
   (b) মানুষের পরস্পর বিরোধী উন্নয়নের লক্ষ্য রয়েছে।
3. আয় ব্যতীত জীবন ধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহের কয়েকটি উদাহরণ দাও।
4. আলোচিত অংশের গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলোকে তোমার নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করো।

জাতীয় উন্নয়ন ঃ

পূর্ববর্তী অংশের আলোচনায় আমরা দেখতে পেয়েছি যে, বিভিন্ন মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্য বিভিন্ন। তাই বিভিন্ন মানুষের কাছে জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যও বিভিন্ন হবে। ভারতের উন্নয়নের জন্য কী করা উচিত এ নিয়ে তোমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো।

এখানে খুব সম্ভবত, তুমি দেখতে পাবে যে, তোমার শ্রেণির বিভিন্ন ছাত্র উপরের এই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দিচ্ছে। এমনকি তোমার নিজের চিন্তাতেও এই প্রশ্নের অনেক উত্তর এসে ভিড় করতে থাকবে যার মধ্য থেকে কোন একটি উত্তর সম্পর্কে তুমি নিশ্চিত হতে পারবে না। **এটিও মনে রাখা খুবই প্রয়োজন যে, দেশের উন্নয়নের ধারণা নিয়ে বিভিন্ন লোকের মধ্যে পরস্পর বিরোধী লক্ষ্য চিহ্নিত হতে পারে।**

এর মধ্যে সকল লক্ষ্যকে সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে গন্য করা যায় কি? অথবা যদি এই লক্ষ্য চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে বৈপরীত্য থাকে তবে কীভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছান যাবে? সবার জন্য ন্যায় সঙ্গত ও সঠিক উন্নয়নের রাস্তা কী হবে? আমাদের ভাবতে হবে যে, উন্নয়নের আরও ভালো রাস্তা আছে কিনা? তাহলে এক্ষেত্রে লক্ষ্য কীভাবে স্থির করবো? আমরা কি দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষের উন্নয়ন চাই? নাকি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন চাই? এই রকম একাধিক প্রশ্ন নিয়ে চিন্তাভাবনা করাই জাতীয় উন্নয়নের আলোচ্য বিষয়।

চলো আমরা এই কাজগুলি করি ঃ

নিম্নলিখিত পরিস্থিতিগুলো আলোচনা করো ঃ

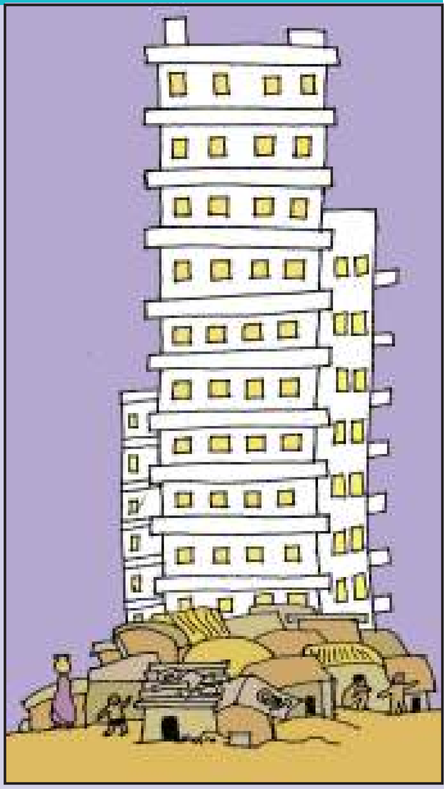

1. ডান দিকের ছবিটি দেখো। এই অঞ্চলের উন্নয়নের লক্ষ্য কী হওয়া উচিত?
2. পত্রিকার রিপোর্টটি পড়ো এবং নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

> একটি জাহাজে করে 500 টন তরল বিষাক্ত বর্জ্য সমুদ্রে ও নিকটবর্তী বেলাভুমিতে ফেলা হয়। এই ঘটনাটি ঘটেছিল আফ্রিকা মহাদেশের আইভোরিকোস্ট দেশের আবিদজান শহরে। এই মারাত্মক ক্ষতিকারক বিষাক্ত বর্জ্য থেকে সৃষ্ট ঝাঁঝালো ধোঁয়া থেকে আশপাশ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে বমি-বমি ভাব, চামড়ায় ছোপ ছোপ লাল দাগ, পাতলা পায়খানা ও বমি রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। বর্জ্য ফেলার এক মাসের মধ্যে সাতজনের মৃত্যু হয়। বিশজন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং ছাব্বিশ হাজার লোকের দেহে বিষক্রিয়ার উপসর্গ দেখা দেয়। তাদের চিকিৎসা করাতে হয়। পেট্রোলিয়াম ও ধাতুর কারবার করে এমন একটি বহুজাতিক সংস্থা আইভোরিকোস্টের একটি স্থানীয় সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে তাদের জাহাজের দূষিত বর্জ্য ফেলার বরাত দেয়।

   (i) এ ঘটনায় কাদের লাভ হয়েছিল এবং কাদের হয়নি?

   (ii) এই দেশটির উন্নয়নের লক্ষ্য কী হওয়া উচিত?

3. তোমার গ্রামের, শহরের বা বসত এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যগুলো কী হবে?

কাজ 1

যদি উন্নয়নের ধারণার মধ্যে পার্থক্য ও বৈপরীত্য থাকে, তবে উন্নয়নের পথের মধ্যেও প্রভেদ থাকবে। যদি এ ধরনের কোনো মত পার্থক্য তোমার কানে আসে তবে তুমি বিভিন্ন ব্যক্তির যুক্তিগুলো জানার চেস্টা করো। এই কাজটি তুমি একাধিক ব্যক্তির সাথে আলোচনা করেও করতে পারো বা পত্রিকা বা টিভি দেখেও করতে পারো।

বিভিন্ন দেশ বা রাজ্যের মধ্যে তুলনা কীভাবে করা হবে?—

তোমরা জানতে চাইতে পারো যে, উন্নয়নের অর্থ ব্যক্তি বিশেষে আলাদা-আলাদা হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে কয়েকটি দেশকে উন্নত এবং কয়েকটি দেশকে অনুন্নত বলা হয়? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে চলো আমরা অপর একটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করি।

সাধারণত, ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে আমরা তাদের মধ্যে তুলনা করি। আমরা এদের মধ্যে তুলনা করতে কোন্ দিকটায় নজর দেব? চলো আমরা শ্রেণি কক্ষের কথা চিন্তা করি। কীভাবে আমরা বিভিন্ন ছাত্রের মধ্যে তুলনা করব? ছাত্রদের উচ্চতা, স্বাস্থ্য, মেধা ও আগ্রহের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সবচাইতে স্বাস্থ্যবান ছাত্রটা খুব অধ্যবসায়ী নাও হতে পারে। খুব বুদ্ধিমান ছাত্রটা খুব মিশুকে নাও হতে পারে। এই অবস্থায়, কীভাবে আমরা ছাত্রদের তুলনা করব? এক্ষেত্রে, তুলনার উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে একটা মানদন্ড আমরা ব্যবহার করতে পারি। একটা খেলার দলকে, একটা বিতর্কের দলকে, একটা গানের দলকে অথবা বনভোজনের আয়োজন করতে চলছে এমন একটা দলকে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন মানদন্ড ব্যবহার করে থাকি। এরপরও যদি কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে শ্রেণিকক্ষের শিশুদের সার্বজনীন বিকাশ পরিমাপ করতে মানদন্ড ঠিক করতে হয় তবে আমরা কীভাবে করব?

এখানে সাধারণত আমরা ব্যক্তির এক বা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বেছে নিয়ে তার ভিত্তিতে তুলনা করি। তুলনা করার জন্য কোন্ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলোকে বেছে নেওয়া হবে এনিয়েও মতবিরোধ থাকতে পারে। যেমন- বন্ধুত্বপূর্ণ মানোভাব এবং সহযোগিতার মানসিকতা, সৃজনশীলতা অথবা প্রাপ্ত নম্বর এই বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে কোনটিকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে ধরব?

উন্নয়নের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা দেখা দেয়। দেশগুলোর মধ্যে তুলনা করতে আয়কে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে ধরা হয়। নিম্ন আয়ের দেশগুলোর তুলনায় উচ্চ আয়ের দেশগুলোকে অধিক উন্নত বলা হয়। এই ধারণাকে ভিত্তি করে এই বিভাজন করা হয় যে, অধিক আয়ের অর্থ হল দেশটিতে মানুষের প্রয়োজনের সব জিনিসগুলো বেশি পরিমানে উপস্থিত রয়েছে। এর অর্থ হল মানুষের যা যা পছন্দ এবং যা যা তাদের কাছে থাকার কথা, সেগুলো তারা বেশি আয়ের সাহায্যে পেয়ে যাবে। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় অধিকতর আয়ই হল একটা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

এখন দেখা যাক, একটা দেশের আয় বলতে কি বুঝায়? প্রকৃত অর্থে, একটা দেশের আয় বলতে কি বুঝায়? প্রকৃত অর্থে, একটা দেশের আয় বলতে দেশটার নাগরিকের আয়কে বুঝায়। এর থেকে আমরা দেশটির মোট আয় পাই।

যদিও দেশগুলোর মধ্যে তুলনা করতে মোট আয়কে একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপক হিসাবে গন্য করা হয় না। এর কারণ হল, দেশগুলোর জনসংখ্যা এক না হওয়ায় মোট আয় দিয়ে তুলনার সময় আমরা জানতে পারি না দেশটির একজন মানুষ গড়ে কতটা রোজগার করছে। এক দেশের মানুষ অন্য দেশের মানুষের চাইতে ভালো আছে কি? এই সব ত্রুটির কারনে, আমরা **গড় আয়** দ্বারা তুলনা করি। দেশটির মোট আয়কে মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে গড় আয় পাওয়া যায়। গড় আয়কে **মাথাপিছু আয়ও** বলা হয়।

বিশ্বব্যাংকের বিশ্ব উন্নয়ন রিপোর্টে মাথাপিছু আয়কে দেশগুলোর মধ্যে শ্রেণি বিভাজন করতে ব্যবহার করা হয়। যে সকল দেশের বাৎসরিক মাথাপিছু আয় 2016 সালে 12236 মার্কিন ডলার এবং এর বেশি ছিল সে সকল দেশকে ধনী দেশ হিসাবে গন্য করা হয়। অপরদিকে যাদের মাথাপিছু বাৎসরিক আয় 1005 মার্কিন ডলার বা তার কম তাদের নিম্ন আয়ের দেশ বলা হয়। রিপোর্টে ভারতকে নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হল, 2016 সালের ভারতের মাথাপিছু বাৎসরিক আয়ের অংক ছিল মাত্র 1840 মার্কিন ডলার। মধ্য প্রাচ্য দেশগুলো এবং কয়েকটা ছোটো দেশ ব্যতীত ধনী দেশগুলোকে সাধারণত উন্নত দেশ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

গড় আয়

যদিও 'গড়' তুলনা করার জন্য উপযোগী, তথাপি গড় বৈষম্যকে আড়াল করে।

উদাহরণস্বরূপ আমরা দুটি দেশের কথা ভাবি। এই দেশ দুটি হল A ও B। ধরি, প্রত্যেক দেশে পাঁচজন করে নাগরিক রয়েছে। তাদের প্রত্যেকের মাসিক আয় নীচের **সারনি 1.2 -তে দেওয়া হয়েছে। A ও B দেশের গড় আয় হিসেব করো।**

সারনি 1.2 ঃ দুটি দেশের মধ্যে তুলনা

দেশ	2012 সালে নাগরিকদের মাসিক আয় (টাকায়)					
	I	II	III	IV	V	গড়
দেশ A	9500	10500	9800	10000	10200	
দেশ B	500	500	500	500	48000	

তুমি কি দুটি দেশে বসবাস করে সমান সুখী হবে? দেশ দুটি কি উন্নয়নের সম পর্যায়ে রয়েছে? সম্ভবত, আমাদের মধ্যে কেউ হয়তো B দেশে বসবাস করতে চাইবে যদি আমরা তাকে এই আশ্বাস দিই যে, সে B দেশটিতে পঞ্চম নাগরিকের জায়গায় বাসবাস করতে পারবে। কিন্তু যদি আমরা কোন্ অবস্থানের নাগরিক হিসেবে বসবাস করতে পারব তা লটারির মাধ্যমে স্থির করি, তবে দেখা যাবে আমাদের মধ্যে প্রায় সবাই-ই A দেশে বসবাস করতে চাইবে। এর কারণ হল, A দেশটিতে তুলনামূলকভাবে আয় বন্টনে বেশি সমতা রয়েছে। যদিও দুটি দেশের গড় আয় একই, তথাপি A দেশটি অধিক পছন্দের দেশ হবে কারণ দেশটিতে আয় বন্টনে সমতা রয়েছে। এই দেশটির মানুষদের মধ্যে কেউ খুব ধনী বা কেউ খুব গরিব নয়। অপরদিকে B দেশটির অধিকাংশ নাগরিক গরিব এবং একজন খুবই ধনী। অতএব বলা যায়, তুলনা করার ক্ষেত্রে গড় আয় উপযোগী হলেও এটি কিন্তু মানুষের মধ্যে আয় বন্টনে, বৈষম্যের তথ্য আমাদের দেয় না।

ধনী ও গরিব মুক্ত দেশ

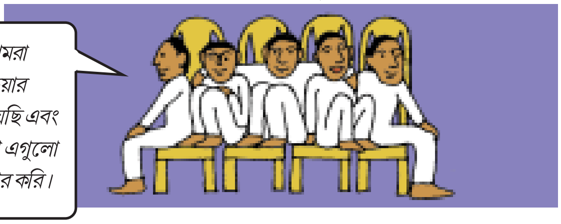

ধনী ও গরিব রয়েছে এমন দেশ

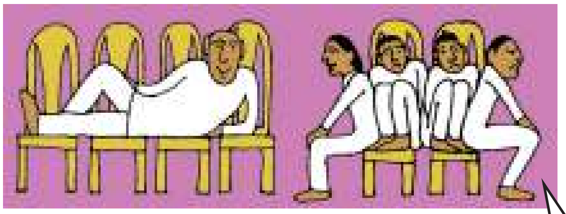

চলো আমরা এই কাজগুলি করি ঃ

1. এমন তিনটি উদাহরণ দাও যেখানে অবস্থার তুলনা করতে গড় ব্যবহার করা হয়।
2. কেন তুমি মনে কর যে, উন্নয়ন পরিমাপের গুরুত্বপূর্ণ মান হিসেবে গড় আয়কে ধরা হয়? তোমার উত্তর ব্যাখ্যা করো।
3. দুটি অথবা ততোধিক সমাজের মধ্যে তুলনা করতে মাথাপিছু আয়ের পরিমাপ ছাড়াও আয়ের অন্য কোন্ বৈশিষ্ট্য এ ধরনের তুলনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
4. ধরো, একটি দেশের আর্থিক রেকর্ড থেকে দেখা যায়, দেশটির গড় আয় সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই তথ্য থেকে আমরা কি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, দেশটির অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে বিকাশ হয়েছে? একটি উদাহরণের সাহায্যে তোমার উত্তরের যথার্থতা ব্যাখ্যা করো।
5. তোমার পাঠ্যাংশের সাহায্য নিয়ে বিশ্ব উন্নয়ন রির্পোটের তথ্যের ভিত্তিতে নিম্ন আয়ের দেশগুলোর মাথাপিছু আয়ের স্তর নির্ণয় করো।
6. ভারতকে একটি উন্নত দেশ হতে কী করতে হবে বা কোন্ বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করলে ভারত উন্নত দেশ হিসেবে পরিগণিত হবে? এ বিষয়ে তোমার মতামত প্রকাশ করে একটি অনুচ্ছেদ লেখো।

আয় এবং অন্যান্য মানদণ্ড ঃ

যখন আমরা ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করেছি তখন দেখতে পেয়েছি মানুষ কেবল বেশি আয়ই আকাঙ্ক্ষা করে না, একই সাথে সে নিজের সুরক্ষা, সাম্য, স্বাধীনতা ইত্যাদি লক্ষ্যগুলো নিয়েও চিন্তাভাবনা করে। একইভাবে আমরা যখন কোন দেশ বা অঞ্চল সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করি, তখন আমরা গড় আয় ছাড়াও অন্যান্য সমগুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যকেও গণনায় ধরি।

সারণি 1.3 ঃ কয়েকটি নির্বাচিত রাজ্যের মাথাপিছু আয়

রাজ্য	মাথাপিছু আয় (2015-16 সালের, টাকা)
হরিয়ানা	1,62,034
কেরালা	1,55,516
বিহার	34,168

তথ্যসূত্র ঃ আর্থিক সমীক্ষা 2016-17, খণ্ড- 2, পৃষ্ঠা- A24.

কী হবে এই বৈশিষ্ট্য সমূহ? চলো একটি উদাহরণের সাহায্যে আমরা এ নিয়ে অনুসন্ধান চালাই। হরিয়ানা, কেরালা এবং বিহার এই তিনটি রাজ্যের মাথাপিছু আয়ের পরিসংখ্যান সারণি 1.3-এ দেওয়া হয়েছে। সারণির সংখ্যাগুলি 2015-16 -এর চলতি দামস্তরের ভিত্তিতে প্রস্তুত মাথাপিছু নিট অভ্যন্তরীন উৎপাদন। এখন আমরা পূর্বের লাইনের এই জটিল বিষয়টির প্রকৃত অর্থ জানার চেস্টা না করেই এগিয়ে যাচ্ছি। আলোচনার সুবিধার্থে একে রাজ্যের মাথাপিছু আয় বলে ধরে নিচ্ছি। আমরা সারণি থেকে দেখতে পাই রাজ্য তিনটির মধ্যে হরিয়ানাতে মাথাপিছু আয় সবচেয়ে বেশি এবং বিহারের ক্ষেত্রে এই আয় সবচেয়ে কম। এর অর্থ দাঁড়ায় হরিয়ানার একজন মানুষ বাৎসরিক গড় পড়তা 1,62,038 টাকা রোজগার করেন। অপরদিকে একজন বিহারবাসীর ক্ষেত্রে এই আয় হল কম-বেশি 34,168 টাকা। এখন যদি মাথাপিছু আয়কে উন্নয়নের একমাত্র পরিমাপক হিসেবে ধরা হয় তবে এই তিনটি রাজ্যের মধ্যে হরিয়ানাকে সবচাইতে উন্নত ও বিহারকে কম উন্নত রাজ্য বলা যায়। এবার আমরা উল্লিখিত তিনটি রাজ্যের অন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যানের দিকে নজর ফেরাব যা সারনি 1.4 -এ পেশ করা হয়েছে।

সারণি 1.4 ঃ হরিয়ানা, কেরালা ও বিহারের কিছু তুলনামূলক পরিসংখ্যান

রাজ্য	প্রতি 1,000 জীবিত জন্ম গ্রহণের মধ্যে শিশু মৃত্যুর হার (2015-16)	স্বাক্ষরতার হার % 2011	2013-14 সালে মাধ্যমিক স্তরে (14 ও 15 বছর বয়সের) নিট উপস্থিতির হার (প্রতি 100 জন ছাত্রের মধ্যে)
হরিয়ানা	36	82	61
কেরালা	12	94	83
বিহার	42	62	43

তথ্যসূত্র ঃ ভারত সরকারের আর্থিক সমীক্ষা, 2016-17, খণ্ড-2, জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা (রিপোর্ট নং- 575)

সারণিতে ব্যবহৃত পরিভাষাগুলোর মধ্যে কয়েকটির ব্যাখ্যা ঃ

শিশু মৃত্যুরর হার (Infant Mortality Rate or IMR)- *এক বছরে জীবিত জন্ম নেওয়া প্রতি 1000 শিশুর মধ্যে যত সংখ্যক শিশু এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই মারা যায় সেই সংখ্যা।*

স্বাক্ষরতার হার (Literacy Rate)- *7 বছরের বেশি জনসংখ্যার মধ্যে সাক্ষর মানুষের অনুপাত।*

নিট উপস্থিতির হার (Net Attendance Ratio)- *14 থেকে 15 বছর বয়সের মোট শিশুর মধ্যে স্কুলে উপস্থিত শিশুর সংখ্যার অনুপাত।*

এই সারণিটিতে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? সারণির প্রথম স্তম্ভে দেখতে পাচ্ছি, কেরালাতে জীবিত অবস্থায় জন্ম নেওয়া 1000 শিশুর মধ্যে 12টি শিশু একবছর পূর্ণ হওয়ার আগেই মারা যায়, কিন্তু হরিয়ানাতে শিশু মৃত্যুর এই সংখ্যা হল 36 যা কেরালার দ্বিগুনের চাইতেও বেশি। পক্ষান্তরে কেরালার তুলনায় হরিয়ানাতে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ বেশি যা সারণি 1.3 থেকে প্রতীয়মান হয়। একটু ভাবতো, তোমার পিতা-মাতার কাছে তুমি কত আদুরে। চিন্তা করো, কোন পরিবারে শিশু জন্ম নিলে বাড়ির সবাই কতটা উৎফুল্ল হয়ে উঠে। এখন সেই পিতামাতার অবস্থাটা কল্পনা কর যাদের ভূমিষ্ঠ শিশু প্রথম জন্মদিন পালনের আগেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। পিতামাতার কাছে এই মৃত্যু কতটা দুঃখজনক?

দেখলেইতো, এই পরিসংখ্যান কোন্ সালের? এটি 2015 সালের। সুতরাং বুঝতে পারছ যে, আমরা সুদূর অতীতের কথা বলছি না। আমরা দেশের স্বাধীনতা লাভের 70 বছর পরের পরিসংখ্যান নিয়ে আলোচনা করছি যখন ভারতের মেট্রো শহরগুলিতে আকাশছোঁয়া অট্টালিকা ও শপিংমলে ছেয়ে গেছে। শিশু মৃত্যুর এই উচ্চহারই যে সমস্যার ইতি টানছে তা নয়। সারণি 1.4 -এর শেষ স্তম্ভ লক্ষ করলে দেয়া যায়, বিহারের 14-15 বছর বয়সের মোট শিশুর মধ্যে অর্ধেক শিশুই অষ্টম শ্রেণির পর লেখাপড়া ছেড়ে দিচ্ছে। এর অর্থ হল, তুমি যদি বিহারের কোন একটি বিদ্যালয়ে পড়া শুরু করতে, তাহলে তোমার প্রাথমিক শ্রেণির অর্ধেক সহপাঠীকে এখন আর বিদ্যালয়ে দেখতে পেতে না। তারা বিদ্যালয় ছুট হয়েছে বলেই তাদেরকে আর পাবে না। এই ড্রপ আউট হওয়া শিশুদের বিদ্যালয়ে আসার কথা থাকলেও তারা কিন্তু বিদ্যালয়ে নেই। যদি এই ঘটনা তোমার জীবনে ঘটত তাহলে তোমার লেখাপড়াতেও ছেদ পড়ত।

অধিকাংশ শিশু প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা পায় না

সরকারি সুবিধা সমূহ ঃ

এরূপ হয় কেন? হরিয়ানার মানুষের গড় আয় কেরালার মানুষের গড় আয় অপেক্ষা বেশি হওয়া সত্ত্বেও কয়েকটি মুখ্য সামাজিক ক্ষেত্রের পরিমাপকের পরিসংখ্যানে কেরালা থেকে পিছিয়ে আছে হরিয়ানা। এর পেছনের কারণ হল, তোমার ভালভাবে বেঁচে বর্তে থাকার জন্য যে সকল পন্য ও সেবার প্রয়োজন তাদের সব কয়টির অভাব মোচনের জন্য তোমার পকেট ভর্তি টাকা যথেষ্ঠ নয়। অর্থাৎ উন্নত জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু পকেটে টাকা থাকলেই কেনা সম্ভব হয় না। সুতরাং কেবলমাত্র বেশি আয়ই উন্নয়নের নির্ধারক হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বেশি টাকা হাতে থাকলেও দূষণমুক্ত পরিবেশ বা ভেজালমুক্ত ওষুধ প্রাপ্তিকে সুনিশ্চিত করা যায় না। এগুলির প্রাপ্তি তখনই সম্ভব হবে যদি তোমার এমন একটি সম্প্রদায়ে স্থানান্তরিত হওয়ার সামর্থ্য থাকে যেখানে এই বিষয়গুলির ইতিমধ্যে রয়ে গেছে। তোমার পকেটের টাকা তোমাকে সংক্রামক রোগ থেকে সুরক্ষিত রাখতে পারবে না যদি না সমগ্র সম্প্রদায়ের জন্য সংক্রামক প্রতিষেধকের ব্যবস্থা না নেওয়া হয়। বাস্তব জীবনের এমন অনেক গুরুত্বপুর্ণ উপাদানের প্রাপ্তির জন্য সবচেয়ে ভালো ও সস্তা উপায় হল এই সকল বস্তু ও সেবার সমষ্টিগত ব্যবহারের জন্য উপলব্ধ হওয়া। চিন্তা করে দেখো, সমগ্র অঞ্চলের জন্য সার্বজনীন নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা সস্তা হবে নাকি ওই অঞ্চলের সকল বাড়ির জন্য আলাদা আলাদাভাবে নিরাপত্তা কর্মীর নিয়োগ সস্তা হবে? অবস্থাটা যদি এমন হয় যে, তুমি ছাড়া তোমার গ্রামের বা অঞ্চলের অন্য শিশুরা লেখাপড়া করতে আগ্রহী না হয়, তাহলে তুমি কি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে পারবে? ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি বিদ্যালয়ে যেতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার অভিভাবকের এই আর্থিক সামর্থ্য হচ্ছে যে তোমাকে অন্যত্র কোন বেসরকারি বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতে পাঠাচ্ছে। তাই বলা যায়, এই কারণে তুমি বিদ্যালয়ে যেতে পারছ যেহেতু অন্য অনেক শিশু বিদ্যালয়ে পড়তে চাইছে এবং অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে সরকারি বিদ্যালয় স্থাপন করা জরুরি এবং বিদ্যালয়গুলোতে এমন সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সবশিশু লেখাপড়ার সুযোগ পায়। উল্লেখ্য যে, এখনও অনেক অঞ্চলের শিশুরা, বিশেষত

মেয়েরা, উচ্চতর বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পায় না। এর কারণ হল, ওই অঞ্চলগুলোতে সমাজ বা সরকার শিক্ষালাভের পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা উপলব্ধ করেনি।

কেরালাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতির কারনেই রাজ্যটিতে শিশু মৃত্যুর হার অনেকটা কমেছে।

অনুরূপভাবে, কিছু কিছু রাজ্যে সরকারি বন্টন ব্যবস্থা (সংক্ষেপে পিডিএস) শক্তিশালী হয়েছে। পরিনতিতে এই রাজ্যগুলোতে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি চিত্রেও উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

চলো এই কাজগুলি করি ঃ

1. সারণি1.3 এবং 1.4 দিকে লক্ষ কর। মাথপিছু আয়ের নিরিখে হরিয়ানা কেরালা থেকে এগিয়ে আছে। একই ঘটনা কি আমরা সাক্ষরতা হারের ক্ষেত্রেও দেখতে পাই ?
2. এমন অন্য উদাহরণের কথা ভাব, যেখানে যৌথভাবে প্রস্তুত দ্রব্য ও সেবা ব্যক্তিগতভাবে প্রস্তুত দ্রব্য ও সেবা অপেক্ষা সস্তা হয়।
3. সুস্বাস্থ্য এবং শিক্ষার সুযোগ সুবিধাগুলোর উপস্থিতি কি একমাত্র সরকারের ব্যয়ের উপর নির্ভর করে ? এর পেছনে আর কী নির্ধারক থাকতে পারে ?
4. তামিলনাড়ুতে 90 শতাংশ লোক গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে এবং তারা রেশনের দোকান থেকে খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করে। যেখানে পশ্চিমবঙ্গের মাত্র 35 শতাংশ লোক রেশন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত। কোন্ রাজ্যের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে এবং কেন ?

কাজ 2

1.5 সারণিটি যত্ন সহকারে পড়ে নীচের অনুচ্ছেদের শূন্যস্থানগুলো পূরণ করো। এই কাজ করতে সারণির তথ্যগুলোর ভিত্তিতে তোমাকে গণনা করতে হবে।

সারণি 1.5 ঃ উত্তর প্রদেশের গ্রামীণ মানুষের শিক্ষাচিত্রের অগ্রগতি

বিভাগ	পুরুষ	মহিলা
গ্রামীণ জনসংখ্যার সাক্ষরতার হার	76%	54%
10 থেকে 14 বছর বয়সের গ্রামীণ শিশুদের মধ্যে সাক্ষরতার হার	90%	87%
10 থেকে 14 বছর বয়সের গ্রামীণ শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি হারের শতকরা হিসাব	85%	82%

(a) যুবক ও বয়স্ক ব্যক্তি সহ সকল বয়সের গ্রুপের সাক্ষরতার হার গ্রামীণ পুরুষদের ক্ষেত্রে ______এবং গ্রামীণ নারীদের ক্ষেত্রে ______ ।

(b) সারণি থেকে স্পষ্ট হয় যে ______শতাংশ গ্রামাঞ্চলের বালিকা এবং ______ শতাংশ গ্রামাঞ্চলের বালক বিদ্যালয়ে যায় না। তাহলে, 10 থেকে 14 বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে নিরক্ষর হচ্ছে ______ শতাংশ গ্রামীণ বালিকা এবং ______ শতাংশ গ্রামীণ বালক।

(c) আমাদের দেশের স্বাধীনতার 68 বছরের বেশি সময় পরেও ________বয়স বিভাগের মধ্যে উচ্চ নিরক্ষরতার স্তর খুবই চিন্তাদায়ক। 14 বছরের নীচের দেশের সকল শিশুর বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার যে লক্ষ্য 1960 সালের মধ্যে পূরণের যে প্রতিশ্রুতির কথা আমাদের সংবিধানে ছিল তা অন্যান্য অনেক রাজ্যই অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

কাজ 3

আমাদের দেহ প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পাচ্ছে কিনা তা মেপে দেখার পদ্ধতি রয়েছে। পুষ্টি বিজ্ঞানীরা বডি মাস ইনডেক্স (Body Mass Index - সংক্ষেপে বিএমআই) নামক এক সূচকের সাহায্যে দেহে পুষ্টির উপস্থিতির পরিমাপ করেন। এই পরিমাপের পদ্ধতিটি খুবই সহজ। কীভাবে এই পরিমাপ করা হয় তা হাতে কলমে করে দেখতে শ্রেণিকক্ষের সকল ছাত্র-ছাত্রীর ওজন এবং উচ্চতা মাপতে হবে। ওজনকে কেজিতে নিতে হবে। শ্রেণিকক্ষের দেওয়ালের গায়ে স্কেল এঁকে স্কেল বরাবর ছাত্র-ছাত্রীদের মাথা সোজা রেখে দাঁড়ানো অবস্থায় মাথার উপরে কাঠি ধরে স্কেলের দাগ বরাবর সঠিকভাবে উচ্চতা মাপতে হবে। সেন্টিমিটারে যে উচ্চতা নেওয়া হয়েছে তাকে মিটারে রূপান্তরিত করতে হবে। এবার ওজনকে উচ্চতার বর্গের দ্বারা ভাগ করতে হবে। ভাগ করে যে সংখ্যা পাই সেটাকেই বলা হয় বিএমআই। এরপর বয়স ভেদে বিএমআই-য়ের যে হিসেব 90-91 পৃষ্ঠার সারণিতে দেওয়া আছে সেদিকে লক্ষ করতে হবে। একজন ছাত্রের বিএমআই স্বাভাবিক সীমার মধ্যে থাকতে পারে অথবা সীমার নীচে থাকতে পারে (কম ওজন বিশিষ্ট) অথবা সীমার উপরে থাকতে পারে (অধিক ওজন বিশিষ্ট বা ওবেসিটি শিশুরা)। উদাহরণ হিসাবে 14 বছর 8 মাস বয়সের একটি ছাত্রীর বিএমআই 15.2 হলে বুঝতে হবে ছাত্রীটি অপুষ্টিতে ভুগছে। অনুরূপভাবে 15 বছর 6 মাসের একটি ছাত্রের বিএমআই 28 হলে বলা যায় ছেলেটির বাড়তি ওজনের (Over weight) সমস্যা রয়েছে। বিদ্যার্থীদের জীবনের পরিস্থিতি, খাদ্যাভাস ও শরীরচর্চার অভ্যাস ব্যতীত কারোর দেহের গঠন নিয়ে লজ্জা দেওয়া উচিত হবে না।

মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ঃ

উন্নয়ন সম্পর্কিত এই আলোচনা থেকে এটা উপলব্ধি করা গেছে যে, উন্নয়নের স্তর পরিমাপের জন্য আয় একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপক হওয়া সত্ত্বেও এটা যথেষ্ট নয়। এজন্য আমাদের অন্য মাপদন্ডের কথা চিন্তা করতে হয়। এ ধরনের মাপদন্ডের দীর্ঘ তালিকা তৈরি করা গেলেও এগুলো খুব উপযোগী নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ অল্প সংখ্যক মাপদন্ডের যেমন স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সূচক সমূহ, যেগুলোকে আমরা কেরালা ও হরিয়ানার মধ্যে তুলনা করতে ব্যবহার করেছি, যা মাপদন্ড হিসাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিগত কয়েক দশক ধরে উন্নয়ন পরিমাপের জন্য আয়ের সাথে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সূচক সমূহ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। উদাহরণ হিসেবে, ইউ এন ডি পি দ্বারা প্রকাশিত **মানব উন্নয়ন রিপোর্টে** পৃথিবীর দেশগুলোর শিক্ষার হার, স্বাস্থ্যের হালচাল ও মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে তুলনা করা হয়। এটা খুবই চিত্তাকর্ষক বিষয় হবে, 2016 এর মানব উন্নয়ন রিপোর্টে পরিবেশিত তথ্যের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ ও তার পড়শি দেশগুলোর উন্নয়ন চালচিত্রের দিকে তাকালে।

সারণি 1.6 ভারত এবং তার পড়শি দেশগুলোর সম্পর্কে 2015 সালের কিছু পরিসংখ্যান

দেশ	মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় (GNI) (2015 -এর পিপিপি ডলার)	প্রত্যাশিত গড় আয়ু (2015)	25 বছর এবং 25 উর্ধ্ব মানুষের বিদ্যালয় জীবনের গড় বছর (2015)	বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে এইচ.ডি.আই ক্রম (2016)
শ্রীলঙ্কা	10,789	75	10.9	73
ভারত	**5,663**	**68.3**	**6.3**	**131**
মায়ানমার	4,943	66.1	4.7	145
পাকিস্তান	5,031	66.4	5.1	147
নেপাল	2,377	70	4.1	145
বাংলাদেশ	3,341	72	5.2	139

তথ্যসূত্র ঃ মানব উন্নয়ন রিপোর্ট, 2016

বিঃ দ্রঃ

1. *HDI বলতে বুঝায় মানব উন্নয়ন সূচক। উপরের সারণিতে 188 দেশের ক্রম তালিকায় দেশওয়াড়ি ক্রমসংখ্যা দেওয়া হয়েছে।*
2. *জন্মকালীন প্রত্যাশিত আয়ু, এই নাম থেকে যা স্পষ্ট বোঝায় তা হল একজন ব্যক্তির জন্মকালীন সময়ে প্রত্যাশিত গড় আয়ুর দৈর্ঘ্য।*
3. *মাথাপিছু আয়কে সকল দেশের জন্যই ডলারে হিসেব করা হয় যাতে দেশগুলোর মধ্যে তুলনা করা যায়। এই হিসেবটা এইভাবে করা হয় যাতে যে কোন দেশে প্রতি ডলার সমপরিমাণে দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে পারে।*

নিশ্চয়ই তুমি ভেবে অবাক হচ্ছো যে আমাদের প্রতিবেশী ছোট্ট দেশ শ্রীলঙ্কা উন্নয়নের বিভিন্ন পরিমাপকের নিরিখে ভারতের থেকে অনেকটা এগিয়ে রয়েছে এবং আমাদের এই বিশাল দেশটি বিশ্বের দেশগুলোর ক্রমতালিকায় একেবারে নীচের দিকে অবস্থান করেছে। সারণি 1.6 দেখাচ্ছে যে নেপাল ও বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ভারতের চেয়ে কম হলেও প্রত্যাশিত আয়ুর ক্ষেত্রে দুই দেশই ভারতের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে।

মানব উন্নয়ন সূচকের হিসেব কষার পদ্ধতি অনেক সংশোধন করা হয়েছে এবং মানব উন্নয়ন রিপোর্ট আরও নতুন উপাদানের সংযোজনের সুপারিশ করা হচ্ছে। এখানে উন্নয়নের পূর্বে মানব এই বিশেষ্যপদ যুক্ত করে যেটা স্পষ্ট করে বোঝানো হয়েছে, উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হল দেশের নাগরিকরা কী অবস্থায় আছে তা জানা। দেশের জনগণের স্বাস্থ্য এবং তাদের সার্বিক কল্যাণ এগুলোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

তুমি কি মনে করো মানব উন্নয়নের পরিমাপে আরও নির্দিষ্ট কিছু বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন?

উন্নয়নের স্থিতিশীলতা

ধর, বর্তমান সময়ে কোন একটি দেশ খুবই উন্নত। তাহলে অবশ্যই আমরা উন্নয়নের এই স্তর আরও উপরে উঠুক চাইব অথবা কমপক্ষে এই স্তরটি ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য অটুট থাকুক সেটা চাইব। এই চাওয়াটা অবশ্যই প্রত্যাশিত। তবে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত বিরাট সংখ্যক বিজ্ঞানী সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেছিলেন। তাদের বক্তব্য ছিল, উন্নয়নের বর্তমান ধরন এবং স্তর মোটেই স্থিতিশীল নয়।

আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এই বিশ্বকে পাইনি—আমরা আমাদের শিশুদের কাছ থেকে এই বিশ্বকে ধার নিয়েছি।

চলো নীচের উদাহরণের সাহায্যে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করি কেন এরূপ ঘটে।

উদাহরণ-1 ঃ ভারতে ভূগর্ভস্থ জল

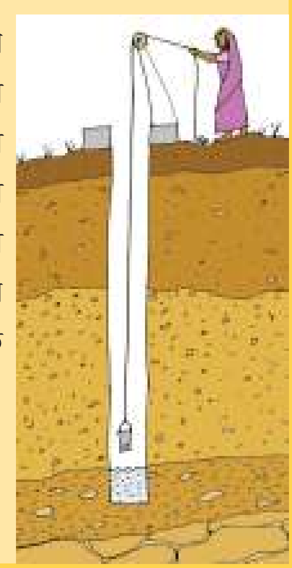

সাম্প্রতিক কালের প্রামানিক তথ্যগুলো এই সত্য প্রকাশ করে যে, দেশের অনেক অংশের ভূগর্ভস্থ জলভাণ্ডার মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। বিগত বিশ বছর প্রায় 300 জেলার মাটির নিচে সঞ্চিত জলের তল চার মিটারের অধিক নেমে গেছে বলে বিভিন্ন রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। দেশের তিন ভাগের একভাগ অংশে ভূগর্ভস্থ জলের সঞ্চয় ভান্ডারের অতিরিক্ত ব্যবহার করা হচ্ছে। এভাবে এই সম্পদের ব্যবহার চলতে থাকলে পরবর্তী 25 বছরে দেশের 60 শতাংশ অঞ্চলের জলভান্ডারও তলানিতে গিয়ে ঠেকবে। মাটির নীচের জলের অতিরিক্ত ব্যবহারের ঘটনা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় পাঞ্জাব ও পশ্চিম উত্তর প্রদেশের কৃষি সমৃদ্ধ অঞ্চলে, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের শক্ত পাথরের মালভূমি অঞ্চলে এবং দ্রুত বিকাশমান শহরে বসিত স্থাপনের অঞ্চলে।

(a) কেন ভূ-গর্ভস্থ জল বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে?

(b) অতিরিক্ত ব্যবহার ব্যতীত কি উন্নয়ন সম্ভব?

ভূগর্ভস্থ জল হল পুনর্নবীকরনযোগ্য সম্পদের একটি উদাহরন। ফসল ও গাছের ন্যায় প্রকৃতি এই ধরনের সম্পদগুলোকে পুনঃসংস্থাপন করে। কিন্তু এই সম্পদগুলোর মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা ভূগর্ভস্থ জলের কথাই ধরতে পারি। বৃষ্টিপাতের দ্বারা ভূগর্ভস্থ জল পুনঃসংস্থাপনের চাইতে যদি জলের ব্যবহার বেশি হয় তাহলে বলা যায় আমরা জলসম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার করছি। অনেক বছর ধরে ব্যবহারের ফলে যে সকল সম্পদ ফুরিয়ে যায় তাদের অপুনর্নবীকরনযোগ্য সম্পদ বলে। পৃথিবীতে এই ধরনের সম্পদের একটি নির্দিষ্ট পরিমানে মজুত রয়েছে। এদের পুনরায় নতুনভাবে ফিরে পাওয়া যায় না। আমরা এমন কোন নতুন সম্পদ আবিষ্কার করতে পারিনি যাদের সাথে অতীতে আমাদের পরিচয় হয়নি। নতুন কোন উৎসও খুঁজে পাইনি যা সম্পদের সঞ্চয় ভান্ডার বাড়াতে পারে। যদিও খুঁজে পাই, সময়ের সাথে সাথে এগুলোও নিঃশেষিত হবে।

উদাহরণস্বরূপ অপরিশোধিত তেল যা আমরা মাটির নীচ থেকে উত্তোলন করি, সেটি হল অ-নবীকরণযোগ্য সম্পদ। যখন প্রাথমিক উত্তোলনের কাজ শুরু হয়েছিল তখন খোঁজ পাওয়া না গেলেও আমরা পরবর্তী সময়ে তেলের উৎসের খোঁজ পেতে পারি।

উদাহরণ-2 ঃ প্রাকৃতিক সম্পদের নিঃশেষন

নীচের অপরিশোধিত তেল সম্পর্কিত তথ্যগুলোর দিকে তাকাও ঃ

সারণি 1.7 অপরিশোধিত তেলের ভান্ডার

অঞ্চল/দেশ	2016 সালে মোট সঞ্চয় (হাজার মিলিয়ন ব্যারেল)	এই ভান্ডারে কত বছর চলবে
মধ্যপ্রাচ্য	803	69.9
ইউ.এস.এ	48	10.6
বিশ্ব	1691.5	50.6

Source : BP Statistical Review of World Energy, June 2017

সারণির প্রথম স্তম্ভে অপরিশোধিত তেলের সঞ্চয়ের হিসেব পেশ করা হয়েছে। সারণিটি আমাদের সামনে এই তথ্যও উপস্থিত করে যে, বর্তমানের হারে তেলের ক্রমাগত সংগ্রহ চলতে থাকলে আগামী কত বছর পর্যন্ত তেলের মজুত অবশিষ্ট থাকবে।

আর মাত্র 50 বছর ভূগর্ভে তেল পাওয়া যাবে। তারপর তেল নিঃশেষিত হয়ে যাবে। সারা পৃথিবীর জন্য এই হ'ল তেল-চিত্র। এক্ষেত্রেও বিভিন্ন দেশের পরিস্থিতি বিভিন্ন রকম। ভারতের ন্যায় অনেক দেশ বিদেশ থেকে তেল আমদানির উপর নির্ভরশীল। এর কারণ হল এই দেশগুলোর নিজস্ব পর্যাপ্ত তেলের মজুত নেই। এর অর্থ হল, বিশ্ব বাজারে তেলের দাম বাড়লে সেটা বোঝা হয়ে দাঁড়ায় সকলের জন্যই। আমেরিকার ন্যায় অনেক দেশের মাটির নীচের সঞ্চিত তেলের পরিমাণ খুবই কম হওয়ায় তারা সামরিক ও আর্থিক ক্ষমতা বলে তেলের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে।

উন্নয়ন ও পরিবেশের স্থিতিশীলতা এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার প্রশ্নে অনেক নতুন মৌলিক বিষয় মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

(a) একটি দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অপরিশোধিত তেল আবশ্যিক কি? আলোচনা করো।

(b) ভারতকে অপরিশোধিত তেল আমদানি করতে হয়। উপরে বর্ণিত অবস্থার কথা মাথায় রেখে পূর্বানুমান করো, এর প্রভাবে দেশে কী কী সমস্যা দেখা দিতে পারে।

পরিবেশ অবক্ষয়ের পরিনাম রাষ্ট্রীয় বা রাজ্যস্তরে সীমাবদ্ধ থাকে না। এই সমস্যা কোন ক্ষেত্রগত বা দেশগত বিষয় নয়—আমাদের সবার ভবিষ্যত একত্রে জুড়ে রয়েছে। স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণাটি জ্ঞানের একটি নতুন বিষয়। এই বিষয় নিয়ে বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক এবং অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানীগণ একসাথে কাজ করে চলছেন।

সাধারণভাবে বলা যায়, উন্নয়ন বা বিকাশের প্রশ্নটি চিরন্তন। প্রতি মুহূর্তে ব্যক্তিগতভাবে অথবা সমাজের সদস্য হিসেবে আমাদের এই প্রশ্ন—কোথায় আমরা পৌঁছতে চাই? আমরা কী হতে চাই এবং আমাদের ভবিষ্যত লক্ষ্যগুলো কী কী? এর অর্থ উন্নয়ন নিয়ে বিতর্ক চলতে থাকবে।

অনুশীলনী

1. নীচের কোন্ বিষয়টিকে একটি দেশের উন্নয়নের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হিসেবে ধরা হয়—
   (i) মাথাপিছু আয়
   (ii) গড় সাক্ষরতার স্তর
   (iii) জনসাধারণের স্বাস্থ্যের অবস্থা
   (iv) উপরের সবগুলো
2. নীচের প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে কোন্‌টি মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতের চাইতে ভাল অবস্থানে রয়েছে?
   (i) বাংলাদেশ
   (ii) শ্রীলঙ্কা
   (iii) নেপাল
   (iv) পাকিস্তান
3. ধরো, একটি দেশে চারটি পরিবার রয়েছে। এই পরিবারগুলোর গড় মাথাপিছু আয় হল 5000 টাকা। যদি তিনটি পরিবারের আয় যথাক্রমে 4000 টাকা, 7000 টাকা এবং 3000 টাকা হয়, তবে, চতুর্থ পরিবারের আয় কত টাকা?
   (i) 7500 টাকা
   (ii) 3000 টাকা
   (iii) 2000 টাকা
   (iv) 6000 টাকা
4. উন্নয়নের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রেণি বিভাজন করতে বিশ্বব্যাংক কোন্ প্রধান মানদন্ড ব্যবহার করে? এই মানদন্ডের যদি কোন সীমাবদ্ধতা থাকে তাহলে তা উল্লেখ করো।
5. বিশ্বব্যাংক মানব উন্নয়ন সূচক পরিমাপ করতে যে মাপকাঠিগুলো ব্যবহার করে তার সাথে UNDP-র ব্যবহৃত মাপকাঠির কী পার্থক্য রয়েছে?
6. কেন আমরা গড় ব্যবহার করি? এটি ব্যবহারে কোন সীমাবদ্ধতা আছে কি? উন্নয়নের সাথে সংপৃক্ত কোন উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করো।
7. কেরালার মাথাপিছু আয় হরিয়ানা থেকে কম হওয়া সত্ত্বেও মানব উন্নয়নের ক্রমতালিকায় কেরালা হরিয়ানা থেকে এগিয়ে রয়েছে। অতএব বলা যায়, মাথাপিছু আয় মোটেই উপযুক্ত মাপকাঠি নয় এবং এই মাপকাঠি রাজ্যগুলোর মধ্যে তুলনা করতে ব্যবহার করা উচিত নয়। তুমি কি এই বক্তব্যের সাথে সহমত পোষন করো? আলোচনা করো।
8. ভারতবর্ষের মানুষ বর্তমানে কোন্ কোন্ উৎসের শক্তি ব্যবহার করে? এখন থেকে পঞ্চাশ বছর পর শক্তির অন্য কোন উৎসের খোঁজ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কি?
9. উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে স্থিতিশীলতার বিষয়টি গুরুত্বপুর্ণ কেন?

10. "পৃথিবীতে যথেষ্ট সম্পদ রয়েছে যা সবার প্রয়োজন মেটাতে পারে কিন্তু সবার লোভ পূরণের জন্য এই সম্পদ যথেষ্ট নয়"। উন্নয়নের আলোচনায় উপরের উক্তিটি কতটা প্রাসঙ্গিক? আলোচনা করো?

11. তোমার চারপাশের বিষয়সমূহ থেকে পরিবেশ অবক্ষয়ের কয়েকটি উদাহরন দাও।

12. সারণি 1.6-পরিবেশিত বিবৃতির ভিত্তিতে দেখাও কোন্ দেশটি উপরে রয়েছে এবং কোন্‌টি নীচে রয়েছে।

13. নীচের সারণিটিতে ভারতবর্ষের প্রাপ্ত বয়স্কদের (15 থেকে 49 বছর বয়সের) মধ্যে যাদের BMI স্বাভাবিকের চাইতে কম (BMI <18.5 kg/m^2) তাদের পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। 2015-16 সালে বিভিন্ন রাজ্যে সমীক্ষা চালিয়ে এই তথ্য পাওয়া গেছে। নীচের সারণিটি অনুসরনে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

রাজ্য	পুরুষ (%)	মহিলা (%)
কেরালা	8.5	10
কর্ণাটক	17	21
মধ্যপ্রদেশ	28	28
সমস্ত রাজ্য	**20**	**23**

তথ্যসূত্র ঃ– জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা- *2015-16,*
http://rchiips.org

(i) কেরালা ও মধ্যপ্রদেশের মানুষের পুষ্টিগত অবস্থানের তুলনা করো।

(ii) তুমি কি অনুমান করতে পার, কেন দেশের এক-পঞ্চমাংশ লোক অপুষ্টিতে আক্রান্ত যেখানে এই যুক্তি দেখানো হয় যে দেশে পর্যাপ্ত খাদ্য সামগ্রী রয়েছে?

অতিরিক্ত প্রকল্প / কাজ

তোমার অঞ্চলের উন্নয়ন সম্পর্কে তোমার সাথে আলোচনা করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন তিনজন বক্তাকে আমন্ত্রণ করো। তোমার মনের প্রশ্নগুলো তাদের জিজ্ঞাসা করো। প্রাপ্ত ধারণাগুলো নিয়ে দলের সদস্যদের সাথে আলোচনা করো। প্রত্যেকদল একটি করে দেওয়াল-চার্ট তৈরি করতে পারো। চার্টে ধারণাগুলো উল্লেখ করো। যে ধারণাগুলোর সাথে তুমি সহমত পোষন করো অথবা যদি সহমত না হও তবে তার কারণ উল্লেখ করো।

শিক্ষকদের জন্য নির্দেশিকা

অধ্যায় 2 ঃ ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রসমূহ

একটি অর্থনীতিকে খুব ভালভাবে বোঝতে পারি যখন আমরা অর্থনীতির উপাদান বা ক্ষেত্রগুলি অধ্যয়ন করি। ক্ষেত্রগত শ্রেণি বিভাগ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের নিরিখে করা যেতে পারে। এই অধ্যায়ে তিন ধরনের শ্রেণিবিভাগ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলি হল প্রাথমিক/মাধ্যমিক/তৃতীয় ক্ষেত্র, সংগঠিত /অসংগঠিত ক্ষেত্র এবং সরকারি /বেসরকারি ক্ষেত্র। আপনি এই সম্পর্কে পাঠদানের সূচনায় শিক্ষার্থীদের প্রাত্যহিক জীবনের চেনাজানা উদাহরণগুলি উল্লেখ করবেন এবং এই ক্ষেত্রগুলির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে আলোচনা করতে পারেন। ক্ষেত্রগুলির পরিবর্তনশীল ভূমিকার উপর জোর দেওয়া জরুরি। পরিষেবা ক্ষেত্রের দ্রুত বৃদ্ধির দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে এবং এই ঘটনার প্রতি পড়ুয়াদের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে হবে। এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু নিয়ে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার সময় শিক্ষার্থীদেরকে মোট আভ্যন্তরীন উৎপাদন, কর্মসংস্থান ইত্যাদি কিছু মৌলিক ধারণার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হবে। যেহেতু ধারণাগুলি বোঝাতে বিদ্যার্থীদের সমস্যা হতে পারে, তাই এগুলিকে উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে একাধিক কাজ ও অনুশীলন উপস্থাপন করা হয়েছে যার সাহায্যে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কাজকর্মকে শ্রেণিবিভাগ করতে পারবে। কোন একজন ব্যক্তির কাজকর্মকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা তৃতীয় ক্ষেত্রে, সংগঠিত বা অসংগঠিত ক্ষেত্রে এবং সরকারি বা বেসরকারি ক্ষেত্রে অর্ন্তভুক্ত করা হবে, সেটা উপলব্ধি করতে পারবে। আপনি ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করবেন যাতে তারা তাদের আশেপাশের বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত লোকদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে (যেমন দোকানের মালিক, ঠিকাকর্মী, সব্জি বিক্রেতা, কারখানার কারিগর, গৃহ কাজে নিযুক্ত কর্মী ইত্যাদি)। তাদের সাথে কথা বলে শিক্ষার্থীরা তাদের জীবনধারা ও কর্ম সম্পর্কে ধারনা পাবে। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্যগুলির উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক কাজকর্মকে নিজস্ব পদ্ধতিতে শ্রেণিবিন্যাস করতে শিক্ষার্থীরা উৎসাহিত হবে।

আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। সেটা হল বিভিন্ন ক্ষেত্রের গুরুত্বের পরিবর্তনের ফলে উদ্ভুত সমস্যা। এই অধ্যায়ে বেকারত্বের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে এবং এই সমস্যা সমাধানে সরকারের কি করণীয় তাও আলোচনা করা হয়েছে। কৃষির গুরুত্বের অধোগতি এবং শিল্প ও পরিষেবার গুরুত্বের ক্রমবৃদ্ধিকে সম্পর্কিত করতে অনেক উদাহরণ দিতে হবে। শিশুরা প্রাত্যহিক জীবনে যে সকল জিনিস দেখতে পায় বা শুনতে পায় তাদেরকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করলে বিষয়বস্তু শিশু মনে গেঁথে যাবে। এই লক্ষ্যে গণমাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্যও ব্যবহার করা যেতে পারে। সংবাদপত্র থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং গল্প কেটে নিয়ে আসতে আপনি শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে পারেন। এগুলি বিদ্যালয়ের গল্পের বোর্ডে গুরুত্ব সহকারে প্রদর্শিত হতে পারে এবং শ্রেণিকক্ষে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দেবেন। অসংগঠিত ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনার সময়, এই ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকদের সুরক্ষা প্রদানের দিকটা যাতে মুখ্য বিষয় হয়ে উঠে তা মাথায় রাখতে হবে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়োজিত ব্যক্তি এবং উদ্যোগ পরিদর্শন করতে আপনি বিদ্যার্থীদের উৎসাহ দিতে পারেন। এর ফলে তারা বাস্তব জীবনের পরিস্থিতি থেকে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা লাভ করবে।

তথ্যের উৎস ঃ

এই অধ্যায়ে জিডিপি-র ব্যবহৃত পরিসংখ্যান হিসেব করা হয়েছে, 2004-05 সালের দামস্তরে শিল্পের ফ্যাক্টর কস্টের সংযুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত মোট অন্তর্দেশীয় উৎপন্ন থেকে। রিয়েল টাইম হ্যান্ডবুক অফ স্ট্যাটিসটিক্স অন ইন্ডিয়ান ইকোনোমি থেকে জিডিপি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান নেওয়া হয়েছে। এইটি জিডিপি এবং ভারতীয় অর্থনীতি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যের একটি মূল্যবান উৎস। মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষনমূলক দক্ষতার বিকাশে শিক্ষকেরা এই রিপোর্টের সাহায্য নিতে পারেন যা ইন্টারনেটের সাহায্যে সংগ্রহ করা যাবে।

রিপোর্টে বছরওয়াড়ি পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। কর্মসংস্থানের সংখ্যাগুলির ভিত্তি হল জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা (NSSO) দ্বারা পরিচালিত কর্মসংস্থান ও বেকারত্বের উপর পাঁচ বছর পর পর করা সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য। ভারত সরকারের পরিসংখ্যান, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি রূপায়ন মন্ত্রকের অধীনস্ত একটি সংস্থা হল এন এস এস ও। তথ্য সংগ্রহের জন্য আপনি http://mospi.nic.in ওয়েব সাইট দেখতে পারেন। সেন্সাস অব ইন্ডিয়া থেকেও কর্মসংস্থানের তথ্য পাবেন।

অধ্যায় 2

ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রসমূহ

বিভিন্ন ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক কাজকর্ম

চলো, আমরা এই ছবিগুলি দেখি। তোমরা দেখতে পাবে যে, বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজে মানুষ নিয়োজিত রয়েছে। এদের মধ্যে কেউ দ্রব্য উৎপাদন করছে। অন্যদের মধ্যে কেউ কেউ সেবা বা পরিষেবা প্রদান করছে। আমাদের চারপাশে প্রতিটি মিনিটে, এমনকি আমাদের কথা বলার সময়েও, এই কাজকর্মগুলি ঘটে চলছে। কিভাবে আমরা এই কাজকর্মগুলি বোঝার চেস্টা করব ? তাদের বোঝাতে পারার একটি উপায় হল কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তাদের গোষ্ঠীভুক্ত করা (শ্রেণিবদ্ধ করা)। এই গোষ্ঠী বা শ্রেণিকে ক্ষেত্রও বলা হয়।

আমরা বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কাজের দিকে নজর দিয়ে শুরু করব।

প্রাথমিক
(কৃষি)
ক্ষেত্র

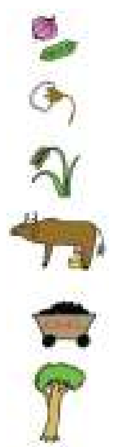

প্রাকৃতিক দ্রব্য উৎপাদন করে

মাধ্যমিক
(শিল্প) ক্ষেত্র

উৎপাদনী দ্রব্য উৎপাদন করে

তৃতীয়
(সেবা) ক্ষেত্র

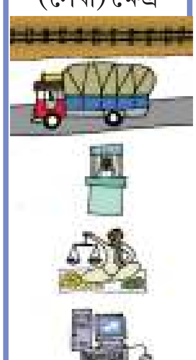

অন্য ক্ষেত্রের বিকাশে সাহায্য করে

এমন অনেক কাজকর্ম রয়েছে যেখানে সরাসরি প্রাকৃতিক সম্পদকে উৎপাদন কার্যে ব্যবহার করা হয়। এখানে তুলা চাষের উদাহরণ নেওয়া হল। তুলা এক মৌসুমি ফসল। তুলা গাছের বৃদ্ধির জন্য **প্রধানত নির্ভর করতে হয়** বৃষ্টিপাত, সূর্যালোক এবং জলবায়ুর ন্যায় প্রাকৃতিক উপাদানগুলির উপর, যদিও সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয় না। এই ক্রিয়াকলাপে উৎপন্ন তুলা হল একটি প্রাকৃতিক উৎপাদন। একইভাবে ডেয়ারির ন্যায় কাজকর্মেও পশুদের জৈবিক প্রক্রিয়া, পশুখাদ্য ইত্যাদির লভ্যতার উপর আমরা নির্ভরশীল। এখানে উৎপন্ন দুধও হল একটি প্রাকৃতিক দ্রব্য। একইভাবে খনিজ পদার্থ ও আকরিক মাটির নীচে পাওয়া যায় বলে এরাও প্রাকৃতিক উৎপাদন। যখন আমরা প্রাকৃতিক সম্পদকে নিঃশেষিত করে দ্রব্য উৎপাদন করি তখন সেই কাজকে প্রাথমিক ক্ষেত্রের কাজ বলা হয়। কেন প্রাথমিক বলা হয়? কারণ এই ক্ষেত্রের উৎপাদনই অন্য সকল ক্ষেত্রের উৎপাদনের ভিত্তি রূপে কাজ করে। যেহেতু অধিকাংশ প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভরশীল উৎপাদন আমরা কৃষি, পশুপালন, মৎসচাষ ও বনভূমি থেকে পেয়ে থাকি, তাই এই ক্ষেত্রকে **কৃষি ও সম্বন্ধযুক্ত ক্ষেত্রও** বলা হয়।

যে সকল উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দ্রব্যগুলিকে উৎপাদনকারী শিল্পসংস্থায় রূপান্তরিত করে অন্য দ্রব্যে পরিনত করা হয় সেগুলিকে আমরা মাধ্যমিক ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করি। প্রাথমিকের পরবর্তী ধাপ হল এটি। মাধ্যমিক ক্ষেত্রে উৎপাদিত দ্রব্য প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভরশীল নয়। কিন্তু এখানে উৎপাদনের জন্য প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। এই প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়া একটি কারখানায়, একটি ফ্যাক্টরিতে অথবা গৃহে হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, তুলা গাছের তুলা থেকে সুতো তৈরি করা হয় এবং সেই সুতো বুনে কাপড় তৈরি করি। আখকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে আমরা চিনি অথবা গুঁড় তৈরি করি। আমরা মাটিকে ইটে রূপান্তরিত করি। এই ইট বাড়ি ও ইমারত তৈরি করতে ব্যবহার করি। যেহেতু এই ক্ষেত্রটি ধীরে ধীরে বিভিন্ন ধরনের শিল্পের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে, তাই একে **শিল্পক্ষেত্রও** বলা হয়।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের পর কাজকর্মের আর একটি তৃতীয় বিভাগ রয়েছে যাকে টার্সিয়ারি সেক্টর বা পরিসেবা ক্ষেত্র বা **তৃতীয় ক্ষেত্র** বলে। এই ক্ষেত্রটি উপরে উল্লেখিত দুইটি ক্ষেত্র থেকে ভিন্ন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ক্ষেত্রের উন্নয়নে সহায়তা করে তৃতীয় ক্ষেত্রের কাজকর্মগুলি। এই ক্ষেত্রের কাজকর্মের মধ্য দিয়ে দ্রব্য উৎপাদন হয় না কিন্তু এই কাজকর্মগুলি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। উদাহরণরূপে বলা যায়, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ক্ষেত্রে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ট্রাক বা ট্রেনে পরিবহন করে পাইকারি বা খুচরো দোকানে পৌঁছে দেওয়া হয় বিক্রির জন্য। মাঝে মাঝে দ্রব্য সামগ্রীকে গুদামে সংরক্ষণ করে রাখার প্রয়োজন হয়। উৎপাদন ও বাণিজ্য পরিচালনার জন্য টেলিফোনের মারফতে অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে হয় বা চিঠি চালাচালি করতে হয় বা ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নিতে হয়। পরিবহন, গুদামজাতকরণ, যোগাযোগ, ব্যাংকিং পরিষেবা এবং বাণিজ্য প্রভৃতি তৃতীয় ক্ষেত্রের কাজকর্মের কয়েকটি উদাহরণ। যেহেতু এই সকল কাজকর্মে দ্রব্যের পরিবর্তে পরিষেবা সৃষ্টি করে তাই একে **পরিষেবা ক্ষেত্রও** বলা হয়।

পরিষেবা ক্ষেত্রে এমন কিছু অপরিহার্য সেবা রয়েছে যা সরাসরি দ্রব্য উৎপাদন করে না। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের প্রয়োজন হয় শিক্ষক, চিকিৎসক, ধোপা, নাপিত, মোচি, আইনজীবী, প্রশাসনিক কাজে যুক্ত মানুষেরা এবং হিসেবরক্ষকদের। ইদানিংকালে তথ্য ও প্রযুক্তি নির্ভর আরো কিছু পরিষেবা আমাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, যেমন ইন্টারনেট ক্যাফে, এটিএম বুথ, কলসেন্টার, সফ্টওয়্যার কোম্পানি ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, যদিও তিনটি বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত, তবুও এরা প্রবলভাবে পরস্পর নির্ভরশীল। চলো কিছু উদাহরণ দেখি।

সারণি 2.1 অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উদাহরণ

উদাহরণ	এটা কি প্রদর্শন করে?
কল্পনা করো, যদি কৃষকরা কোন একটা বিশেষ চিনি কলে আখ বিক্রি করতে অস্বীকার করে। তবে কলটি বন্ধ করতে হবে।	এটা প্রাথমিক ক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল মাধ্যমিক বা শিল্প ক্ষেত্রের উদাহরণ।
কল্পনা করো, যদি কোম্পানিগুলো ভারতীয় বাজার থেকে তুলা ক্রয় করতে না চায় এবং অন্য দেশ থেকে প্রয়োজনীয় সমস্ত তুলো আমদানি করে, তবে তুলো চাষের কি হবে? ভারতীয় তুলা চাষ কম লাভজনক হয়ে উঠবে এবং কৃষকেরা এমনকি দেওলিয়া হয়ে পড়বে, যদি না তারা দ্রুত অন্য ফসল চাষ শুরু করতে পারে।	
কৃষকরা ট্রাক্টর, পাম্পসেট, বিদ্যুৎ কীটনাশক এবং সারের মতো অনেক জিনিস ক্রয় করে। কল্পনা করো, যদি সার বা পাম্পসেটের দাম বাড়ে তবে কি হবে? কৃষকদের চাষের খরচ বেড়ে যাবে এবং তাদের লাভ কমবে।	
শিল্প ও সেবা ক্ষেত্রে কর্মরত মানুষদের খাবার প্রয়োজন। কল্পনা করো, পরিবহনকারী সংস্থাগুলো হরতাল করলে এবং ট্রাকগাড়ি গ্রামীণ এলাকা থেকে সব্জি, দুধ ইত্যাদি নিয়ে যেতে অস্বীকার করলে কি হবে? শহুরে এলাকায় খাদ্য কমে যাবে, কৃষকরা তাদের দ্রব্য বিক্রি করতে পারবে না।	

চলো করি কাজগুলো

1. বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলো কিভাবে পরস্পর নির্ভর তা দেখানোর জন্য উপরের দেওয়া সারণিটি পূরণ করো।
2. পাঠে উল্লেখিত উদাহরণ ছাড়া অন্য উদাহরণ ব্যবহার করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও সেবা ক্ষেত্রের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করো।
3. নিম্নলিখিত পেশাগুলোর তালিকার মধ্য থেকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও সেবা ক্ষেত্রে শ্রেণিভুক্ত করো
   - দর্জি
   - ঝুড়ি বুননকারী
   - ফুল চাষি
   - দুধ বিক্রেতা
   - জেলে
   - পুরোহিত
   - বাহক (কুরিয়ার)
   - দেশলাই কারখানার শ্রমিক
   - মহাজন
   - উদ্যান পালক
   - কুম্ভকার
   - মৌমাছি পালক
   - নভশ্চর
   - কল সেন্টার কর্মচারী
4. একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের প্রায়ই প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বা বড়ো বা ছোট গোষ্ঠীতে বিভাজিত করা হয়। এটি ব্যবহারের মানদন্ড কি? তুমি কি মনে করো এই শ্রেণিবিভাগ দরকার? আলোচনা করো।

তিন ক্ষেত্রের তুলনা

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও সেবা ক্ষেত্রের বিভিন্ন উৎপাদনী ক্রিয়াকলাপ দ্বারা প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য ও পরিষেবা উৎপাদন হয়। এছাড়াও এই তিনটি ক্ষেত্রে প্রচুর সংখ্যক লোক এই দ্রব্য এবং পরিষেবাগুলো উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত রয়েছে। এই কারণে, পরবর্তী ধাপে খতিয়ে দেখা হবে প্রত্যকটা ক্ষেত্রে কি পরিমাণ দ্রব্য এবং সেবা উৎপাদন হচ্ছে এবং কতজন লোক ঐ তিনটা ক্ষেত্রে কাজ করছে। যে সকল অর্থনীতিতে মোট উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের নিরিখে এক বা একাধিক ক্ষেত্রের প্রাধান্য থাকে সেখানে অন্যক্ষেত্রগুলো তুলনামূলক ভাবে আকারে ছোট হয়।

প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দ্রব্য এবং সেবার উৎপাদনের হিসেব আমরা কিভাবে করি এবং মোট উৎপাদন কিভাবে জানতে পারি ?

তোমাদের হয়তো মনে হতে পারে হাজার হাজার সংখ্যক উৎপাদিত দ্রব্য এবং সেবার গণনা করা একটা অসম্ভব কাজ। কাজটি কেবল যে বিশাল তাই নয়, তোমাদের ভাবতে অবাক লাগবে, কিভাবে গাড়ি, কম্পিউটার, পেরেক এবং আসবাবপত্রের সংখ্যার যোগ করবে। এটা বোধগম্য হচ্ছে না!!!

তোমার এই ভাবনা সঠিক। এই সমস্যাটির সমাধানের জন্য অর্থনীতিবিদরা প্রস্তাব করেন যে, দ্রব্য ও সেবার প্রকৃত সংখ্যাগুলো যোগ করার পরিবর্তে দ্রব্য ও সেবার মূল্যগুলো যোগ করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, যদি 10,000 কি.গ্রা. গম 4 টাকা কি.গ্রা. দরে বিক্রি করা হয় তবে গমের মূল্য 40,000 টাকা হবে। প্রতিটি নারিকেল 10 টাকা দরে বিক্রি হলে 5,000 নারিকেলের দাম 50,000 টাকা হবে। একই ভাবে, তিনটা ক্ষেত্রের দ্রব্য ও সেবার মূল্য হিসাব করা হয় এবং তারপরে মূল্যগুলোকে যোগ করা হয়।

মনে রাখবে, এখানে একটা সতর্কতা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উৎপাদিত এবং বিক্রি হওয়া প্রত্যেক দ্রব্য (বা পরিষেবা)-র মূল্য গণনা করার প্রয়োজন নেই। এটা শুধুমাত্র **চূড়ান্ত দ্রব্য এবং সেবাকে** সংযোজিত করলে অর্থবহ হবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন কৃষক, যিনি কোন আটা মিলে 4 টাকা প্রতি কি.গ্রা. দরে গম বিক্রি করেন। মিলে গম পিষে ময়দা করা হয় এবং বিস্কুট কোম্পানিকে ময়দা 10 টাকা প্রতি কি.গ্রা. দরে বিক্রি করে। বিস্কুট কোম্পানি ময়দার সাথে চিনি ও তেল জাতীয় জিনিস ব্যবহার করে চার প্যাকেট বিস্কুট তৈরী করে। এই বিস্কুট বাজারে ভোক্তার কাছে 60 টাকায় (15 টাকা প্রতি প্যাকেট) বিক্রি হয়। বিস্কুটগুলো হচ্ছে চূড়ান্ত দ্রব্য, অর্থাৎ যে সকল দ্রব্য ভোক্তার কাছে পৌঁছায়।

কেন শুধুমাত্র চূড়ান্ত 'দ্রব্য এবং সেবা' গণনা করা হয়? প্রদত্ত উদাহরণে চূড়ান্ত দ্রব্যগুলোর বিপরীতে, গম এবং গম থেকে প্রাপ্ত ময়দার মতো দ্রব্যগুলো মধ্যবর্তী বা অন্তর্বর্তী দ্রব্য। অন্তর্বর্তী দ্রব্যগুলোর চূড়ান্ত দ্রব্য এবং সেবা উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

চূড়ান্ত দ্রব্যগুলোর মূল্যের মধ্যে অন্তর্বর্তী দ্রব্যের মূল্য **প্রথম থেকেই অন্তর্ভূক্ত** করা হয়, যা চূড়ান্ত দ্রব্য উৎপাদন করতে ব্যবহৃত হয়। বিস্কুট (চূড়ান্ত দ্রব্য) এর মূল্য 60 টাকার ভেতর প্রথম থেকেই ময়দার মূল্য (10 টাকা) অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

একইভাবে, অন্যান্য সব অন্তর্বর্তী দ্রব্যের মূল্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। আলাদাভাবে ময়দা এবং গমের মূল্য গণনা করা সঠিক হবে না, কারণ তাহলে আমরা একই দ্রব্যের মূল্য বার বার গণনা করব। প্রথমে গম হিসাবে, তারপর ময়দা এবং অবশেষে বিস্কুট হিসাবে গণনা করব।

কোন নির্দিষ্ট বছরে প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য এবং সেবার মূল্য থেকে সেই বছরে ক্ষেত্রগুলোর মোট উৎপাদনকে পাওয়া যায়। তিনটা ক্ষেত্রে উৎপাদনের সমষ্টি হল দেশটির **মোট অভ্যন্তরীন উৎপাদন** (জিডিপি)। এটা একটা নির্দিষ্ট বছরের মধ্যে একটি দেশের মধ্যে উৎপাদিত সব চূড়ান্ত দ্রব্য এবং সেবার মূল্য। জিডিপি অর্থনীতির বিশালতাকে প্রকাশ করে।

ভারতে জিডিপি পরিমাপের সুবিশাল কাজটা করে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি মন্ত্রক। এই মন্ত্রণালয়, সমস্ত ভারতীয় রাজ্য সমূহ ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের বিভিন্ন সরকারি বিভাগগুলোর সহায়তায় দ্রব্য ও সেবার সামগ্রিক পরিমাণ এবং তাদের দাম সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে এবং তারপর জিডিপি-এর হিসেব করে।

ক্ষেত্রগুলোতে ঐতিহাসিক পরিবর্তন

সাধারণত অনেক দেশের, এমনকি উন্নত দেশগুলোরও ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টালে দেখা যায়, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রারম্ভিক অবস্থায় অর্থনৈতিক কার্যকলাপের প্রধান ক্ষেত্র ছিল প্রাথমিক ক্ষেত্র।

কৃষি পদ্ধতির পরিবর্তনের ফলে কৃষি ক্ষেত্রে উন্নতির ছোঁয়া লাগে। ফলে আগের তুলনায় অনেক বেশি খাদ্য উৎপাদন হতে থাকে। তাই এমন অনেক লোক অন্যান্য কাজ করতে শুরু করল। শিল্পী এবং ব্যবসায়ীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। ক্রয় বিক্রয়ের কার্যকলাপ বহুগুণ বেড়ে গেল। এছাড়া আরো কাজকর্মের সুযোগ সৃষ্টি হল, যেমন- পরিবহনকারী, প্রশাসক, সেনা ইত্যাদি। তবে, এ পর্যায়ে অধিকাংশ উৎপাদিত দ্রব্য ছিল প্রাকৃতিক দ্রব্য এবং বেশিরভাগ লোক এই ক্ষেত্রে নিযুক্ত ছিল।

দীর্ঘ সময় ধরে (একশত বছরের বেশি সময়কালে) ক্রমে উৎপাদন ক্ষেত্রে নতুন কৌশলের আবির্ভাব ঘটতে থাকে এবং কারখানাগুলো এই কৌশলের প্রয়োগ ঘটিয়ে কারখানার সম্প্রসারণ ঘটাতে থাকে। আগে যারা ক্ষেত-খামারে কাজ করতো তারা এখন বড় সংখ্যায় কারখানায় কাজ করতে শুরু করল। ফলে কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্য সস্তা দরে লোকেরা ব্যবহার করতে শুরু করে। এর ফলে মোট উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনীতির মাধ্যমিক ক্ষেত্রটি ধীরে ধীরে গুরুত্বপূর্ণ হতে থাকে। এই কারণে সময়ের সাথে সাথে কৃষি থেকে শিল্প ক্ষেত্রে কর্মক্ষম লোকের স্থানান্তর হতে থাকে। এর অর্থ হল, অর্থনীতির ক্ষেত্রগুলোর গুরুত্বেরও পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

বিগত, 100 বছরে, উন্নত দেশে মাধ্যমিক ক্ষেত্র থেকে তৃতীয় ক্ষেত্রে পুনরায় স্থানান্তরিত হয়েছে। মোট উৎপাদনের বিচারে পরিষেবা ক্ষেত্রটা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অধিকাংশ শ্রমজীবী লোক সেবা ক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকে। এই সাধারণ লক্ষন উন্নত দেশগুলোতে দেখা যায়।

ভারতে তিনটি ক্ষেত্রের মোট উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কত? উন্নত দেশের মতো বিগত বছরগুলোতে ভারতেও কি একই ধারায় পরিবর্তণ ঘটেছে? আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে তা দেখব।

চলো করি কাজগুলো

1. বিভিন্ন ক্ষেত্রের গুরুত্বের মধ্যে যে তারতম্য ঘটেছে সে সম্পর্কে উন্নত দেশগুলোর ইতিহাস থেকে কি জানা যায়?
2. এলোমেলোভাবে দেওয়া বিষয়গুলো থেকে জিডিপি গণনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সঠিকভাবে সাজাও।

   উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা গণনা করতে আমরা এর সংখ্যাগুলো যোগ করি। আমরা বিগত পাঁচ বছরে উৎপাদিত সব দ্রব্যের গণনা করি। যেহেতু আমরা কোন কিছু বাদ দিচ্ছি না, তাই আমরা এইসব দ্রব্য এবং সেবাকে যোগ করি।

ভারতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং সেবা ক্ষেত্র ঃ

লেখচিত্র- 1 এ তিনটি ক্ষেত্রে দ্রব্য এবং সেবার উৎপাদন দেখায়। এখানে 1973-74 এবং 2013-14 এই এই দুই বছরের উৎপাদন দেখানো হয়েছে। চল্লিশ বছর ধরে মোট উৎপাদন কতটুকু বেড়েছে তা তুমি দেখতে পাবে।

লেখচিত্র 1 ঃ প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং তৃতীয় ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত জিডিপি।

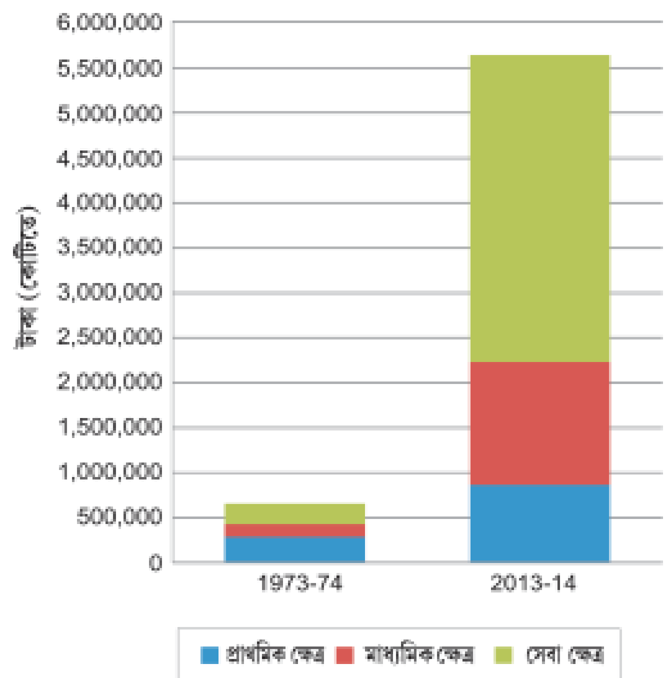

চলো করি কাজগুলো

লেখচিত্রটি দেখে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

1. 1973-74 সালে কোন্ ক্ষেত্রটি উৎপাদনের নিরিখে বৃহত্তম ছিল?
2. 2013-14 বৃহত্তম উৎপাদনকারী ক্ষেত্রটি কোনটি?
3. তুমি বলতে পার কি কোন ক্ষেত্রটি চল্লিশ বছর ধরে সর্বাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে?
4. 2013-14 সালে ভারতের জিডিপি কি ছিল?

1973-74 এবং 2013-14 সালের তুলনা কি দেখায়? আমরা এই তুলনা থেকে কি সিদ্ধান্ত নিতে পারি? চলো খুঁজে বের করি।

উৎপাদনে তৃতীয় ক্ষেত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি

1973-74 থেকে 2013-14 সাল পর্যন্ত চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে সবগুলো ক্ষেত্রের উৎপাদন বাড়লেও তৃতীয় ক্ষেত্রে উৎপাদন সবচাইতে বেশি বেড়েছে। ফলস্বরূপ, 2013-14 বর্ষে তৃতীয় ক্ষেত্রটি ভারতের বৃহত্তম উৎপাদনকারী ক্ষেত্র হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে এবং প্রাথমিক ক্ষেত্রকে পূর্বের অবস্থান থেকে সরিয়ে দিয়েছে।

ভারতে তৃতীয় ক্ষেত্রটা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে? এর বিভিন্ন কারণ হতে পারে।

প্রথমত, যে কোন দেশে হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ডাক এবং টেলিগ্রাফ পরিষেবা, থানা, আদালত, গ্রামীণ প্রশাসনিক কার্যালয়, পৌর নিগম, প্রতিরক্ষা, পরিবহন, ব্যাংক, বীমা সংস্থা ইত্যাদি অপরিহার্য সেবার প্রয়োজন হয়। এগুলোকে মৌলিক সেবা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কোন একটা উন্নয়নশীল দেশে সরকারকে এই পরিষেবা প্রদানের দায়িত্ব নিতে হয়।

দ্বিতীয়ত, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের ফলেই পরিবহন, বাণিজ্য, গুদামজাতকরণ এবং অনুরূপ পরিষেবাগুলোর উন্নয়ন ঘটেছে, যেমনটি আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ক্ষেত্রের অগ্রগতির সাথে সাথে এই ধরনের পরিষেবার চাহিদা বাড়তে থাকে।

তৃতীয়ত, আয়ের স্তর বৃদ্ধি পেলে কিছু লোকের কাছে আরো অনেক অন্য পরিষেবার চাহিদা বাড়ে যেমন— রেস্তোরাঁতে খাওয়া, পর্যটন, কেনাকাটা, বেসরকারি হাসপাতাল, বেসরকারি বিদ্যালয়, পেশাদারী প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। তুমি শহরগুলোতে, বিশেষ করে বড় শহরগুলোতে এই পরিবর্তনটি খুব বেশি দেখতে পাবে।

চতুর্থত, বিগত দশক ধরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর কিছু নতুন সেবা গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এই সেবাগুলোর উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা এই নতুন সেবাগুলোর উদাহরণ দেখব এবং এগুলোর প্রসারের কারণগুলো আলোচনা করব।

যাইহোক, তোমাকে মনে রাখতে হবে যে, সেবাক্ষেত্রের সবগুলো পরিষেবা সমানভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ভারতে সেবা ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের লোক নিয়োগ করা হয়। একদিকে সীমিত সংখ্যক সেবা রয়েছে যেখানে অত্যন্ত দক্ষ এবং শিক্ষিত শ্রমিকদের নিযুক্ত করে। অন্যদিকে, ক্ষুদ্র দোকানী, মেরামতকারী ব্যক্তি, পরিবহন কর্মী ইত্যাদি সেবাগুলোতে অনেক সংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। এই শ্রমিকরা খুব কষ্টে বড়জোড় জীবিকা নির্বাহ করতে পারে এবং তারা এখনো এই সেবাগুলোতে কাজ করে চলছে, যেহেতু তাদের কাছে কোনও বিকল্প কাজের সুযোগ নেই। এই কারণে সেবা ক্ষেত্রের কিছু অংশের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। তুমি পরবর্তী পরিচ্ছেদে এই সম্পর্কে আরও পড়বে।

অধিকাংশ লোক কোথায় নিযুক্ত ?

লেখচিত্র- 2 এ জিডিপিতে তিনটি ক্ষেত্রের শতকরা অংশীদারিত্ব পেশ করা হয়েছে। এমন তুমি চল্লিশ বছর ধরে জিডিপিতে ক্ষেত্রগুলোর গুরুত্বের পরিবর্তন সরাসরি দেখতে পাবে।

ভারতের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল,

লেখচিত্র 2 ঃ জিডিপি-তে ক্ষেত্রগুলোর অংশীদারি (%)

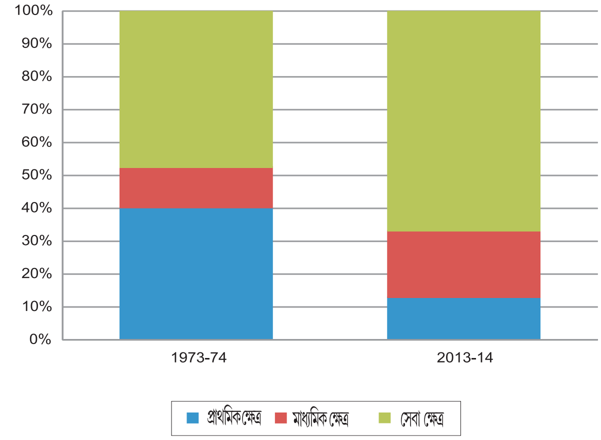

দেশের মোট জিডিপিতে অর্থনীতির তিনটা ক্ষেত্রের অবদানের যে পরিবর্তন ঘটেছে, তার সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ ভাবে কর্মসংস্থানের চিত্রে ক্ষেত্রগত স্থানান্তর হয় নি। সারণি-3 এ 1972-73 এবং 2011-12 সালে তিনটা ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের অংশীদারিত্বের তথ্য দেওয়া হয়েছে। পরিবেশিত পরিসংখ্যানে দেখা যায়, এখন পর্যন্ত প্রাথমিক ক্ষেত্রে সর্বাধিক লোক কাজ করছে।

লেখচিত্র 3 ঃ কর্মসংস্থানে ক্ষেত্রগুলোর অংশীদারি (%)

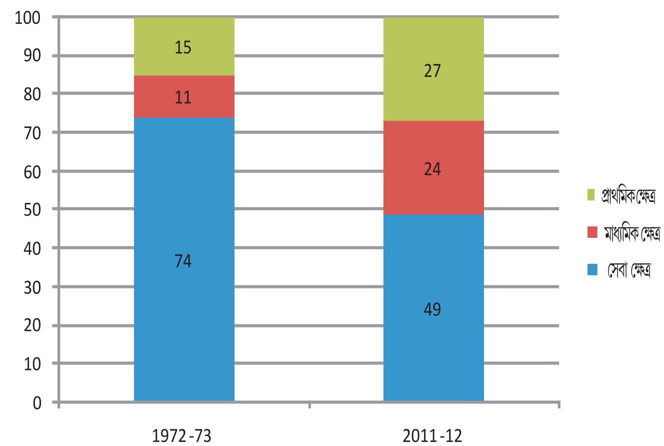

প্রাথমিক ক্ষেত্র থেকে কর্মীর স্থানান্তরের ক্ষেত্রে অনুরূপ পরিবর্তন ঘটছে না কেন? এর কারণ হল, মাধ্যমিক ও তৃতীয় ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত রোজগার সৃষ্টি করা

যায় নি। এমনকি উল্লেখিত সময়কালে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন নয়গুণ বাড়লেও শিল্পে কর্মসংস্থান বেড়েছে মাত্র তিন শতাংশের আশেপাশে। সেবা ক্ষেত্রেও কর্মসংস্থানের চিত্র প্রায় একই। উল্লেখিত সময়কালে সেবা ক্ষেত্রে উৎপাদন 14 গুণ বাড়লেও কর্মসংস্থান বেড়েছে পাঁচ গুণের আশেপাশে।

ফলস্বরূপ, দেশের অর্ধেকেরও অধিক শ্রমিক প্রাথমিক ক্ষেত্রে প্রধানত কৃষিক্ষেত্রে কাজ করছে, যেখানে প্রাথমিক ক্ষেত্র থেকে জিডিপি-এর মাত্র এক চতুর্থাংশ উৎপাদন হচ্ছে। অপরদিকে, মাধ্যমিক ও তৃতীয় ক্ষেত্র মোট উৎপাদনের চার-পঞ্চমাংশ উৎপাদন করে অথচ এই দুই ক্ষেত্রে অর্ধেকের কম লোককে কর্মে নিযুক্ত করে। এর অর্থ কি এটা দাঁড়ায় না যে, কৃষিতে নিযুক্ত কর্মীরা ততটা উৎপাদন করে না যতটা উৎপাদন তারা করতে পারে।

এটি কি অর্থ প্রকাশ করে? এর অর্থ হল, কৃষিতে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি লোক নিয়োজিত রয়েছে। সুতরাং তুমি যদি কৃষি থেকে কিছু লোক সরিয়ে নাও তাহলে কৃষি উৎপাদনে কোন প্রভাব পড়বে না। অন্যভাবে বলা যায়, কৃষি ক্ষেত্রের শ্রমিকরা হল **অর্ধ বেকার।**

উদাহরণস্বরূপ, ক্ষুদ্র কৃষক লক্ষ্মীর ঘটনাটি আলোচনার জন্য নেওয়া হল। সেচের সুবিধাবিহীন লক্ষ্মীর দুই হেক্টর জমিতে জোয়ার ও অরহরের চাষ করা হত শুধুমাত্র বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করে। তার পরিবারে পাঁচজন সদস্যই সারাবছর ধরে জমিতে চাষ আবাদের কাজ করত। কেন পরিবারের সকল সদস্য কাজ করত? কেননা তাদের অন্য কোন কাজের ক্ষেত্র নেই যেখানে তারা কাজ করতে যাবে। তুমি হয়ত দেখেছ প্রত্যেকেই কাজ করছে, কেউ কর্মহীন নয়। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হল তাদের কর্ম প্রচেষ্টা বিভাজিত হয়ে পড়ে। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কাজ করছে কিন্তু কারোরই পূর্ণ কর্মসংস্থান হয়নি। এই অবস্থাকে অপূর্ণ নিয়োগ বা অর্ধ নিয়োগ বলে। এখানে আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে শ্রমিকরা কাজ করছে, কিন্তু প্রত্যেকেই তাদের সামর্থ্যের তুলনায় কম কাজ করে। **এই ধরনের অপূর্ণ নিয়োগ অন্তরালে থাকে। বিপরীতে যাদের কাজ থাকে না তাদের কর্মহীনতার ঘটনা খালি চোখে ধরা পড়ে। এই কারনে একে ছদ্মবেশী বেকারত্ব বলে।**

এখন ধরো, এক ভূ-স্বামী, সুখরাম তার জমিতে কাজ করার জন্য লক্ষ্মীর পরিবারের এক বা দুই সদস্যকে নিয়োগ করল। লক্ষ্মীর পরিবার এখন মজুরির মাধ্যমে কিছু বাড়তি আয় করবে। যেহেতু এই ছোট ভূখন্ডে কাজ করার জন্য পাঁচজন লোকের প্রয়োজন নেই, তাই দুইজন লোক চলে গেলে কৃষি উৎপাদনে কোন প্রভাব পড়ে না। উপরের উদাহরণে, দুই সদস্য কোন কারখানায় কাজেও যোগ দিতে পারে। তা সত্বেও আরেকবার পরিবারের আয় বৃদ্ধি পাবে এবং পরিবারের সদস্যরা তাদের জমি থেকে যত বেশি পারা যায় উৎপাদন করতে থাকবে।

ভারতে লক্ষ্মীর মতো লক্ষ লক্ষ কৃষক রয়েছে। এর মানে হল যে, আমরা যদি কৃষিক্ষেত্র থেকে কিছু লোককে সরিয়ে অন্যত্র কাজের ব্যবস্থা করি তবে কৃষি উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। যারা অন্য কাজে নিযুক্ত হল তাদের আয় পরিবারের মোট আয়ের বৃদ্ধি ঘটাবে।

এই অপূর্ণ নিয়োগ অন্যান্য ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। উদাহরণস্বরূপ শহর এলাকায় সেবা ক্ষেত্রের হাজার হাজার ঠিকা শ্রমিক দৈনিক কাজের সন্ধান করে। তারা রং মিস্ত্রী, পাইপ মিস্ত্রী, মেরামতকারী ব্যক্তি হিসাবে কাজ করে এবং অন্যান্যরা অস্বাস্থ্যকর নানা কাজ করে। অনুরূপভাবে আমরা দেখি যে, সেবা ক্ষেত্রের অন্য অনেক লোক রাস্তায় ঠেলাগাড়ি টানছে অথবা কোন জিনিস বিক্রি করছে। এই কাজে তারা সারাটা দিন অতিবাহিত করলেও উপার্জন খুব কম হচ্ছে। তারা এই কাজ করে চলছে কারণ তাদের সামনে কাজের অন্য কোন ভাল সুযোগ নেই।

চলো করি কাজগুলো

1. লেখচিত্র 2 এবং 3 -এ প্রদত্ত তথ্য ব্যবহার করে সারণিটি পূরণ করো এবং নিম্নের প্রশ্নের উত্তর দাও। কিছু বছরের তথ্য না থাকলে তা উপেক্ষা করো।

সারণি 2.2 জিডিপি এবং কর্মসংস্থানে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান

	1972-73	1973-74	2011-12	2013-14
জিডিপি-তে অংশীদারিত্ব				
কর্মসংস্থানে অংশীদারিত্ব				

চল্লিশ বছরের সময়কালে প্রাথমিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনগুলো তুমি লক্ষ্য করছো সেগুলো কি কি?

2. সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ

অর্ধ নিয়োগ তখন হয় যখন লোক

(i) কাজ করতে চায় না

(ii) গড়িমসি করে কাজ করে

(iii) ক্ষমতার চেয়ে কম কাজ করে

(iv) কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না।

3. উন্নত দেশগুলোতে পরিবর্তনের যে ধারা পরিলক্ষিত হয় তার সাথে ভারতের পরিবর্তনের বৈসাদৃশ্যগুলো তুলনা করো। ভারতে ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে যে ধরনের পরিবর্তন আশা করা হয়েছিল বাস্তবে কিন্তু পরিবর্তনগুলো সেইভাবে ঘটে না।

4. কেন আমরা অর্ধ নিয়োগ সম্পর্কে চিন্তিত?

কিভাবে বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যাবে?

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, কৃষিতে অর্ধ বেকারত্বের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে। কৃষিতে এমন লোকও রয়েছে যারা কোন কর্মে নিযুক্ত নয়। কিভাবে মানুষের কর্মসংস্থান বাড়ানো যায়? চলো আমরা কর্মসংস্থান সৃষ্টির কিছু উপায়ের দিকে আলোকপাত করি।

দুই হেক্টর সেচের সুবিধা বিহীন জমি খণ্ডের অধিকারী লক্ষ্মীর ঘটনা নিয়ে আলোচনা করব। জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করতে, কুয়ো নির্মাণ করতে, লক্ষ্মীর পরিবারের জন্য সরকার কিছু অর্থ খরচ করতে পারে অথবা ব্যাংক ঋণ দিয়ে অর্থের সংস্থান করতে পারে। এর ফলে লক্ষ্মী তার জমিতে জলসেচ করতে পারবে এবং জমিতে রবি মরসুমে দ্বিতীয় ফসল, গম চাষ করতে পারবে। এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে, এক হেক্টর গম চাষে 2 জন শ্রমিকের 50 দিনের কাজের ব্যবস্থা হয় (এই কাজের মধ্যে রয়েছে বীজ বপন, জমিতে জল সিঞ্চন, সার প্রয়োগ এবং ফসল পাকলে

তা কেটে ঘরে তোলা)।

সুতরাং লক্ষ্মীর পরিবারের 2 জন সদস্য নিজেদের চাষের জমিতে কাজে নিযুক্ত হতে পারবে। এখন ধরা যাক, একটা বাঁধ নির্মাণ করা হল এবং সেচ খাল খনন করে অনেক জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হল। এর প্রভাবে কৃষিক্ষেত্রে অনেক কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং বেকার সমস্যা হ্রাস পাবে।

এখন ধরো, লক্ষ্মী ও অন্যান্য কৃষকরা আগের তুলনায় অধিক উৎপাদন করে। তাদের কিছু উৎপাদন বিক্রি করার প্রয়োজন হবে। এর জন্য তাদের উৎপাদিত ফসল নিকটবর্তী শহরে পরিবহণ করে আনতে হবে। এখন যদি সরকার পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত করে এবং ফসল সংরক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি করতে বিনিয়োগ করে অথবা গ্রামীণ সড়ক ব্যবস্থার সংস্কার করে, তাহলে ছোট ট্রাক গাড়ি গ্রামের বিভিন্ন অংশের কৃষকদের কাছে সহজেই পৌঁছতে পারবে। লক্ষ্মীর ন্যায় গ্রামের কৃষকরা জলসেচের সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে এখন অধিক ফসল উৎপাদন করে এবং বিক্রি করে। এই সকল ব্যবস্থা সমূহ কেবল শুধুমাত্র কৃষকদের উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করবে না' একই সাথে পরিবহণের ন্যায় পরিষেবা ক্ষেত্র অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যেও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে।

লক্ষ্মীর প্রয়োজন শুধু জলেই সীমাবদ্ধ নয়। লক্ষ্মীর জমি চাষের জন্য বীজ, সার, কৃষি সরঞ্জাম এবং জল উত্তোলনের জন্য পাম্প সেট-এর প্রয়োজন হয়। লক্ষ্মী একজন দরিদ্র কৃষক, তাই সে এত কিছু করার খরচ বহন করতে পারবে না। সুতরাং তাকে টাকার জন্য মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিতে হবে এবং উচ্চ সুদের হারে সুদাসল ফেরত দিতে হবে। এক্ষেত্রে যদি স্থানীয় ব্যাংক যুক্তি সঙ্গত সুদের হারে লক্ষ্মীকে ঋণ দেয় তাহলে সে উপরে উল্লেখিত সব কিছুর ব্যবস্থাই সময়মত করতে পারবে এবং জমিতে চাষ-আবাদ চালিয়ে যেতে পারবে। এর অর্থ হল, জলের সুবন্দোবস্ত করার সাথে সাথে সস্তায় কৃষি ঋণের সংস্থান কৃষকদের জন্য করা প্রয়োজন। এর ফলে কৃষকরা কৃষির বিকাশ ঘটাতে পারবে। এখন আমরা তৃতীয় অধ্যায়ের অর্থ ও ঋণের কিছু প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানাব।

হরিয়ানায় গুড় তৈয়ারিকরণ

অন্য একটা উপায় যার সাহায্যে আমরা এই সমস্যার মোকাবিলা করতে পারি তা চিহ্নিত করতে হবে, আধা গ্রামীণ অঞ্চলে শিল্প স্থাপনে এবং পরিষেবা সম্প্রসারণে উৎসাহ দিতে হবে যেখানে বিরাট সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। উদাহরণস্বরূপ, ধরো অনেক কৃষক অরহর এবং মটর (ডাল শস্য) ফলানোর সিদ্ধান্ত নিল। এই ডাল শস্যের সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াকরণে ডাল মিল স্থাপন এবং শহরে বিক্রি করা হল এর আর একটা উদাহরণ। হিমঘর স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকদের আলু এবং পেঁয়াজের মত দ্রব্য সংরক্ষণ করার সুযোগ মিলবে এবং ডাল বাজার দামে বিক্রি করতে পারবে। বনভূমির নিকটবর্তী গ্রামগুলোতে আমরা মধু সংগ্রহ কেন্দ্র শুরু করতে পারি, যেখানে কৃষকরা বন থেকে প্রাপ্ত মধু বিক্রি করতে পারবে। এমন শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব যেখানে সব্জি এবং কৃষিজাত দ্রব্য যেমন— আলু, মিষ্টি আলু, চাউল, গম টমেটো, ফল ইত্যাদির প্রক্রিয়াকরণ করা হবে এবং প্রক্রিয়াজাত দ্রব্য সামগ্রী বাইরের বাজারে বিক্রি করা যাবে। আধা গ্রামীণ এলাকায় স্থাপিত এই সকল শিল্প সংস্থায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ কেবলমাত্র বৃহৎ শহরের কেন্দ্রগুলোতেই শিল্প স্থাপন করতে হবে এমন যুক্তি বাধ্যতামূলক নয়।

> তোমার এলাকার কোন্ লোকদের বেকার অথবা অর্ধ-বেকার বলে তুমি মনে করো। তুমি কি কোন ব্যবস্থার কথা ভাবতে পারো যা তাদের জন্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

তুমি কি জানো যে, ভারতে মোট জনসংখ্যার প্রায় 60 শতাংশের বয়স 5-29 বছরের মধ্যে? এর মধ্যে প্রায় 51 শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে উপস্থিত থাকে। বাকিরা বিদ্যালয়ে যায় না— তারা হয়তো বাড়িতে আছে বা তাদের মধ্যে অনেকে শিশু শ্রমিক হিসাবে কাজে নিযুক্ত থাকতে পারে।

যদি এই শিশুরা বিদ্যালয়ে হাজির হয় তাহলে আমাদের আরো অধিক বিদ্যালয়, আরো শিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মীর প্রয়োজন হবে। পূর্বতন পরিকল্পনা কমিশন (বর্তমানে নীতি আয়োগ/NITI Aayog) দ্বারা পরিচালিত গবেষনার ফলাফল অনুসারে, শুধুমাত্র শিক্ষা ক্ষেত্রে 20 লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যেতে পারে। একইভাবে, যদি আমাদের স্বাস্থ্য অবস্থার উন্নতি করতে হয়, তাহলে গ্রামীণ এলাকার জন্য আরও অনেক বেশি ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী ইত্যাদির প্রয়োজন হবে। এইগুলো হল কয়েকটি উপায় যার মাধ্যমে কাজগুলো (কর্মসংস্থান) সৃষ্টি করা যাবে এবং এর মাধ্যমে আমরা অধ্যায় 1 -এ আলোচিত উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ দিক গুলো উপলব্ধি করতে সক্ষম হব।

প্রত্যেক রাজ্য বা অঞ্চলের ক্ষমতা রয়েছে এই অঞ্চলের মানুষের আয় ও কর্মসংস্থান বাড়ানোর। পর্যটন বা আঞ্চলিক কারুশিল্প অথবা আইটি-র মত নতুন সেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আয় ও কর্মসংস্থান বাড়ানো যেতে পারে। এগুলোর মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে সরকারের কাছ থেকে যথোপযুক্ত পরিকল্পনা ও সহায়তা প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ, পরিকল্পনা কমিশনের এক গবেষনায় বলা হয়েছে যে, যদি পর্যটন ক্ষেত্রে উন্নতি হয় তাহলে আমরা প্রতিবছর 35 লক্ষেরও বেশি লোককে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রদান করতে পারি।

আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, উপরে আলোচিত প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নে দীর্ঘ সময় লাগবে। স্বল্পকালীন সময়ে আমাদের কিছু দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। এই বাস্তব পরিস্থিতি স্বীকার করে, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার সারাদেশের প্রায় 625 টি জেলায় **কাজের অধিকারকে** স্বীকৃতি দিতে একটি আইন প্রণয়ন করে। এটি **মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন— 2005 (MGNREGA 2005) নামে** পরিচিত। মনরেগা 2005 এর অধীনে, যারা গ্রামীণ এলাকায় কাজ করতে সক্ষম এবং যাদের কাজের প্রয়োজন আছে তাদেরকে সরকার বছরে 100 দিনের কর্মসংস্থানের নিশ্চিয়তা প্রদান করে। যদি সরকার কর্মসংস্থানের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তবে সরকার জনগণকে বেকার ভাতা দেবে। আইনের অধীন এই ধরনের কাজগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে যাতে জমি থেকে উৎপাদন বাড়ে।

চলো করি কাজগুলো

1. তোমার বিচারধারায় ব্যাখ্যা করো, MGNREGA 2005 কে 'কাজের অধিকার' কেন বলা হয়?
2. কল্পনা করো, তুমি গ্রামের প্রধান। এই ক্ষমতা বলে তুমি কি এমন কিছু কাজের সুপারিশ করতে পার যেগুলো এই আইনের অধীনে গ্রামে চালু করলে গ্রামীণ মানুষের আয় বৃদ্ধি পাবে? আলোচনা করো।
3. যদি কৃষকদের জন্য জলসেচ ও বিপননের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া যায় তাহলে রোজগার ও আয়ের বৃদ্ধি কিভাবে হবে?
4. শহর এলাকায় কর্মসংস্থান কিভাবে বাড়ানো যেতে পারে?

সংগঠিত ক্ষেত্র এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে বিভাজন

চলো আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখি, অর্থনৈতিক কাজ কর্মকে শ্রেণিবন্ধ করার অপর একটি পদ্ধতি। এখানে কাজের শর্তগুলো কি কি? এখানে কাজে নিযুক্তির প্রক্রিয়া কোন আইন এবং নিয়মকানুন মেনে করা হয় কি?

কান্তা

কান্তা একটি অফিসে কাজ করে। সে সকাল 9.30 থেকে সন্ধ্যা 5.30 পর্যন্ত তার অফিসে থাকে। সে নিয়মিত প্রতি মাসের শেষে বেতন পায়। বেতন ছাড়াও সে সরকারের নিয়ম অনুযায়ী ভবিষ্যনিধির সুবিধা ভোগ করে। সে চিকিৎসা এবং অন্যান্য ভাতাও পায়। কান্তা রবিবার অফিসে যায় না। এই দিনটা সবেতন ছুটির দিন। যখন সে কাজে যোগ দেয়, তখন তাকে চাকুরির সব শর্তাবলি বর্ণনা করে একটি নিয়োগপত্র দেওয়া হয়।

কমল

কমল, কান্তার প্রতিবেশী। সে কাছাকাছি একটি মুদি দোকানের দৈনিক মজুরি-শ্রমিক। সে সকাল 7:30 এ দোকানে যায় এবং সন্ধ্যা 8:00 পর্যন্ত কাজ করে। সে মজুরি ছাড়া অন্য কোন ভাতা পায় না। যেদিন সে কাজ করবে না, ঐ দিনের জন্য সে মজুরি পায় না। তার কোন ছুটি বা সবেতন ছুটির দিন নেই। দোকানে শ্রমিক হিসাবে কাজে যোগ দেওয়ার সময় তাকে প্রথা অনুযায়ী কোন নিয়োগপত্র দেওয়া হয়নি। তাই তার নিয়োগকর্তা যে কোন সময় তাকে কাজ থেকে ছেড়ে দেওয়ার কথা বলতে পারে।

তুমি কান্তা ও কমলের কাজের ক্ষেত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখতে পাও কি?

কান্তা **সংগঠিত** ক্ষেত্রে কাজ করে। সংগঠিত ক্ষেত্রের উদ্যোগ বা কর্মস্থল সেই সকল কাজগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে যেখানে নিয়মিত নিয়োগের শর্ত থাকে এবং নিয়োজিত ব্যক্তির কাজের সুরক্ষা থাকে। সেই ক্ষেত্র সরকার দ্বারা নিবন্ধিত হয় এবং এই নিবন্ধিকরণ সরকারি নিয়ম ও বিধি অনুসরণ করে করতে হয়। এই নিয়মাবলীর অনেক বিধান রয়েছে যেমন— কারখানা আইন, ন্যূনতম মজুরী আইন, গ্র্যাচুয়িটি আইনে অর্থরাশি প্রদান, দোকান এবং প্রতিষ্ঠান আইন ইত্যাদি। একে সংগঠিত ক্ষেত্র বলা হয় কারণ এখানে কিছু আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি মেনে চলতে হয়। এই কর্মীদলের মধ্যে কিছু লোক কারো দ্বারা নিযুক্ত না হয়েও নিজস্ব কাজ করতে পারে। এক্ষেত্রেও তাদেরকে সরকারের কাছে নিবন্ধন করতে হবে এবং সরকারি নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে।

সংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীরা চাকুরির নিরাপত্তা ভোগ করে। তারা নির্দিষ্ট কয়েক ঘন্টা কাজের প্রত্যাশা করে। যদি তারা বাঁধা সময়ের অতিরিক্ত সময় কাজ করে তখন নিয়োগকর্তা বাড়তি অর্থ দেন। অনুরূপভাবে তারা নিয়োগকর্তার কাছ থেকে আরো সুযোগ সুবিধা পান।

এই সুবিধাগুলো কি কি? সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সাপ্তাহিক ছুটির দিন ও উৎসবের দিন ইত্যাদি হিসাবের ছুটির পাশাপাশি আরো সবেতন ছুটি, ভবিষ্যনিধি, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। তারা চিকিৎসার সুযোগ পাওয়ার অধিকারী। কারখানা আইন অনুযায়ী কারখানার পরিচালককে শ্রমিকদের জন্য আরো কিছু সুযোগ সুবিধাকে সুনিশ্চিত করতে হয় যেমন—পানীয় জলের বন্দোবস্ত এবং নিরাপদ কাজের পরিবেশ। এই ক্ষেত্রের শ্রমিকরা অবসর গ্রহণের পর পেনশনও পেয়ে থাকেন।

অপরদিকে, কমল **অসংগঠিত ক্ষেত্রে** কাজ করে। **অসংগঠিত** ক্ষেত্রটি ছোট ছোট ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা একক দ্বারা গঠিত হয় যা মূলত সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে। এই ক্ষেত্রের জন্য নিয়মাবলি থাকলেও তা মানা হয় না। এখানে কাজের ধরন অস্থায়ী এবং মজুরি কম। ওভার টাইমের কোন সুযোগ নেই। উৎসবের দিনে ছুটি, সবেতন ছুটি এবং অসুস্থতাজনিত ছুটির সংস্থান নেই। কাজ থাকবে কিনা সে ব্যাপারেও নিশ্চয়তা নেই। কোন কোন ঋতুতে কাজের চাপ কম থাকলে কিছু শ্রমিককে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়। নিয়োগকর্তার মর্জির উপর অনেক ক্ষেত্রে কাজের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। এক্ষেত্রের অনেকে ছোট ছোট কাজ করে, যেমন রাস্তায় জিনিসপত্র বিক্রি করে অথবা মেরামতির কাজ করে, নিজেদের প্রচেষ্টায় কাজের সংস্থান করে। অনুরূপভাবে, কৃষকরা একদিকে যেমন নিজের জমিতে কাজ করে। যখন কাজের প্রয়োজন হয় তখন অন্যের জমিতে ভাড়া করা শ্রমিক হিসাবে কাজ করে।

চলো করি কাজগুলো

1. নিম্নলিখিত উদাহরণগুলো দেখ। এগুলোর মধ্যে কোনটি অসংগঠিত ক্ষেত্রের ক্রিয়াকলাপ?
   (i) একজন শিক্ষক বিদ্যালয়ে পড়াচ্ছে।
   (ii) মাথায় ভারবহনকারী একজন শ্রমিক একটি বাজারে সিমেন্টের ব্যাগ বহন করছে।
   (iii) একজন কৃষক নিজ জমিতে জলসেচের কাজ করছে।
   (iv) হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসারত এক ডাক্তার।
   (v) একজন দৈনিক মজুরির শ্রমিক যে একজন ঠিকাদারের অধীনে কাজ করে।
   (vi) একটি বড় কারখানাতে কাজ করতে যাওয়া কারখানা শ্রমিক।
   (vii) নিজ বাড়িতে কাজ করছে এমন একজন হস্তচালিত তাঁত বুননকারী।
2. সংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়মিত কাজ করছে এমন এক ব্যক্তি এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করছে এমন এক ব্যক্তির সাথে কথা বলো। সব দিক দিয়ে কাজের পরিবেশের বৈপরিত্যের তুলনা করো।
3. কিভাবে তুমি সংগঠিত এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের মধ্যে পার্থক্য করবে? তোমার নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করো।
4. নীচের সারণিটিতে ভারতে সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকদের আনুমানিক সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। সারণিটি সাবধানে পড়ো। সারণিটিতে অনুপস্থিত তথ্য পূরণ করো এবং নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সারণি 2.3 বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমিক সংখ্যা (মিলিয়নের হিসেবে)

ক্ষেত্র	সংগঠিত	অসংগঠিত	মোট
প্রাথমিক	1		232
মাধ্যমিক	41	74	115
তৃতীয়	40	88	172
মোট	**82**		
মোট শতকরা			**100%**

- কৃষির অসংগঠিত ক্ষেত্রে লোকের সংখ্যা (শতাংশ) কত?
- তুমি কি একমত যে কৃষি একটি অসংগঠিত ক্ষেত্রের কার্যকলাপ? কেন?
- আমরা যদি গোটা দেশের দিকে তাকাই, তাহলে আমরা পাই ভারতে ———% শ্রমিক অসংগঠিত ক্ষেত্রে আছে। ভারতে মোট শ্রমিকের মাত্র ———% শ্রমিক সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করছে।

কিভাবে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সুরক্ষা করবে?

সংগঠিত ক্ষেত্রে সৃষ্ট কাজের চাহিদা তুঙ্গো থাকে। কিন্তু সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ বাড়ছে ধীর গতিতে। সংগঠিত ক্ষেত্রের অনেক উদ্যোগপতির উপস্থিতি অসংগঠিত ক্ষেত্রে প্রায়শই দেখা যায়। উদ্যোগপতিরা এই কুশলী পদক্ষেপ নেয়, কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য এবং শ্রমিক-স্বার্থ রক্ষাকারী শ্রম আইনকে অবজ্ঞা করার জন্য। ফলস্বরূপ, অনেক সংখ্যক শ্রমিককে অসংগঠিত ক্ষেত্রের কাজে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। এখানে বেতন খুব কম দেওয়া হয়। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা প্রায়ই শোষিত হয় এবং তাদের ন্যায্য মজুরি দেওয়া হয় না। তাদের উপার্জন কম এবং অনিয়মিত। কাজের নিশ্চয়তা নেই এবং কর্মক্ষেত্র প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

1990 সাল থেকে সংগঠিত ক্ষেত্রের বিপুল সংখ্যক শ্রমিক তাদের কাজ হারাচ্ছে। এই শ্রমিকেরা অসংগঠিত ক্ষেত্রে কম বেতনে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। অতএব, আরো কাজের সুযোগ সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং সাথে সাথে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য সুরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

এই অসহায় লোকগুলো কারা যাদের সুরক্ষা প্রয়োজন? গ্রামীণ এলাকায় মুখ্য অসংগঠিত ক্ষেত্রগুলো হল ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, ভাগচাষী এবং কারিগর (যেমন — তাঁতি, লৌহ শিল্পী, কাঠ মিস্ত্রী এবং স্বর্ণকার)। ভারতে মোট গ্রামীণ পরিবারদের প্রায় 80 শতাংশ পরিবার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক। এই কৃষকদের সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন। সময়মতো পর্যাপ্ত পরিমাণে ফসলের বীজ, কৃষিজ উপকরণ, ঋণ সংরক্ষনের সুবিধা এবং বিপনন ব্যবস্থা শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সহায়তা দেওয়া যেতে পারে।

শহর এলাকায়, অসংগঠিত ক্ষেত্রগুলো প্রধানত ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের শ্রমিক, নির্মাণ, বাণিজ্য ও পরিবহণ ইত্যাদি কার্যে কর্মরত অস্থায়ী শ্রমিক এবং ফুটপাথের বিক্রেতা, মাথায় ভার বহনকারী শ্রমিক, পোশাক প্রস্তুতকারী, আবর্জনা সংগ্রহকারী প্রভৃতি কর্মীবৃন্দ নিয়ে গঠিত। আবার ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলোরও কাঁচামাল সংগ্রহ ও তাদের উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত করণের ক্ষেত্রে সরকারের সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। সাথে সাথে গ্রামীণ অস্থায়ী শ্রমিকদের মতোই শহুরে অস্থায়ী শ্রমিকদের সরকারিভাবে সহায়তাদান ও সুরক্ষা প্রদান করা বাঞ্ছনীয়।

আমরা এও দেখি যে, তপশিলি জাতি, উপজাতি ও পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের বহু সংখ্যক শ্রমিক অসংগঠিত ক্ষেত্রের কাজে নিযুক্ত। এই শ্রমিকরা অনিয়মিত এবং কম মজুরিতে কাজ করা ছাড়াও সামাজিক বৈষম্যের মুখোমুখি হন। তাই এক অংশের শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সুরক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে সামাজিক সুরক্ষা দেওয়াও সরকারের পক্ষে প্রয়োজন।

যখন কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যায় তখন দেখা যায়, আগে এক সময় যারা নিয়মিত কাজে যুক্ত ছিল, তারা এখন ছোট বিক্রেতা হিসেবে দ্রব্য বিক্রি করছে বা ঠেলাগাড়ি চালাচ্ছে বা অন্য কোন কাজ করছে।

চলো স্মরণ করি

আমাদের চারপাশে অনেক কাজকর্ম হচ্ছে। একটা উপযোগী পদ্ধতিতে এই কাজগুলোকে শ্রেণিবন্ধ করার কথা চিন্তা করতে হবে। অনেক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণিবন্ধ করা যেতে পারে। কোন্ বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করবে আমরা কি জানতে চাইছি তার উপর। শ্রেণিবন্ধকরণ প্রক্রিয়া একটি অবস্থাকে বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে।

অর্থনৈতিক কাজ কর্মকে তিনটি ক্ষেত্রে— প্রাথমিক, মাধ্যমিক, তৃতীয় ক্ষেত্রে বিভাজিত করতে 'কাজের প্রকৃতির' বৈশিষ্ট্য ব্যবহৃত হয়েছে। এই শ্রেণিবন্ধকরণের ভিত্তিতে আমরা ভারতে মোট উৎপাদন এবং কর্ম সংস্থানের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছি। একইভাবে আমরা অর্থনৈতিক কার্যকলাপগুলোকে সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে ভাগ করেছি এবং ক্ষেত্র দুটিতে কর্মসংস্থানের অবস্থা অনুসন্ধান করার জন্য এই শ্রেণিবন্ধকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

শ্রেণিবন্ধকরণের এই অনুশীলন থেকে কোন্ গুরুত্বপূর্ণ উপসংহারে পৌঁছাই ? কোন্ কোন্ সমস্যা ও সমাধান চিহ্নিত করা গেছে ? তুমি কি নীচের সারণিতে তথ্যগুলোর সংক্ষিপ্তসার করতে পারবে ?

সারণি 2.4 শ্রেণিবন্ধ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চিহ্নিতকরণ

ক্ষেত্র	ব্যবহৃত বৈশিষ্ট্য	সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপসংহার	সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং কিভাবে তার মোকাবেলা করা যায়
প্রাথমিক, মাধ্যমিক, সেবা	কার্য পদ্ধতি		
সংগঠিত, অসংগঠিত			

মালিকানা ভিত্তিক ক্ষেত্র ঃ সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্র

আরেক উপায়ে অর্থনৈতিক কাজকর্মের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। এক্ষেত্রে সম্পদের মালিকানা ও সেবা প্রদানের দায়িত্বের ভিত্তিতে ক্ষেত্রগত শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। **সরকারি ক্ষেত্রের** অধিকাংশ সম্পদের মালিক হল সরকার এবং সরকার সমস্ত পরিষেবা প্রদান করে। **বেসরকারি ক্ষেত্রে** সম্পত্তির মালিকানা এবং সেবা সরবরাহের দায়িত্ব কোন এক ব্যক্তি বা বেসরকারি কোম্পানির হাতে ন্যাস্ত থাকে। রেলপথ বা ডাকঘর হল সরকারি ক্ষেত্রের উদাহরণ। অন্যদিকে টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি লিমিটেড (TISCO) বা রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (RIL) এর মতো সংস্থাগুলো হল ব্যক্তিগত মালিকানাধীন।

বেসরকারি ক্ষেত্রে কাজকর্মগুলো মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। এই সকল ক্ষেত্রের সেবা পেতে হলে আমাদের ব্যক্তি এবং কোম্পানিগুলোকে অর্থ প্রদান করতে হবে। সরকারি ক্ষেত্রের লক্ষ্য শুধুমাত্র মুনাফা উপার্জন নয়। কর রাজস্ব ও অন্য উপায়ে সরকার যে অর্থ সংগ্রহ করে তা দিয়েই সরকারি ক্ষেত্রের পরিষেবা সরবরাহের খরচ মেটানো নয়। আধুনিককালে সরকার অনেক ধরনের কাজকর্মে অর্থ ব্যয় করে। এই কাজ কর্মগুলো কি ? সরকার এই ধরনের কাজকর্মের খরচই বা করে কেন ? চলো কারণগুলো খুঁজে বের করি।

সামগ্রিকভাবে সমাজের প্রয়োজনীয় অনেকগুলো জিনিস রয়েছে **যেগুলোকে বেসরকারি ক্ষেত্র ন্যায়সঙ্গত খরচে সরবরাহ করবে না**। করবে না কেন ? কারণ হল, এর মধ্যে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহের জন্য

বিপুল অর্থরাশি ব্যয় করতে হয়, যা বেসরকারি ক্ষেত্রের সামর্থের বাইরে থাকে। এছাড়াও, এই সুবিধাগুলো ব্যবহার করেছে এমন হাজার হাজার লোকের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা সহজ নয়। এমনকি যদি বেসরকারি ক্ষেত্র এই জিনিসগুলো সরবরাহ করে তবে, তারা ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে উচ্চহারে খরচ আদায় করবে। যেমন- রাস্তা, সেতু, রেলপথ, বন্দর বা পোতাশ্রয়, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বাঁধের মাধ্যমে সেচ প্রদান ইত্যাদি। এভাবে সরকারকে এই ধরনের ব্যয় বহুল খরচ বহন করতে হয় এবং এই সুবিধাগুলো সবার কাছে পৌঁছে দিতে হয়।

এমন কিছু কাজ কর্ম আছে, যেখানে **সরকারকে সহায়তা করতে** হয়। সরকারের উৎসাহ ব্যতীত বেসরকারি ক্ষেত্রগুলো তাদের উৎপাদন ও ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, উৎপাদন খরচে বিদ্যুৎ বিক্রি করলে অনেক শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্যের খরচ বেড়ে যেতে পারে। এর প্রভাবে অনেক প্রতিষ্ঠান, বিশেষত ক্ষুদ্র আয়তনের শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঝাঁপ বন্ধ করে দিতে হত। এই কারণে সরকার প্রত্যাশিত ভাবেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করে এবং শিল্প সংস্থাগুলোর সামর্থ্যের মধ্যে থাকবে এমন দামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। খরচের কিছু অংশ সরকারকে বহন করতে হয়।

অনুরূপভাবে, ভারত সরকার কৃষকদের কাছ থেকে 'ন্যায্য মূল্যে' গম এবং চাউল ক্রয় করছে। এগুলোকে সরকারি গুদামে মজুত করা হয় এবং রেশন দোকানের মাধ্যমে ভোক্তাদের কাছে কম মূল্যে বিক্রি করে। তুমি নবম শ্রেণিতে খাদ্য সুরক্ষা অধ্যায়টিতে এই সম্পর্কে পড়েছো। এখানে সরকারকে কিছু খরচ বহন করতে হয়। এই ভাবে, সরকার কৃষক ও ভোক্তা উভয়কেই সহায়তা করছে।

এমন অনেক আর্থিক কাজকর্ম রয়েছে যেগুলো সম্পাদন করা সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব। **এগুলোর উপর সরকারকে অবশ্যই ব্যয় করতে হয়।** যেমন সবার জন্য স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার সুবিধা সুনিশ্চিত করা। আমরা প্রথম অধ্যায় এই বিষয়গুলো নিয়ে কিছু আলোচনা করেছি। সুষ্ঠভাবে বিদ্যালয় পরিচালনা করে শিশুদের মধ্যে গুণমানের শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে সুনিশ্চিত করা, বিশেষত বুনিয়াদিস্তরে শিশুদের মধ্যে, সরকারের দায়িত্ব। সারা পৃথিবীর মোট নিরক্ষর মানুষের একটা বিরাট অংশ ভারতে বসবাস করে।

সাথে সাথে আমরা জানি যে, ভারতের প্রায় অর্ধেক শিশু অপুষ্টির শিকার এবং তাদের এক চতুর্থাংশ গুরুতর অসুস্থ। আমরা শিশু মৃত্যুর হার সম্পর্কে পড়েছি। উড়িষ্যার শিশু মৃত্যুর হার (40) বা মধ্যপ্রদেশের (51), যা বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্রতম অঞ্চলগুলোর চাইতেও বেশি। সরকারকে মানব উন্নয়নের দিকগুলো যেমন নিরাপদ পানীয় জল, গরিবদের জন্য আবাসনের সুবিধা এবং খাদ্য ও পুষ্টি প্রভৃতির লভ্যতার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। এটাও সরকারের কর্তব্য যে দেশের দরিদ্রতম এবং উপেক্ষিত অঞ্চলগুলোতে সরকারি খরচ বাড়িয়ে তাদের জীবনের অন্ধকার দূর করা।

সারাংশ

এই অধ্যায়ে আমরা অর্থনৈতিক কাজকর্মকে কিছু অর্থপূর্ণ বিভাগে শ্রেণিবন্ধ করার পদ্ধতি দেখেছি। শ্রেণি বিন্যাস করার কাজটির একটা পথ হল, কাজকর্মগুলো প্রাথমিক, মাধ্যমিক অথবা তৃতীয় ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা। বিগত ত্রিশ বছরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, অর্থনীতির তৃতীয় ক্ষেত্রে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার অবদান ভারতের জিডিপিতে সিংহভাগ হলেও প্রাথমিক ক্ষেত্রে কর্মরত মানুষের সংখ্যা বেশি। আমরা এও দেখেছি যে, দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য কি করা যায়। আরেকটা শ্রেণিবদ্ধকরণের বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে যার মাধ্যমে জনগণ সংগঠিত নাকি অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করছে তা বিচার করা হয়। অধিকাংশ লোকেই অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করছে এবং তাদের জন্য সুরক্ষা কবজ প্রয়োজন। আমরা বেসরকারি ও সরকারি কাজকর্মের মধ্যে পার্থক্য দেখেছি এবং কেন নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ সেই দিকেও আলোকপাত করা হয়েছে।

অনুশীলনী

1. বন্ধনীতে দেওয়া সঠিক বিকল্প ব্যবহার করে শূন্যস্থান পূরণ করো ঃ

   (i) উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধির ন্যায় সেবা ক্ষেত্রে নিয়োগের বৃদ্ধি __________। (হয়েছে/হয়নি)

   (ii) __________ ক্ষেত্রের শ্রমিকরা দ্রব্য উৎপাদন করে না। (সেবা/কৃষি)

   (iii) __________ ক্ষেত্রের অধিকাংশ শ্রমিকরা কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা ভোগ করে। (সংগঠিত/অসংগঠিত)

   (iv) ভারতে শ্রমিকদের __________ অনুপাত অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়োজিত রয়েছে। (বৃহৎ/ক্ষুদ্র)

   (v) তুলা একটি __________ দ্রব্য এবং কাপড় একটা __________ দ্রব্য। (প্রাকৃতিক /উৎপাদিত)

   (vi) প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং তৃতীয় ক্ষেত্রের কাজকর্ম __________ । (নিরপেক্ষ/পরস্পর নির্ভর)

2. সঠিক উত্তরটি বাছাই করো—

   (a) ক্ষেত্রসমূহকে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়।

      (i) কর্মসংস্থানের শর্তে

      (ii) আর্থিক ক্রিয়াকর্মের প্রকৃতিতে

      (iii) উদ্যোগের মালিকানায়

      (iv) উদ্যোগে নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যার ভিত্তিতে।

   (b) একটি দ্রব্যের উৎপাদন মূলত প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হলে সেটা __________ ক্ষেত্রের কাজ কর্ম হবে।

      (i) প্রাথমিক

      (ii) মাধ্যমিক

      (iii) তৃতীয়

      (iv) তথ্য প্রযুক্তি

   (c) কোন একটি নির্দিষ্ট বছরে উৎপাদিত __________ মোটমূল্য হল জিডিপি।

      (i) সকল দ্রব্য ও সেবা সামগ্রীর

      (ii) সকল চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা সামগ্রীর

      (iii) সকল অন্তর্বর্তী দ্রব্য ও সেবা সামগ্রীর

      (iv) সকল অন্তর্বর্তী এবং চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা সামগ্রীর

   (d) 2013-14 সালের জিডিপি-র নিরিখে পরিষেবা ক্ষেত্রের অংশীদারি .... শতাংশের মধ্যে ছিল।

      (i) 20 থেকে 30

      (ii) 30 থেকে 40

      (iii) 50 থেকে 60

      (iv) 60 থেকে 70

3. নিম্নলিখিত গুলোর জোড়া মেলাও ঃ

কৃষিক্ষেত্র যে সমস্যার মখোমুখি হচ্ছে	কিছু সম্ভাব্য ব্যবস্থা
1. সেচ বিহীন জমি	(a) কৃষি ভিত্তিক মিল স্থাপন
2. ফসলের কম দাম	(b) সমবায় বিপনন সমিতি
3. ঋণের বোঝা	(c) সরকার কর্তৃক খাদ্য শস্য সংগ্রহ
4. চাষের সময় বাদে অন্য সময়ে কাজের অভাব	(d) সরকার কর্তৃক খাল খনন
5. ফসল কাটার স্যাথে সাথেই স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছে তাদের শস্য বিক্রি করতে বাধ্য হন।	(e) কম সুদে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

4. অমিলটি খুঁজে বের করো এবং বলো কেন বের করলে?

(i) পর্যটকদের পথ নির্দেশক, ধোপা, দর্জি, কুম্ভকার

(ii) শিক্ষক, চিকিৎসক, সব্জি বিক্রেতা, আইনজীবী

(iii) ডাকপিওন, মুচি, সৈনিক, পুলিশের কনস্টেবল

(iv) এম.টি.এন.এল, ইন্ডিয়ান রেলওয়ে, এয়ার ইন্ডিয়া, জেট এয়ারওয়েজ, অল ইন্ডিয়া রেডিও।

5. একজন গবেষক বিদ্বান সুরাট শহরে কর্মরত শ্রমিকদের উপর গবেষণা করেন এবং গবেষনা লব্ধ ফলাফল যা পেয়েছেন তা নিম্নরূপ—

কর্মস্থল	কর্মসংস্থানের প্রকৃতি	কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা (শতাংশ)
রেজিস্ট্রার্ড সরকারি অফিস ও কারখানা।	সংগঠিত	15
প্রথাগত লাইসেন্স রয়েছে এমন বাজারে নিজেদের দোকান, অফিস ও ক্লিনিক।		15
সড়কে কাজ করে এমন লোক, নির্মাণ শ্রমিক, গার্হস্থ্য শ্রমিক।		20
ছোট অনিবন্ধিত কর্মশালায় কার্যরত লোক।		

সারণিটি সম্পূর্ণ করো। এই শহরে অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সংখ্যা কত শতাংশ?

6. তুমি কি মনে করো, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও তৃতীয় ক্ষেত্রে আর্থিক ক্রিয়াকলাপের শ্রেণিবন্ধকরণ উপযোগী? কিভাবে উপযোগী তা ব্যাখ্যা করো।

7. এই অধ্যায়ে যে বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলোর সাথে পরিচিত হলাম তাদের ক্ষেত্রে কেন কর্মসংস্থান ও জিডিপির উপর জোর দেওয়া হয়েছে? সেখানে অন্য কিছু আছে কি যেগুলো আলোচনা করা প্রয়োজন?

8. তোমার চারপাশের প্রাপ্ত বয়স্করা বেঁচে থাকার জন্য যে সমস্ত কাজ করেছে তার একটা দীর্ঘ তালিকা তৈরি করো। কিভাবে তুমি তাদের শ্রেণিবন্ধ করতে পারবে? তোমার পছন্দের স্বপক্ষে যুক্তি দাও?

9. তৃতীয় ক্ষেত্র কিভাবে অন্য ক্ষেত্র থেকে ভিন্ন? কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো।

10. ছদ্ম বেকারত্ব বলতে কি বোঝ? শহুরে এবং গ্রামীণ এলাকাগুলোর প্রত্যেকটা থেকে একটা করে উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করো।

11. উন্মুক্ত বেকারত্ব এবং ছদ্ম বেকারত্বের মধ্যে পার্থক্য করো।

12. "ভারতীয় অর্থনীতির উন্নয়নে তৃতীয় ক্ষেত্র কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে না" তুমি কি এই বক্তব্যের সাথে একমত? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

13. ভারতে সেবাক্ষেত্রে দুই ধরনের লোক নিয়োগ করা হয়। এরা কারা?

14. "অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকরা শোষিত হয়" তুমি কি এই মতামতের সাথে একমত। তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

15. অর্থনীতির কাজকর্মগুলোকে কিভাবে কর্মসংস্থানের শর্তের ভিত্তিতে শ্রেণিবন্ধ করা হয়?

16. সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মসংস্থানের বিরাজমান শর্তগুলো তুলনা করো।

17. 2005 -এর NREGA (এনরেগা) রূপায়নের উদ্দেশ্যগুলো ব্যাখ্যা করো।

18. তোমার এলাকার উদাহরণগুলো ব্যবহার করে সরকারি এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের ক্রিয়াকলাপ এবং কাজগুলো তুলনা করে এর পার্থক্য নির্ণয় করো।

19. তোমার আশপাশ থেকে প্রত্যেকটি এক একটি উদাহরণ দিয়ে নিম্নলিখিত সারণি পূরণ করো এবং আলোচনা করো।

	সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান	মন্দভাবে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান
সরকারি ক্ষেত্র		
বেসরকারি ক্ষেত্র		

20. সরকারি ক্ষেত্রের কার্যকলাপের কয়েকটা উদাহরণ দাও এবং সরকার কেন এই কার্যকলাপ গ্রহণ করেছে তা ব্যাখ্যা করো।

21. কিভাবে সরকারি ক্ষেত্র একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে ব্যাখ্যা করো।

22. অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে সুরক্ষা প্রয়োজন ঃ মজুরি, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য। উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করো।

23. আহমেদাবাদের একটা গবেষণায় দেখা গেছে যে শহরের 15,00,000 শ্রমিকদের মধ্যে 11,00,000 শ্রমিক অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেছে। 1997-98 সালে এই শহরের মোট আয় ছিল 60,000 মিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে 32,000 মিলিয়ন টাকা এসেছিল সংগঠিত ক্ষেত্র থেকে। এই তথ্য একটা সারণিতে উপস্থাপন করো। শহরের অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার জন্য কি ধরনের পদক্ষেপ বিবেচনা করা উচিত?

24. নিম্নলিখিত সারণিটিতে তিনটি ক্ষেত্রের জিডিপি কোটি টাকায় দেওয়া হয়েছে ঃ

সাল	প্রাথমিক	মাধ্যমিক	সেবা
2000	52,000	48,500	1,33,500
2013	8,00,500	10,74,000	38,68,000

(i) 2000 এবং 2013 সালের জন্য তিনটি ক্ষেত্রের জিডিপি অংশীদারির হিসেব করো।

(ii) তথ্যটি লেখচিত্র 2 এর অনুরূপ দন্ড চিত্রকারে দেখাও।

(iii) আমরা দন্ডচিত্রটি থেকে কি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি?

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা

অধ্যায় 3 : অর্থ ও ঋণ

অর্থ হল একটি আকর্ষণীয় ও কৌতূহলপূর্ণ বিষয়। এই বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবগত হওয়া খুবই প্রয়োজন। অর্থের ইতিহাস এবং কীভাবে বিভিন্ন সময়ে অর্থের রূপের পরিবর্তন হয়েছে তার বৃত্তান্ত খুবই আকর্ষণীয়। পাঠের এই পর্বের উদ্দেশ্য এটাই যে, বিভিন্ন সামাজিক অবস্থায় অর্থ যে বিভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হয়েছিল তা ছাত্র-ছাত্রীদের উপলব্ধি করতে সাহায্য করা। অর্থের আধুনিক রূপ ব্যাংক ব্যবস্থার সাথে জড়িয়ে রয়েছে। এটা হচ্ছে এই অধ্যায়ের প্রথম ভাগের মূল আলোচ্য বিষয়।

ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্যাংক ব্যবসায় কম্পিউটারের অন্তর্ভুক্তিকরণের ফলে অর্থের নতুন রূপের ব্যাপ্তি ঘটেছে। অর্থের এই নতুন রূপগুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই অনুসন্ধান চালিয়ে নিজেদের সমৃদ্ধ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের কাছে এই সুযোগ যথেষ্ট রয়েছে। 'অর্থের কাজ' সম্পর্কে প্রথাগত আলোচনার মধ্যে প্রবেশ না করলেও কিন্তু প্রশ্নের আকারে এই বিষয়টিকে উপস্থাপনের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়ে কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়নি। যেমন— অর্থের সৃজন (অর্থগুণক) বা ব্যাংকের আধুনিক পরিসেবা ব্যবস্থা। আপনি ইচ্ছা করলে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।

এই অধ্যায়ে আপনি দেখবেন যে, জনসাধারণের কাছে জমা মুদ্রা ও ব্যাংকের চাহিদা আমানতকে অর্থের মজুতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই সেই অর্থ যা মানুষ নিজ ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করতে পারে এবং সরকারের ভূমিকা হল এই মুদ্রা ব্যবস্থা যাতে সফলভাবে কাজ করে তা সুনিশ্চিত করা। কি ঘটবে, যখন সরকার বাজারে চালু কয়েকটি কারেন্সি নোট বাতিল বলে ঘোষণা করে এবং নতুন নোটচালু করে? 2016 সালের নভেম্বর মাসে ভারতবর্ষে প্রচলিত 500 ও 1000 টাকার কারেন্সি নোট বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। জনসাধারণকে বলা হয়েছিল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যাংকে এই বাতিল নোট জমা করার জন্য এবং এর পরিবর্তে 500 ও 2000 টাকার নতুন কারেন্সি নোট অথবা অন্য নোট নেওয়ার জন্য। এই ঘটনাকে বিমুদ্রায়ন বা ডিমানিটাইজেশন বলা হয়। নোট বাতিল হওয়ার ঘটনার পর থেকে জনসাধারণকে লেনদেনের জন্য নগদের পরিবর্তে ব্যাংক আমানত ব্যবহারে উৎসাহিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সাথে সাথে ডিজিটাল লেনদেনও শুরু হয়। ব্যাংক থেকে ব্যাংকে ইন্টারনেট বা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে হস্তান্তর টাকা করে, চেক, এটিএম কার্ড, ক্রেডিট কার্ড এবং দোকানে রাখা সুইপ মেশিনে পয়েন্ট অব সেইল (পিওএস) সুইপ করে ডিজিটাল লেনদেন শুরু হয়। ডিজিটাল লেনদেনকে উৎসাহিত করা হয়েছিল লেনদেনে নগদের প্রয়োজন কমাতে এবং দুর্নীতি রোধ করতে'। ছাত্রছাত্রীদের বিমুদ্রায়ন পদ্ধতি ও এর প্রভাবের উপর বিতর্ক সভা আয়োজন করার জন্য বলা যেতে পারে। বৈধ নগদ ও ডিজিটাল লেনদেনের একটি বৃহৎ চিত্ররূপ তৈরি করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য করা যেতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীরা এই সকল আইনসম্মত পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারে এবং এগুলি কেন আইনসম্মত তা ব্যাখ্যা করতে পারে। নগদ লেনদেনের পরিবর্তে যে বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিক কার্ড ব্যবহার করা হয় সে সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের অবহিত করাও প্রয়োজন। পাশাপাশি তাও জানতে হবে যে, প্লাস্টিক কার্ড মুদ্রা নয়।

ঋণ হচ্ছে অর্থনৈতিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাই ধারণাগতভাবে প্রথমে ঋণকে উপলব্ধির মধ্যে আনতে হবে। ঋণ ব্যবস্থার কোন্ দিকগুলিতে নজর দেওয়া প্রয়োজন এবং এই দিকগুলি সাধারণ মানুষকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা অনুধাবন করাই এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আমাদের চারপাশের জগতে বিবিধ রকমের ঋণ ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পরিচিত ঋণের ঘটনাসমূহের আলোকপাত করে ঋণ ব্যবস্থার এই দিকগুলির বর্ণনা করলে বিষয়ের প্রতি ধারণা স্পষ্ট হবে। ঋণের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সবার কাছে ঋণের সহজলভ্যতা, বিশেষত গরিবদের কাছে যুক্তিসঙ্গাত শর্তে ঋণ পৌঁছে দিতে হবে। ঋণ পাওয়া যে মানুষের অধিকার সেটা শিক্ষকদের জোড় দিয়ে বলতে হবে। ঋণ ছাড়া জনসাধারণের একটা বড়ো অংশ উন্নয়নের বৃত্তের বাইরে থেকে যাবে। সবার কাছে ঋণ পৌঁছে দিতে অনেক নতুন উদ্ভাবনী হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে, যেমন— গ্রামীণ ব্যাংকের হস্তক্ষেপ সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের অবহিত করতে হবে। সাথে সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এই কথাও খুলে বলতে হবে যে, আমাদের কাছে সব প্রশ্নের উত্তর নেই। বিকাশমান দেশগুলিকে যে সকল সামাজিক চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হতে হচ্ছে, তার মধ্যে একটি হল ঋণের অপ্রতুলতা। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে আমাদের নতুন রাস্তা খুঁজে বের করতে হবে।

তথ্যের উৎসসমূহ :

এই অধ্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে ঋণের পরিসংখ্যানগুলি নেওয়া হয়েছে এনএসএসও-র (NSSO) দ্বারা পরিচালিত জাতীয় নমুনা সমীক্ষার গ্রামীণ ঋণের সার্ভে থেকে (All India Debt and Investment Survey, 70th Round 2013)। গ্রামীণ ব্যাংক সংক্রান্ত পরিসংখ্যান ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট ও ওয়েব সাইট থেকে। ব্যাংক বিষয়ক সংখ্যাতত্ত্ব বিস্তারিতভাবে পাওয়া যাবে রিজার্ভ ব্যাংকের ওয়েব সাইটে *(www.rbi.org)*, স্ব-সহায়ক গ্রুপের পরিসংখ্যান নাবার্ডের (National Bank for Agriculture and Rural Development, সংক্ষেপে NABARD) ওয়েব সাইটে *(www.nabard.org)* পাবে।

অধ্যায় 3

অর্থ ও ঋণ

বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে অর্থ

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের একটি বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে অর্থের ব্যবহার। তোমার চারপাশে তাকালে দেখতে পাবে, কোনো একটি দিনে টাকার বিনিময়ে অসংখ্য লেনদেন হচ্ছে। তুমি কি এ সকল লেনদেনের একটি তালিকা প্রস্তুত করতে পারবে? এ ধরনের অনেক লেনদেনে অর্থ বা টাকা ব্যবহার করে দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয় হয়। আবার কিছু কিছু লেনদেনের ক্ষেত্রে দেখা যায় সেবা বা পরিসেবা লাভ করার জন্য অর্থের ব্যবহার হয়। অধিকন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমন ঘটনাও ঘটে যেখানে লেনদেনের সময় টাকার সরাসরি হাত বদল হয় না কিন্তু ভবিষ্যতে দাম মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে দ্রব্যের বেচাকেনা হয়।

তোমরা কি কখনও আশ্চর্য হয়েছ এই কথা ভেবে যে, দ্রব্যের লেনদেন অর্থের বিনিময়ে হয় কেন? কারণটা খুবই সহজ। যে ব্যক্তির কাছে টাকা আছে সে খুব সহজেই তার চাহিদামতো দ্রব্য ও সেবার লেনদেনের জন্য টাকা ব্যবহার করতে পারে। এই জন্য প্রত্যেকেই টাকার মাধ্যমে বেতন নেওয়া পছন্দ করে এবং পরবর্তী সময়ে এই টাকার বিনিময়ে নিজের প্রয়োজনমতো জিনিস ক্রয় করতে পারে।

চলো, আমরা একজন জুতো প্রস্তুতকারকের উদাহরণ নিই। জুতো প্রস্তুতকারী বাজারে জুতো বিক্রি করতে চায় এবং সে বাজার থেকে গম ক্রয় করতে চায়। এক্ষেত্রে জুতো প্রস্তুতকারী প্রথমে তার প্রস্তুতকৃত জুতো বাজারে বিনিময় করে হাতে টাকা পাবে। পরে সে এই টাকার বিনিময়ে বাজার থেকে গম সংগ্রহ করবে। এবার একটু চিন্তা করে দেখো, জুতো প্রস্তুতকারী যদি টাকা ব্যবহার না করে সরাসরি গমের জন্য জুতো বিনিময় করত তাহলে বিষয়টা কত জটিল হত। জুতো প্রস্তুতকারীকে এমন একজন গম উৎপাদনকারী চাষির খোঁজ করতে হত যে শুধুমাত্র গম বিক্রি করতে চায় না বরং একই সাথে জুতো ক্রয় করতেও চায়। অর্থাৎ উভয় পক্ষকেই (অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতাকে) একে অপরের জিনিস ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য সহমত হতে হবে। একে অভাবের দ্বিপাক্ষিক সাদৃশ্য বলা হয়। অনেকে আবার একে অভাবের যুগ্ম সমাপতন বলে। এর অর্থ হল, দ্রব্য বিনিময় প্রথায় বিনিয়োগকারীদের অভাবের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সাদৃশ্য না থাকলে বিনিময় সম্ভব হয় না। এক ব্যক্তির বিক্রির ইচ্ছার সাথে অপর ব্যক্তির ক্রয়ের ইচ্ছার সামঞ্জস্য থাকতে হবে। এই বিনিময় প্রথায় পণ্যের বদলে পণ্য লেনদেন হয়। টাকার ব্যবহার হয় না।

বিপরীত দিকে, যে অর্থ ব্যবস্থায় টাকার ব্যবহার হয় সেখানে টাকা গুরুত্বপূর্ণ মধ্যবর্তী ভূমিকা পালন করে। এর সাথে সাথে টাকা অভাবের দ্বিপাক্ষিক সাদৃশ্যতার প্রয়োজনীয়তাকে দূর করে। এই অর্থ ব্যবস্থায় জুতো প্রস্তুতকারীকে এমন কৃষককে খুঁজতে হবে না, যে তার জুতো ক্রয় করবে এবং গম বিক্রি করবে।

এক্ষেত্রে জুতো প্রস্তুতকারীকে তার জুতো বিক্রি করার

জন্য শুধুমাত্র একজন ক্রেতাকে খুঁজতে হবে। সে যখন বাজারে জুতোর বিনিময় করে টাকা পাবে তখন সে এই টাকা দিয়ে গম অথবা অন্য পণ্য বাজার থেকে ক্রয় করতে পারবে। এখানে অর্থ বা টাকা বিনিময় প্রথায় মধ্যস্থতার কাজ করছে। এই কারণে টাকাকে বিনিময়ের মাধ্যমে বলা হয়।

চলো কাজগুলি করি ঃ

1. অর্থের ব্যবহার কীভাবে দ্রব্য বিনিময়কে সহজতর করেছে।
2. তুমি চিন্তা করে এমন কোনো উদাহরণ দিতে পারবে যেখানে বিনিময় ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্রব্য বা সেবার লেনদেন হচ্ছে বা মজুরি দেওয়া হচ্ছে?

টাকার আধুনিক রূপ ঃ

প্রাচীন মুষ্টি চিহ্ন যুক্ত মুদ্রা (সম্ভবত 2500 বছর আগেকার)

গুপ্তযুগের মুদ্রা

তুঘলক আমলের মুদ্রা

আকবরের আমলের সোনার মোহর

আধুনিক পয়সা

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, টাকা হল এমন একটি বস্তু যা লেনদেনের সময় বিনিময়ের মাধ্যমে হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মুদ্রা ব্যবস্থা চালু হওয়ার আগে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য টাকার মতোই বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে লেনদেনের সময় ব্যবহার করা হত। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়, প্রাচীনকালে ভারতীয়রা শস্য এবং গবাদি পশুকে টাকার পরিবর্তে ব্যবহার করে লেনদেন করত। তার অনেক পরে স্বর্ণ, রূপা ও তামার ধাতু দিয়ে তৈরি মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়। বিগত শতাব্দী পর্যন্ত এই সকল ধাতুমুদ্রার প্রচলন ছিল।

মুদ্রা ঃ

অর্থের আধুনিক ধরনের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে কাগজের নোটএবং পয়সা। সুদূর অতীতের মুদ্রার ন্যায় আধুনিক মুদ্রা সোনা, রূপা ও তামার মত মূল্যবান ধাতু দিয়ে তৈরি নয়। অনুরূপভাবে প্রতিদিনকার ব্যবহার্য শস্য এবং গবাদি পশুর মতোও আধুনিক মুদ্রা নয়। আধুনিক মুদ্রা বা কারেন্সির এই ধরনের নিজস্ব কোনো ব্যবহার বা উপযোগিতা নেই।

তারপরও, কেন এটি বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে? বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থের এই গ্রহণযোগ্যতার কারণ হল এটি দেশের সরকার দ্বারা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত।

ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে একমাত্র ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকেই কাগজের নোট প্রচলন করে থাকে। ভারতবর্ষের আইন অনুসারে, অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে নোট প্রচলনের অনুমতি দেওয়া হয় না। উপরন্তু বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে টাকার ব্যবহার আইনসিদ্ধ করা হয় এবং বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে টাকা গ্রহণ করতে অস্বীকার করা আইনবিরুদ্ধ হবে। এর অর্থ হল, ভারতে কোনো ব্যক্তি আইনত টাকার মাধ্যমে মূল্য প্রদান করলে তা অস্বীকার করতে পারবে না। এই কারণে, রুপি বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

ব্যাংক আমানত ঃ

সঞ্চিত টাকা জমা রাখার আর একটি উপায় হল ব্যাংকের কাছে জমা রাখা আমানত। একটি নির্দিষ্ট সময়ে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনগুলি পূরণের জন্য কিছু টাকার প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ যে শ্রমিকরা মাসের শেষে মাইনা পায় তাদের হাতে পরের মাসের প্রথম দিকে বাড়তি টাকা থাকে। হাতের এই অতিরিক্ত টাকা নিয়ে মানুষ কি করে? তারা এই টাকা ব্যাংকে জমা রাখে। নিজের নামে ব্যাংকে পাশবই খুলে টাকা ব্যাংকে জমা করে। এই জমাকে আমানত বলে। ব্যাংক এই আমানত গ্রহণ করে। ব্যাংক সঞ্চয়ী আমানতের জন্য নিয়মিত সুদ দেয়। এইভাবে জনসাধারণের টাকা ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে নিরাপদে থাকে এবং এই টাকার উপর সুদও পাওয়া যায়। যে কোন সময় চাওয়ামাত্র টাকা ফেরত দেয় ব্যাংক। যেহেতু আমানতকারী ব্যাংকে গচ্ছিত আমানত থেকে চাহিদা অনুসারে টাকা তুলতে পারে

তাই এই ধরনের আমানতকে চাহিদা আমানত বলে।

চাহিদা আমানত অন্য আর একটি আকর্ষণীয় সুবিধা প্রদান করে। এই সুবিধাটি হল চাহিদা আমানতের টাকার প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য (যেমন- বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার) রয়েছে। নগদ টাকার পরিবর্তে চেকের মাধ্যমে অর্থ প্রদানের কথা তোমরা হয়তো শুনে থাকবে। চেক দ্বারা টাকা দেবার সময় টাকা প্রদানকারী, যার ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট বা আমানত রয়েছে, চেকে টাকার অংক লিখে, চেকটিতে যার নামে থাকবে তাকে দেন। বস্তুত, চেক হল ব্যাংকের উপর আমানতকারীর কাগুজে নির্দেশ- যে টাকা তাতে লেখা থাকবে সেই টাকা, যার নামে লেখা থাকবে তাকে দেওয়ার জন্য।

চলো একটি উদাহরণের সাহায্যে আমরা দেখি চেকের মাধ্যমে কীভাবে টাকার হস্তান্তর হয়।

চেকে টাকা প্রদান

জুতো প্রস্তুত করেন এম সেলিম। সেলিম চামড়া ক্রয় করার জন্য চামড়া বিক্রেতাকে টাকা দেবে। সে একটি নির্দিষ্ট অংকের টাকার চেক লিখল। এর অর্থ হল, সেলিম তার ব্যাংককে নির্দেশ দিল তার ব্যাংক–আমানত থেকে উল্লেখিত টাকা চামড়া ব্যবসায়ীকে দেওয়ার জন্য। চামড়া সরবরাহকারী চেকটি নিয়ে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করে। কয়েকদিনের মধ্যে সেলিমের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা চামড়া ব্যবসায়ীর অ্যাকাউন্টে চলে যায়। এখানে টাকার হস্তান্তর নগদ টাকা ব্যবহার না করেই সম্পন্ন হয়েছে।

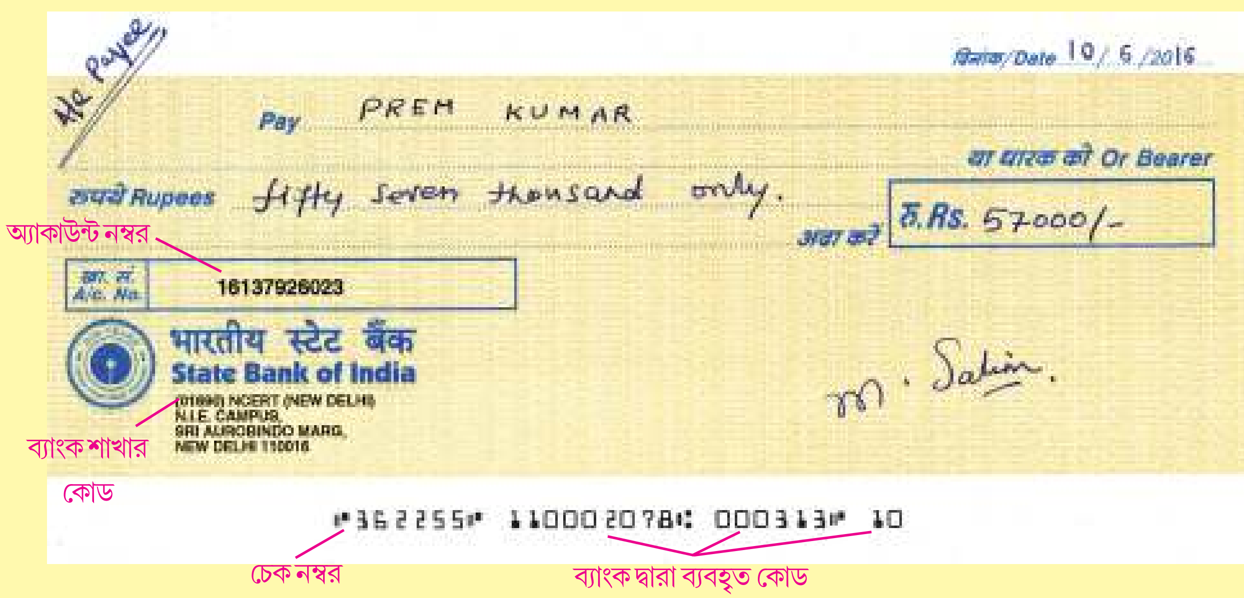

সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে, চাহিদা আমানতের মধ্যেও টাকার আবশ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলি উপস্থিত রয়েছে। চাহিদা আমানতের বিনিময়ে যে চেকের সুযোগ দেওয়া হয় তার সাহায্যে সরাসরি দেনা মিটানো যায়। এক্ষেত্রে নগদ টাকার হস্তান্তরের প্রয়োজন হয় না। যেহেতু কারেন্সির ন্যায় চাহিদা আমানতও পাওনা মিটানোর মাধ্যম হিসেবে সর্বত্র ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে তাই আধুনিক অর্থব্যবস্থায় চাহিদা আমানতকেও টাকা হিসেবে গণ্য করা হয়।

তোমাদের অবশ্যই মনে আছে, এখানে ব্যাংক কী ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু ব্যাংকের জন্য চাহিদা আমানত থাকবে না এবং এই আমানতের নিরিখে চেকের ভিত্তিতে নগদ প্রদান করা হবে না ব্যাংককে। অর্থের আধুনিক রূপ হল নোট ও আমানত। অর্থের এই দুই আধুনিক রূপ বর্তমানের আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

চলো কাজগুলি করি ঃ

1. এম সেলিম বেতন দেওয়ার জন্য ব্যাংক থেকে 20,000 টাকা তুলতে চাইছেন। টাকা উঠানোর জন্য তিনি কীভাবে চেক লিখবেন?

2. সাঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন (√) দাও।
   সেলিম ও প্রেমের মধ্যে লেনদেনের পর,
   (i) সেলিমের ব্যাংক অ্যাকাউন্টেও ব্যালেন্স বেড়েছে এবং প্রেমের অ্যাকাউন্টেও ব্যালেন্স বেড়েছে।
   (ii) সেলিমের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স কমেছে এবং প্রেমের অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স কমেছে।
   (iii) সেলিমের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স বেড়েছে এবং প্রেমের ক্ষেত্রে তা কমেছে।

3. কেন চাহিদা আমানতকে টাকা হিসেবে গণ্য করা হয়?

ব্যাংকের ঋণ বিষয়ক কাজকর্ম ঃ

চল, ব্যাংকের গল্প পুনরায় শুরু করি। ব্যাংক জনসাধারণের কাছ থেকে যে আমানত গ্রহণ করে তা দিয়ে ব্যাংক কী করে? এখানে একটি মজাদার পদ্ধতি কাজ করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় আজকাল ভারতের ব্যাংকগুলি তাদের কোষাগারে জমা আমানতের প্রায় 15 শতাংশ নগদ হিসেবে হাতে রাখে। কোনো একটি দিনে আমানতকারীদের জমা তুলে নেওয়ার চাহিদা মেটাবার জন্য ব্যাংক তার আমানতের 15 শতাংশ নিজের তহবিলে জমা রাখে। যেহেতু আমানতকারীরা তাদের আমানতের সবটাই কোনো একদিনে তুলে নেয় না তাই ব্যাংক এই নগদের সাহায্যে কাজ চালিয়ে যেতে পারে।

ব্যাংককে সর্বদাই নগদ টাকা কিছু রিজার্ভ রাখতে হয়। বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজকর্মের জন্য এই ঋণের বিশাল চাহিদা রয়েছে। আমরা পরবর্তী বিভাগে এই বিষয়ে আরও বিস্তারিতভাবে জানব। এভাবে ব্যাংক জনসাধারণের ঋণের প্রয়োজন মেটাতে আমানতকে ব্যবহার করে। সাথে সাথে ব্যাংক যাদের কাছে উদ্বৃত্ত টাকা আছে (আমানতকারী) এবং যাদের টাকার প্রয়োজন আছে (ঋণগ্রহীতা) তাদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর সংস্থার ভূমিকা পালন করে। ব্যাংক ঋণের উপর উচ্চহারে সুদ ধার্য করে এবং তুলনামূলকভাবে নিম্নহারে সঞ্চিত জমার বা আমানতের উপর সুদ প্রদান করে। ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে ব্যাংক যে হারে সুদ পায় তার চাইতে কম হারে সে আমানতকারীকে সুদ দেয়। সুদের হারের এই পার্থক্যের ফলে ব্যাংকের তহবিলে কিছু টাকা জমে যা ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস।

তুমি কি ভেবে দেখেছ, যদি সকল আমানতকারী একই সময়ে গচ্ছিত টাকা তুলতে চায় তাহলে কী হবে?

দুইটি ভিন্ন ঋণের অবস্থা

আমাদের প্রতিদিনের কাজকর্মে এমন অনেক লেনদেন হয় যেখানে কোনো না কোনো ধরনের ঋণের সম্পর্ক রয়েছে। ক্রেডিট (ঋণ) হল একটি চুক্তি যেখানে ঋণদাতা টাকা, দ্রব্য অথবা সেবা সরবরাহ করে ঋণগ্রহীতাকে, ভবিষ্যতে তা ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে। চলো, নীচের দুইটি উদাহরণের সাহায্যে দেখি কীভাবে ঋণের কাজকর্ম চলে?

(1) উৎসবের মরসুম

আর দুই মাস পরেই শুরু হবে উৎসবের মরসুম। এখন জুতো প্রস্তুতকারী সেলিম শহরের এক বড়ো ব্যবসায়ীর কাছ থেকে 3000 জোড়া জুতো সরবরাহের অর্ডার পেয়েছে। তাকে এক মাসের মধ্যে সরবরাহ করতে হবে। উৎপাদনের এই কাজ সময়ে শেষ করতে সেলিম তার কারখানায় আরো কয়েক জন শ্রমিক নিয়োগ করল। যারা জুতো সেলাই ও আঠা দিয়ে চামড়া লাগানোর কাজ করবে। এই খরচ সামলাতে সেলিম দুইটি উৎস থেকে ঋণ নেয়। প্রথমে সে চামড়ার কারবারিকে চামড়ার যোগান দিতে বলে এবং ভবিষ্যতে এর দাম মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সে শহরের অর্ডার প্রদানকারী বড়ো ব্যবসায়ীর কাছ থেকে 1000 জোড়া জুতোর দাম অগ্রিম নেয় এবং পাশাপাশি সে এই প্রতিশ্রুতিও দেয় যে মাসের শেষে সে ব্যবসায়ীর কাছে সব জুতো পৌঁছে দেবে।

মাসের শেষে সেলিম জুতো সরবরাহ করে। সে ভালো মুনাফা করে এবং সে যে ঋণ নিয়েছিল তা ফেরত দেয়।

এখানে সেলিম উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কার্যকরী মূলধনের সংস্থান করতে ঋণ নিয়েছে। এই ঋণের সাহায্যে সে উৎপাদন খরচ জুগিয়েছে, সময়ে উৎপাদন কাজ শেষ করেছে এবং উপার্জন বাড়াতে পেরেছে। **তাই এক্ষেত্রে ঋণ গুরুত্বপূর্ণ এবং ধণাত্বক ভূমিকা পালন করেছে।**

(2) স্বপ্নার সমস্যা ঃ

স্বপ্না একজন ক্ষুদ্র কৃষক। সে নিজের তিন একর জমিতে বাদাম চাষ করে। চাষের খরচ সামলাতে সে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নেয়। তার বুক ভরা আশা ছিল, ভাল ফসল ঘরে তুলে সে ঋণ পরিশোধ করতে পারবে। ফসল মরসুমের মাঝামাঝির সময়ে ফসলে পোকার আক্রমণ ঘটে এবং ফসল মার খায়। যদিও স্বপ্না ফসলে কীটনাশক ছড়িয়েছিল তথাপি সে ফসল রক্ষা করতে পারেনি। সে মহাজনকে টাকা ফেরত দিতে পারেনি এবং বছর শেষে ঋণের টাকা বেড়ে মোটা অঙ্কে পৌঁছায়। পরের বছর স্বপ্না চাষের জন্য নতুন ঋণ নেয়। সে বছর বাদামের ফলন স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু উপার্জন ততটা হয়নি যা দিয়ে সে পুরাতন ঋণ পরিশোধ করতে পারে। এভাবে সে ঋণে বাঁধা পড়ে। অবশেষে ঋণ পরিশোধ করার জন্য তাকে নিজ জমির একটি অংশ বিক্রি করে দিতে হয়।

গ্রামাঞ্চলে ঋণের প্রয়োজন হয় মূলত শস্য উৎপাদনের জন্য। শস্য উৎপাদনের জন্য বীজ, সার, কীটনাশক, জল, বিদ্যুৎ, যন্ত্রপাতির মেরামতি প্রভৃতির জন্য ভাল পরিমাণ টাকা ব্যয় করতে হয়। কৃষিকাজ চালানোর জন্য কৃষক কৃষিজ উপকরণ ক্রয় করে এবং উৎপাদিত ফসল বাজারে বিক্রি করে। এই সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে তিন চার মাস সময় লাগে। কৃষকরা সাধারণত চাষ মরসুমের প্রথম দিকে শস্য ঋণ নেয় এবং ফসল কাঁটার পর ঋণ পরিশোধ করে। ঋণ পরিশোধের বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণভাবে নির্ভরশীল কৃষিকাজ থেকে প্রাপ্ত আয়ের উপর।

স্বপ্নার ক্ষেত্রে, শস্যের ক্ষতির কারণে ঋণ পরিশোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাকে কৃষিজমির একটি অংশ বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করতে হয়। স্বপ্না আয় বাড়ানোর জন্য ঋণ নিয়েছিল। কিন্তু ফল হল বিপরীত। তার আর্থিক অবস্থা আরও খারাপ হল। এই ঘটনাকে প্রচলিতভাবে বলা হয় ঋণের ফাঁদ। **এক্ষেত্রে ঋণ, ঋণ গ্রহীতাকে এমন একটি অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে যেখান থেকে ঋণ পরিশোধ করা খুবই কষ্টকর হয়।**

এখানে একটি ক্ষেত্রে ঋণ আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। ফলশ্রুতিতে আর্থিক অবস্থার আগের চাইতে উন্নতি হয়। অপর ক্ষেত্রে, ফসল নষ্ট হওয়ার জন্য ঋণ ব্যক্তিকে ঋণের ফাঁদে ফেলে দিয়েছে। ঋণের দেনা মিটাতে জমির একটি অংশ বিক্রি করতে হয়েছে। স্পষ্টতই, স্বপ্নার অবস্থা আগের চেয়ে অনেক খারাপ হয়েছে। এরজন্য ঋণ নিয়ে ব্যক্তি লাভবান হবে নাকি ক্ষতির মুখ দেখবে তা নির্ভর করে পরিস্থিতির অন্ত:নির্হিত ঝুঁকির উপর।

চলো কাজগুলি করি ঃ

1. নীচের সারণিটি পূর্ণ করো ঃ

	সেলিম	স্বপ্না
কেন তাদের প্রয়োজন হয়েছিল		
ঝুঁকি কী ছিল?		
পরিণাম কী হয়েছিল?		

2. ধরি, সেলিম ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ধারাবাহিকভাবে অর্ডার পাচ্ছে। 6 বছর পর তার ব্যবসার অবস্থা কেমন হবে?

3. কোনো কারণগুলি স্বপ্নার অবস্থাকে আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে? কীটনাশক, মহাজনের ভূমিকা ও জলবায়ুর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করো।

ঋণের শর্ত

প্রত্যেক ঋণের চুক্তিতে সুদের হার নির্দিষ্ট থাকে। ঋণগ্রহীতাকে আসল সহ সেই সুদ ঋণদাতাকে ফেরত দিতে হয়। উপরন্তু ঋণদাতা ঋণ পরিশোধ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত জামানত (বন্ধক) দাবি করতে পারে ঋণদাতার কাছ থেকে। **বন্ধক হল এমন সম্পদ (যেমন—জমি, বাড়ি, গাড়ি, গৃহপালিত পশু, ব্যাংকে জমা আমানত) যার মালিক হল ঋণগ্রহীতা এবং ঋণদাতা এই সম্পদ ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত জামানত হিসেবে রেখে দেয়।** ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, ঋণদাতার এই সম্পদ বা জামানত বিক্রি করে টাকা আদায় করার অধিকার রয়েছে। জমির দলিল, ব্যাংক আমানত, গৃহপালিত পশু হল ঋণের জন্য ব্যবহৃত জামানতের প্রচলিত উদাহরণ।

একটি গৃহঋণ

মেঘা একটি বাড়ি কেনার জন্য ব্যাংক থেকে 5 লক্ষ টাকার ঋণ নেয়। এক্ষেত্রে ঋণের উপর বার্ষিক সুদের হার হল 12 শতাংশ এবং মাসিক কিস্তিতে 10 বছরের মধ্যে এই ঋণ পরিশোধ করতে হবে। এই ঋণের জন্য মেঘাকে ব্যাংকের কাছে চাকরির তথ্য ও বেতন সংক্রান্ত কাগজপত্র জমা দিতে হয়। ব্যাংক তার নতুন বাড়ির কাগজপত্র এই শর্তে, অর্থাৎ বন্ধক হিসেবে, জমা রাখে। মেঘাকে ব্যাংকে গচ্ছিত কাগজপত্র তখনই ফেরত দেওয়া হবে যখন সে সুদসহ আসল ব্যাংকে জমা দেবে।

মেঘার গৃহঋণ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত বিবরণ পূর্ণ করো ঃ

ঋণের পরিমাণ (টাকায়)	
ঋণের মেয়াদ	
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	
সুদের হার	
ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি	
বন্ধক	

সুদের হার, সহায়ক সম্পদ বা বন্ধক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি এই সবগুলোকে এক সাথে ঋণের শর্ত বলা হয়। ঋণের শর্তগুলো এক একটি ঋণ বিন্যাসের ক্ষেত্রে এক এক রকম হয়। এই ঋণের শর্ত পরিবর্তিত হয় ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। পরবর্তী ভাগে এই রকম কিছু উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যেখানে বিভিন্ন ঋণ ব্যবস্থায় ঋণের শর্তও বিভিন্ন হয়।

চলো কাজগুলি করি ঃ

1. ঋণদাতা ঋণ দেওয়ার সময় কেন বন্ধক চেয়ে নেয়?
2. আমাদের দেশের একটা বিরাট অংশের মানুষ দরিদ্র। এটা কি তাদের ঋণ নেওয়ার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে?
3. বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া শব্দগুলো থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে শূন্যস্থান পূরণ করো ঃ

   ঋণগ্রহীতারা ঋণ নেওয়ার সময় সহজ শর্তের ঋণ খোঁজে। এর অর্থ হল ___________ (নিম্ন/উচ্চ) সুদের হার, ___________ (সহজ/কঠিন) পরিশোধের শর্ত, ___________ (কম/অধিক) সহায়ক সম্পদ ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র।

ঋণ ব্যবস্থার বিভিন্নতা
একটি গ্রামের উদাহরণ

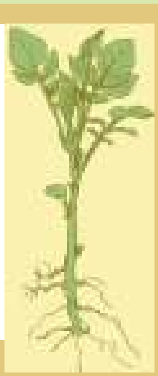

রোহিত ও রঞ্জন ক্লাসে ঋণের শর্ত সম্পর্কিত পাঠটি শেষ করেছে। তারা তাদের এলাকায় চালু বিভিন্ন প্রকারের ঋণ ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে কৌতুহলী ছিল। তাদের আগ্রহের কেন্দ্রে ছিল এই প্রশ্নগুলি— কারা ঋণ দেয়? কারা ঋণ নেয়? ঋণের শর্তগুলি কী কী? তারা গ্রামের কিছু লোকের সাথে এ বিষয়ে কথা বলবে বলে সিদ্ধান্ত নিল। কথোপকথনে তারা যে বিবরণ পেল তা পড়ো......

15 নভেম্বর, 2016
আমরা সরাসরি ওই মাঠে যাই যেখানে দিনের এই সময়ে বেশিরভাগ কৃষক জমিতে কাজ করে। খেতে আলু চাষ করে। আমরা প্রথমে সোনাপুর নামক একটি ছোটো গ্রামে যাই যেখানে সেচব্যবস্থার সুবিধা আছে এবং ক্ষুদ্র কৃষক শ্যামলের সাথে দেখা করি।

শ্যামল আমাদের বলে, তার 1.5 একর জমিতে চাষ-আবাদ করার জন্য প্রত্যেক মরসুমেই ঋণ নিতে হয়। কয়েক বছর আগে গ্রামের এক মহাজন থেকে মাসিক 5 শতাশ (বাৎসরিক 60 শতাংশ) সুদের হারে সে ঋণ নিত। বিগত কয়েক বছর ধরে শ্যামল গ্রামের এক কৃষি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে মাসিক 3 শতাংশ সুদের হারে ঋণ নিচ্ছে। চাষের মরসুম শুরু হওয়ার আগে কৃষিজ উপকরণ ক্রয়ের জন্য ওই ব্যবসায়ীর থেকে ঋণ নিত এবং শর্ত অনুযায়ী ফসল কাটার পর ঋণ পরিশোধ করত।

পাশাপাশি, সুদ ছাড়াও ঋণ দেওয়ার সময় ব্যবসায়ীরা উৎপাদিত ফসল তার কাছে বিক্রি করার শর্ত চাপিয়ে দিত। এভাবে ব্যবসায়ীটি নিশ্চিত হত যে, তার দেওয়া ঋণ সময়মত ফেরত পাবে। উপরন্তু ঐ সময় উৎপাদিত ফসলের দাম কম থাকত এবং কম দামেই শ্যামল ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হত। ব্যবসায়ী কম দামে ফসল কিনত এবং পরবর্তী সময়ে বেশি দামে ফসল বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করত।

তারপর আমরা অরুণের সাথে কথা বলি। সে খেত মজুরদের কাজ দেখাশোনা করে। তার 7 একর জমি আছে। গ্রামের মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে একজন হল অরুণ যে চাষ আবাদের জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ পায়। এই ঋণে বাৎসরিক সুদের হার হল 8.5 শতাংশ। তিন বছরের মধ্যে যে- কোনো সময় ঋণ পরিশোধ করতে পারে সে। অরুণ পরিকল্পনা করে ফসল কাঁটার পর ফসলের একটি অংশ বিক্রি করে ঋণ মিটিয়ে দেবে। তারপর বাকি আলু হিমঘরে রাখবে এবং হিমঘরে জমা আলুর রসিদ দেখিয়ে সে ব্যাংক থেকে নতুন ঋণের জন্য আবেদন জমা করবে। ব্যাংক সেই কৃষকদের এই সুবিধা দেয় যারা আগে ফসল উৎপাদনের জন্য ব্যাংক ঋণ নেয়।

রমা পাশের কোনো একটি খেতে কাজ করে। সে কৃষি শ্রমিকের কাজ করে। বছরের অনেক মাসেই রমার কাজ থাকে না। তাই দৈনন্দিন বিভিন্ন খরচপাতির জন্য তাকে ঋণ নিতে হয়। এছাড়াও হঠাৎ অসুখ-বিসুখ হলে চিকিৎসার খরচ জোগাতে বা পারিবারিক কোনো অনুষ্ঠানের খরচ জোগাড় করতে তাকে ঋণ নিতে হয়। রমা ঋণের জন্য সোনাপুর গ্রামের মাঝারি জমিদারের, যার জমিতে রমা কাজ করে, উপর নির্ভরশীল। জমিদার মাসিক 5 শতাংশ সুদের হারে ঋণ দেয়। রমা তার মালিকের জমিতে কাজ করে ঋণ পরিশোধ করে। অধিকাংশ সময়ে পূর্বের ঋণ পরিশোধের আগেই তাকে নতুন করে ঋণ নিতে হয়। বর্তমানে রমার ঋণ বাবদ দেনা বেড়ে হয়েছে 5000 টাকা। দেনা মেটাতে না পারায় জমিদার রমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে। তাসত্ত্বেও সে জমিদারের জমিতে কাজ করে চলছে এই আশায় যে প্রয়োজনে জমিদারের কাছ থেকে আবারও ঋণ পাবে। রমা আমাদের জানায় যে, সোনাপুরের ক্ষেতমজুরদের একমাত্র ঋণের উৎস হল জমিদার।

সমবায় সমিতি থেকে ঋণ

ব্যাংকের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ার অন্য আর একটি মুখ্য উৎস হল সমবায় সমিতি (বা কোপারেটিভ)। সমবায় সমিতির সদস্যরা নিজেদের সঞ্চিত অর্থ একটি স্থানে এনে জমা করে। এভাবে অর্থ জমা করার মধ্য দিয়ে সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব দৃঢ় হয়। সমবায় বিভিন্ন ধরনের হয় যেমন— কৃষক সমবায়, তন্তুবায় সমবায়, শিল্প শ্রমিক সমবায় ইত্যাদি। কৃষক কোপারেটিভ নামে একটি সমবায় গ্রামে কাজ করছে। এই সমবায়টি সোনারপুর থেকে খুব একটা দূরে নয়। এর কৃষক সদস্য সংখ্যা 2,300 জন। এই সমবায়টি কৃষকদের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে। জামানত হিসেবে এই আমানত জমা হয় তা দিয়ে সমবায় সমিতিগুলি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে বড়ো অঙ্কের ঋণ নেয়। সমিতির সদস্যদের ঋণ দেওয়ার জন্য এই অর্থ ব্যবহার করা হয়। সদস্যরা ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করলে পুনরায় ঋণ নিতে পারেন। কৃষক সমবায় সমিতি কৃষি উপকরণ ক্রয় করার জন্য, চাষ করার জন্য, মৎস্য চাষের জন্য, গৃহ নির্মাণের জন্য ও বিভিন্ন খরচপাতির জন্য ঋণ দেয়।

চলো কাজগুলি করি ঃ

1. সোনাপুরে ঋণের বিভিন্ন উৎসের একটি তালিকা তৈরি করো।
2. উপরের অনুচ্ছেদগুলিতে সোনাপুরে ঋণের বিভিন্ন ব্যবহারের কথা লেখা আছে যে লাইনগুলিতে, সেগুলির নীচে দাগ দাও।
3. সোনাপুরে ক্ষুদ্র কৃষক, মাঝারি কৃষক ও ভূমিহীন খেতমজুরদের মধ্যে ঋণের শর্তগুলি তুলনা করো।
4. কৃষি থেকে অরুণের আয় শ্যামলের চাইতে তুলনামূলকভাবে কেন বেশি?
5. সোনাপুরের সবাই কি সস্তা হারে ঋণ পায়? কারা এই ঋণ পায়?
6. সঠিক উত্তরটির পাশে ঠিক চিহ্ন (√) দাও।

   (i) সময়ের সাথে সাথে রমার ঋণ—
   - বাড়বে
   - একই থাকবে
   - কমবে

   (ii) অরুণ সোনাপুরবাসীদের মধ্যে এমন একজন যে ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়। কারণ—
   - গ্রামের অন্য লোকেরা মহাজন থেকে ঋণ নিতে পছন্দ করে।
   - ব্যাংক ঋণের জন্য যে জামানত জমা দিতে হয় সেটা সবার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।
   - ব্যাংক ঋণ ও মহাজনী ঋণে সুদের হার সমান।
7. তোমার এলাকার কিছু লোকের সাথে কথা বলে এখানকার ঋণ ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো। বিভিন্ন লোকের জন্য ঋণের শর্ত বিভিন্ন হয় কেন তা লেখো।

ভারতে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে ঋণ

আমরা উপরের উদাহরণে দেখেছি যে জনসাধারণ বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ নিয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রকারের ঋণকে দুভাগে ভাগ করা যায়— **প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের ঋণ ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের ঋণ।** প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের মধ্যে আছে ব্যাংক ও সমবায়ের ঋণ। অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের ঋণদাতারা হল মহাজন, ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ইত্যাদি। লেখচিত্র 1–এ তোমরা ভারতের গ্রামীণ পরিবারগুলোর ঋণের বিভিন্ন উৎসগুলোর উপর নির্ভরতার চিত্র দেখতে পাবে। প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র থেকে নাকি অপ্রাতিষ্ঠানিক খেত থেকে বেশি ঋণ আসছে?

লেখচিত্র 1 : 2012 সালে গ্রামীণ পরিবারগুলোর ঋণে প্রতি 1000 টাকায় বিভিন্ন উৎসের অবদান

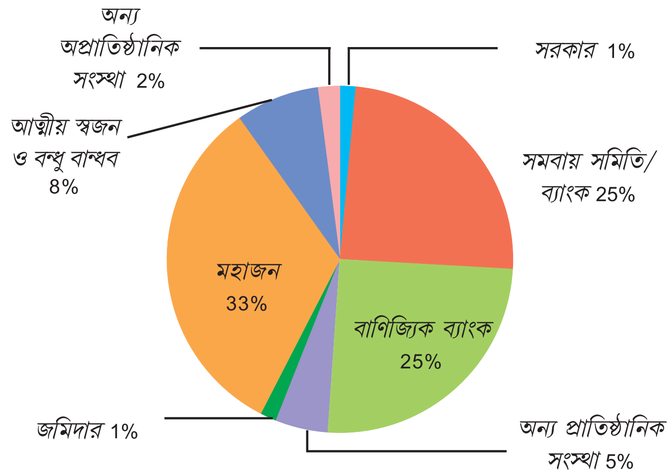

ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের ঋণের কাজকর্মকে তত্ত্বাবধান করে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা দেখেছি যে, ব্যাংকগুলো তাদের আমানতের একটি নূন্যতম অংশ নিজেদের কাছেই নগদে জমা রাখে। ব্যাংকগুলো ঠিকমত নগদ জমার অংশ রাখছে কিনা তা দেখভাল করে রিজার্ভ ব্যাংক। অনুরূপভাবে, রিজার্ভ ব্যাংক লক্ষ রাখে, যাতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কেবলমাত্র মুনাফা করছে এমন ব্যবসায়ী ও কারবারিদের ঋণ না দেয়। ব্যাংকগুলো যাতে ক্ষুদ্র কৃষকদের, ক্ষুদ্রায়তনের শিল্পগুলোতে, গরিব ঋণগ্রহণকারীদের ঋণ দেয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে রিজার্ভ ব্যাংক। কত টাকা ঋণ দিয়েছে, কাদেরকে ঋণ দিয়েছে, কত সুদের হারে ঋণ দিয়েছে ইত্যাদি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে সময় সময় তথ্য দিতে হয় রিজার্ভ ব্যাংককে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের ঋণদাতার ঋণ সংক্রান্ত কাজকর্ম দেখাশুনা করার জন্য কোনো সংস্থা নেই। এখানে ঋণদাতারা নিজের পছন্দমতো সুদের হারে ঋণ দেয়। তারা যে অনৈতিকভাবে ঋণের টাকা আদায় করে তা বন্ধ করার মতো কেউ নেই।

প্রাতিষ্ঠানিক ঋণদাতার তুলনায় অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণদাতারা ঋণের উপর অনেক বেশি সুদ ধার্য করে। এজন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ অনেক বেশি ব্যয়বহুল হয়।

ব্যয়বহুল ঋণ কথাটির অর্থ হল ঋণগ্রহীতার আয়ের একটি বড়ো অংশ ঋণ পরিশোধ করতে চলে যায়। এর ফলে ঋণগ্রহীতাদের কাছে তাদের আয়ের একটি ক্ষুদ্র অংশই অবশিষ্ট থাকে (যা আমরা সোনাপুর গ্রামের শ্যামলের ক্ষেত্রে দেখেছি)। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঋণের উচ্চ সুদের হারের দরুন যে টাকা পরিশোধ করতে হবে তার অঙ্কে ঋণগ্রহীতার আয় থেকে অনেক বেশি হয়। যার ফলে ঋণের বোঝা বেড়ে যায় (যা আমরা সোনাপুর গ্রামের রমার ক্ষেত্রে দেখেছি) এবং ব্যক্তিঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে। ঋণের খরচ বেশি হওয়ায় কোনো ব্যক্তি নতুন কোনো উদ্যোগ স্থাপন করতে চাইলেও করতে পারে না।

এই সমস্ত কারণে ব্যাংক ও সমবায় সমিতির বেশি ঋণ দেওয়া প্রয়োজন। এর মাধ্যমে জনগণের আয় বাড়বে এবং অনেক লোক নিজস্ব বিভিন্ন প্রয়োজন অনুসারে সস্তায় ঋণ নিতে পারবে। এই ঋণ নিয়ে তারা ফসল ফলাতে পারবে, ব্যবসা করতে পারবে অথবা ক্ষুদ্র শিল্প ইত্যাদি স্থাপন করতে পারবে। তারা নতুন শিল্প স্থাপন করতে পারবে বা পণ্য দ্রব্যের বাণিজ্য শুরু করতে পারবে। **সস্তা ও সাধ্যের মধ্যে থাকা ঋণ দেশের উন্নয়নের জন্য খুবই প্রয়োজন।**

প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ঃ কারা কতটা পায়? লেখচিত্র 2–এ শহরাঞ্চলের মানুষের কাছে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসের ঋণের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। নীচের লেখচিত্রে দেখতে পাবে শহরের লোকদের এখানে গরিব থেকে ধনী পর্যন্ত চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তোমরা দেখবে যে, শহরের গরিব অংশের মানুষদের 85 শতাংশ ঋণই আসছে অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উৎস থেকে। শহরাঞ্চলের ধনী পরিবারগুলোর সাথে এর তুলনা করে দেখো। তুমি কী দেখবে? ধনীদের ঋণের মাত্র 10 শতাংশ আসছে অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র থেকে। আর 90 শতাংশ ঋণের উৎসমুখ হল প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র। গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রেও ঋণের একই ধারা পরিলক্ষিত হয়। ধনী পরিবারগুলো প্রাতিষ্ঠানিক ঋণদাতার কাছ থেকে সস্তায় ঋণ নেয়, যেখানে গরিব পরিবারগুলোকে ঋণের জন্য অনেক বেশি পরিমাণ টাকা প্রদান করতে হয়।

এগুলো কী ইঙ্গিত করে? প্রথমত প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে এখনও গ্রামীণ পরিবারগুলোর প্রয়োজনীয় মোট ঋণের মাত্র 50 শতাংশ পূরণ করতে পারে। অবশিষ্ট ঋণের সংস্থান অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে হয়।

লেখচিত্র 2 ঃ শহরের পরিবারগুলো মোট যে ঋণ নিয়েছে তার মধ্যে কত শতাংশ ঋণ প্রাতিষ্ঠানিক ও কত শতাংশ ঋণ অ-প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র থেকে এসেছে?

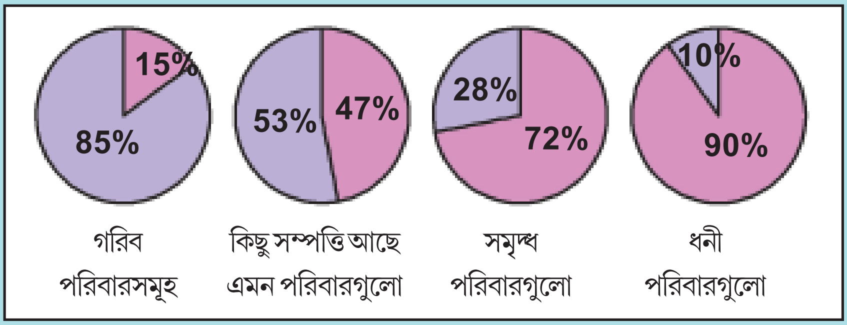

নীল ঃ অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের ঋণের শতকরা পরিমাণ

নীল ঃ প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের ঋণের শতকরা পরিমাণ

অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণদাতা থেকে নেওয়া ঋণের উপর সাধারণত সুদের হার বেশি হয় এবং ঋণগ্রহীতার আয়ের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। **এই কারণে ব্যাংক ও সমবায় সমিতিগুলোর ঋণ পরিসেবার প্রসার জরুরি বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, যার ফলে অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উৎসগুলোর উপর নির্ভরশীলতা কমানো যাবে।**

দ্বিতীয়ত, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের ঋণের পরিমাণ বাড়ানোর সাথে সাথে এটাও সুনিশ্চিত করতে হবে যাতে প্রত্যেকে এই ক্ষেত্রের ঋণ নিতে পারে। বর্তমানে ধনী পরিবার গুলোই প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পায়, অন্যদিকে দরিদ্র পরিবারগুলোকে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলোর উপর ঋণের জন্য নির্ভর করতে হয়। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক ঋণকে সমভাবে বণ্টন করা উচিত যাতে করে গরিবরা সস্তা ঋণের সুযোগ পেতে পারে।

চলো কাজগুলি করি ঃ

1. প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উৎসগুলোর মধ্যে পার্থক্য কী?
2. কেন যুক্তিসঙ্গত সুদের হারে সকল মানুষদের ঋণ পাওয়া উচিত?
3. অ-প্রাতিষ্ঠানিক ঋণদাতাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রিজার্ভ ব্যাংকের মতো কোনো সংস্থা থাকা প্রয়োজন আছে কি? এই নিয়ন্ত্রণের কাজটি খুব কঠিন হবে কেন?
4. তুমি কি ভেবে দেখেছ, কেন প্রাতিষ্ঠানিক ঋণে ধনী পরিবারগুলোর অংশীদারি গরিব পরিবারগুলোর তুলনায় বেশি হয়?

একজন শ্রমিক লেপ সেলাই করছে

গরিবদের জন্য স্বসহায়ক দল

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি যে, গরিব পরিবারগুলো এখনো অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উপর নির্ভরশীল। কেন এ রকম হয়? ব্যাংকগুলো গ্রামীণ ভারতের সর্বত্র নেই। ব্যাংক যদি গ্রামে থাকেও তথাপি অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ পাওয়ার তুলনায় ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়া অনেক বেশি কষ্টকর হয় গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের কাছে। আমরা মেঘার ক্ষেত্রে দেখেছিলাম ব্যাংক ঋণের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বন্ধকের দরকার হয়। বন্ধক বা সহায়ক সম্পদের অভাব হল গরিবদের ব্যাংক ঋণ না পাওয়ার একটা অন্যতম কারণ। অন্যদিকে অ-প্রাতিষ্ঠানিক ঋণদাতা যেমন মহাজন, তিনি ঋণগ্রহীতাদের ব্যক্তিগত ভাবে চিনেন। তাই সহায়ক সম্পদ ছাড়াই ঋণ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন। ঋণগ্রহীতারা প্রয়োজন হলে পূর্বের ঋণ পরিশোধ না

করেই নতুন ঋণ নেওয়ার জন্য ঋণদাতার কাছে যেতে পারেন। এক্ষেত্রে যদিও ঋণদাতারা অনেক উচ্চ হারে সুদ নেয়, লেনদেনের কোনো সঠিক তথ্য রাখে না এবং গরিব ঋণগ্রহীতাদের হয়রানিও করে।

ইদানীংকালে, মানুষ চেষ্টা চালিয়েছে কোন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবনের, যার মাধ্যমে গরিবদের কাছে ঋণ পৌঁছে দেওয়া যায়। এই নতুন পদ্ধতি রূপায়নের পেছনের মূল ভাবনাটি হল, গ্রামীণ দরিদ্রের, বিশেষত দরিদ্র পরিবারের মহিলাদের, স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে সংগঠিত করে তাদের সঞ্চয় একত্রিত করা। এক একটি গোষ্ঠীতে সাধারণত একই অঞ্চলের 15-20 জন সদস্য থাকে। গোষ্ঠীর সদস্যরা নিয়মিত সাক্ষাৎ করবে এবং সঞ্চয় করবে'। প্রত্যেক সদস্য 25 থেকে 100 টাকা বা তার অধিক সঞ্চয় করে তা সদস্যদের আর্থিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। সদস্যরা তাদের গোষ্ঠীর তহবিল থেকেই প্রয়োজনমত অল্প টাকা ঋণ নিতে পারে। এই ঋণের উপর সুদ ঠিকই দিতে হয় কিন্তু এই সুদের হার মহাজনদের ধার্য করা সুদের থেকে অনেক কম হয়। এই স্বসহায়ক দলটি বছর দুয়েক যদি নিয়মিতভাবে তাদের অর্থ সঞ্চয় করে তখন স্বসহায়ক দলটি ব্যাংক ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। এই ব্যাংকঋণ গোষ্ঠীর নামে মঞ্জুর করা হয় যার উদ্দেশ্য হল সদস্যদের জন্য স্বনিযুক্তির সুযোগ করে দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ এই স্বল্প টাকার ঋণ সদস্যদের দেওয়া হয় মূলত বন্ধকে রাখা জমি ছাড়াতে, কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজন মেটাতে (যেমন- বীজ, সার, কাঁচামাল অনুরূপভাবে বাঁশ ও কাপড়-চোপড়), গৃহনির্মাণ সামগ্রী, সেলাই মেশিন, হস্তচাঁত, গবাদি পশু ইত্যাদি কিনতেও এই ঋণ ব্যবহার করা হয়।

সঞ্চয় ও ঋণ সংক্রান্ত যে- কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গোষ্ঠীর সদস্যরাই নেয়। ঋণের উদ্দেশ্য, ঋণের পরিমাণ, সুদের হার কত হবে, কাকে কীভাবে ঋণ পরিশোধের শর্ত দেওয়া হবে তা গোষ্ঠীর সদস্যরা ঠিক করে। ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্বও এই গোষ্ঠীর উপর থাকে। যদি কোনো ঋণ ফেরত দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে গোষ্ঠীর অন্য সদস্যরা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ঋণ আদায়ে সচেষ্ট হয়। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য ব্যাংক গরিব মহিলাদের বন্ধক ছাড়াই ঋণ দেওয়ার জন্য তৈরি থাকে যখন তারা স্বসহায়ক দল গঠন করে।

এভাবে স্বসহায়ক দল বন্ধক ছাড়া গরিব ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ পেতে সাহায্য করে। ফলে সদস্যরা স্বল্প সুদের হারে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সময়মত ঋণ পায়। তাছাড়া স্বসহায়ক দল গ্রামীণ গরিব মহিলাদের সংগঠিত করতেও সাহায্য করে। এছাড়াও স্বসহায়ক দল গ্রামীণ মহিলাদের শুধুমাত্র আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে সাহায্য করে না বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা এবং সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। যেমন- স্বাস্থ্য, পুষ্টি, গার্হস্থ্য হিংসা ইত্যাদি।

গুজরাটে মহিলা স্বসহায়ক দলের বৈঠক

বাংলাদেশ গ্রামীণ ব্যাংক

বাংলাদেশ গ্রামীণ ব্যাংক উপযুক্ত সুদের হারে গরিবদের ঋণের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে এক বড়ো সাফল্যের ইতিহাস রচনা করেছে। ব্যাংকটি 1970 সালে ছোটো প্রকল্পরূপে যাত্রা শুরু করে। 2014 সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য সংখ্যা 8.63 মিলিয়ন হয় এবং ব্যাংকের পরিসেবা বাংলাদেশের 81,390 টি গ্রামে বিস্তৃত হয়। প্রায় সব ঋণ গ্রহীতারাই মহিলা এবং তারা গ্রামের দরিদ্র অংশের লোক। এই ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতারা প্রমাণ করেছে যে, দরিদ্র মহিলারা কেবল নির্ভরযোগ্য ঋণ গ্রহীতাই নয়, তারা বিভিন্ন লাভজনক ছোটো উদ্যোগ শুরু করে সফলভাবে চালাতেও সক্ষম।

"যদি গরিব মানুষের সহজ ও মানানসই শর্তে ঋণ দানের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে যোগ করে সর্বোত্তম উন্নয়নের চমক তৈরি করতে পারে"

অধ্যাপক মহম্মদ ইউনুস
গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা
ও 2006 সালের নোবেল পুরষ্কার প্রাপক

সারাংশ

এই অধ্যায়ে আমরা টাকাকড়ির আধুনিক রূপ ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার সঙ্গো টাকাকড়ি কিভাবে সংযুক্ত তা দেখেছি। একদিকে আমানতকারীরা, যারা ব্যাংকে টাকা গচ্ছিত রাখে অন্যদিকে ঋণগ্রহীতা হল, যে ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়। অর্থনৈতিক কার্যকলাপের জন্য ঋণের প্রয়োজন হয়। আমরা দেখেছি যে, ঋণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধনাত্মক পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয় ঋণগ্রহীতাকে। ঋণ বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া যায়।

ঋণের দুইটি প্রধান উৎস হল প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ দাতাদের শর্তাবলি উল্লেযোগ্যভাবে হেরফের হয়। বর্তমানে ধনী পরিবারগুলো প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে ঋণ নেয় যেখানে গরিবদের ঋণের জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের মোট ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন যাতে খুবই ব্যয়বহুল অপ্রতিষ্ঠানিক ঋণের উপর নির্ভরশীলতা কমে। সাথে সাথে, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের আরো বেশি অংশ যাতে গরিবেরা পায় তা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। এই ঋণগুলো দেয় ব্যাংক ও সমবায় সমিতিগুলো। উন্নয়নের জন্য এই দুইটি পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ।

অনুশীলনী

1. উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে ঋণ নিলে ঋণ গ্রহীতাকে আরও বেশি সমস্যায় ফেলে দিতে পারে। ব্যাখ্যা করো।
2. টাকাকড়ি কীভাবে অভাবের দ্বিপাক্ষিক সাদৃশ্য সমাধান করে? তোমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো।
3. যে ব্যক্তির উদ্বৃত্ত টাকা রয়েছে এবং যার টাকার প্রয়োজন আছে তাদের মধ্যে ব্যাংক কীভাবে মধ্যস্থতা করে।
4. একটি 10 টাকার নোটের দিকে তাকাও। এর উপরে কী লেখা আছে? তুমি কি এই বিবৃতিটি ব্যাখ্যা করতে পারো?
5. ভারতে ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলোকে সম্প্রসারিত করা কেন প্রয়োজন?
6. গরিবদের জন্য গঠিত স্বসহায়ক দলের পেছনে মূল ধারণাটি কী? তোমার নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করো।
7. কোনো কোনো ঋণ গ্রহীতাকে ব্যাংক কী কী কারণে ঋণ দিতে চায় না?

8. ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের কাজ কর্মে কীভাবে নজরদারি করে? এর প্রয়োজন কী?
9. উন্নয়নে ঋণের ভূমিকা আলোচনা করো।
10. একটি ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করার জন্য মানবের ঋণের প্রয়োজন। কীসের ভিত্তিতে মানব সিদ্ধান্ত নেবে যে সে ব্যাংক থেকে ঋণ নেবে নাকি মহাজন থেকে ঋণ নেবে? আলোচনা করো।
11. ভারতে 80 শতাংশ কৃষকই ক্ষুদ্র কৃষক, যাদের চাষের জন্য ঋণের প্রয়োজন।
    (a) ব্যাংক কেন ক্ষুদ্র চাষিদের ঋণ দিতে চায় না?
    (b) ক্ষুদ্র চাষিরা আর কোন্ কোন্ উৎস হতে ঋণ নিতে পারে?
    (c) একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো কীভাবে ঋণের শর্ত ক্ষুদ্র চাষিদের জন্য অসুবিধাজনক হতে পারে?
    (d) এমন কয়েকটি উপায় বলো যার দ্বারা ক্ষুদ্র চাষিরা কম সুদের হারে ঋণ পেতে পারে?
12. শূণ্যস্থান পূরণ করো ঃ
    (i) অধিকাংশ ঋণ ________________ পরিবারগুলো অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে নিয়ে থাকে।
    (ii) ________________ ঋণের খরচ ঋণের বোঝা বৃদ্ধি করে।
    (iii) ________________ কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হয়ে কাগজের নোট ছাপায়।
    (iv) ব্যাংক ________________ দেওয়া সুদ থেকে ঋণের উপর বেশি সুদ নেয়।
    (v) ________________ সম্পত্তি, যার মালিক হল ঋণগ্রহীতা এবং ঋণ নেওয়ার জন্য গ্যারান্টি হিসাবে ব্যবহার করে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ঋণ পরিশোধ করা হয়।
13. সঠিক উত্তরটি বাছাই করো ঃ
    (i) স্বসহায়ক দলের সঞ্চয় ও ঋণ সংক্রান্ত অধিকাংশ সিদ্ধান্ত নেয়
        (a) ব্যাংক
        (b) সদস্যরা
        (c) এন.জি.ও
    (ii) প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উৎসের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয়
        (a) ব্যাংক
        (b) সমবায় সমিতি
        (c) নিয়োগ কর্তা

অতিরিক্ত প্রকল্প / কাজ কর্ম

নীচের সারণিটিতে শহরাঞ্চলে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত লোকেদের দেখানো হয়েছে। নিম্নলিখিত লোকদের কোন্ কোন্ উদ্দেশ্যে ঋণের প্রয়োজন হয়? স্তম্ভটি সম্পূর্ণ করো

পেশা	ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন
নির্মাণ শ্রমিক	
স্নাতক ছাত্র যে কম্পিউটার স্বাক্ষর	
সরকারি চাকুরে এক ব্যক্তি	
দিল্লিতে আগত ভিন রাজ্যের শ্রমিক	
গৃহ পরিচারিকা	
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী	
অটো রিকশা চালক	
একজন বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানার শ্রমিক	

তারপর ঐ লোকদের দুভাগে ভাগ করো যারা ব্যাংক ঋণ পাওয়ার যোগ্য আর যারা যোগ্য নয়। এই বিভাজনের জন্য তুমি কোন্ মানদন্ড ব্যবহার করেছ?

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা

অধ্যায় - ৪ ঃ বিশ্বায়ন ও ভারতীয় অর্থনীতি

বিশ্বের বেশিরভাগ অঞ্চলই খুব দ্রুতগতিতে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। যদিও দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আন্ত সংযোগের বিভিন্ন দিক রয়েছে — যেমন- সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক। কিন্তু এই অধ্যায়ে বিশ্বায়নকে অনেক ক্ষুদ্র পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বহুজাতিক সংস্থার হাত ধরে বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সংযোগ সাধন প্রক্রিয়াকে বিশ্বায়ন বলা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আপনারা দেখবেন যে পোর্টফোলিও বিনিয়োগের মত জটিল বিষয়গুলোকে আলোচনা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

যদি আমরা ত্রিশ বছর পেছন ফিরে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাব যে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে পৃথিবীর দূরদুরান্তের অঞ্চলগুলোর মধ্যে সংযোগ সাধন করেছে। বহুজাতিক সংস্থাগুলো কেন তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া বিশ্বের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে দিয়েছে এবং কিভাবেই বা তারা এই কাজটি করছে? এই অধ্যায়ের প্রথমভাগে তা আলোচনা করা হয়েছে। পরিমানগত হিসাব-নিকাশের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর দ্রুত বেড়ে ওঠা ও তাদের প্রভাব বিস্তারের ঘটনা বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে, যা মূলত ভারতীয় প্রেক্ষাপট থেকে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে উদাহরণগুলোকে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের সহায়ক উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করার দিকে নজর দেবেন। শিক্ষাদানের সময় ধারণা নির্মাণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া প্রয়োজন এবং ব্যাখ্যা করার সময় উদাহরণ সমুহের সাহায্য নেওয়া উচিত। আপনি সৃজনশীলভাবে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শেষের উপলব্ধি বর্দ্ধক অনুচ্ছেদগুলো ব্যবহার করতে পারেন যা শিক্ষার্থীদের নতুন ধারণা গঠনে সাহায্য করবে।

উৎপাদন প্রক্রিয়া ও বাজারের সংযুক্তিকরণই হল বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া এবং বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার প্রভাব উপলব্ধি করার পেছনের মূল ধারণা এর মধ্যে নিহিত আছে। এই অধ্যায়ে বিশ্বায়নে বহুজাতিক সংস্থার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এবং সেটা বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। পরবর্তী বিষয়ে যাওয়ার আগে আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে যে শিক্ষার্থীরা ধারণাটি স্পষ্টভাবে আত্মস্থ করেছে।

বিভিন্ন ধরনের উপাদান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে সহজতর করে তোলে। এগুলোর মধ্যে তিনটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যেমন - প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়ন, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ নীতির ক্ষেত্রে উদারীকরণ এবং WTO এর মত আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা থেকে আসা চাপ। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন শিক্ষার্থীদের কাছে একটি মজাদার বিষয় এবং আপনি দিক নির্দেশ করে দিয়ে তাদের এ বিষয়ে নিজস্ব অনুসন্ধান চালাতে উৎসাহিত করতে পারেন। উদারীকরণ সম্পর্কে আলোচনা করার সময়, আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, ছাত্রছাত্রীরা ভারতের প্রাক্ উদারীকরণ যুগের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত নয়। প্রাক্ উদারীকরণ ও উদারীকরণোত্তর অবস্থার মধ্যে তুলনা ও পার্থক্য দেখানোর জন্য শ্রেণিকক্ষে নাটকের আয়োজন করা যেতে পারে। একইভাবে WTO এর অধীনে হওয়া আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া এবং ক্ষমতার ক্ষেত্রে অসম ভারসাম্যের বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে। বিষয়টি বক্তৃতার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়।

এই অধ্যায়ের শেষ পরিচ্ছেদে বিশ্বায়নের প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বিশ্বায়ন কতটুকু অবদান রেখেছে? এই পরিচ্ছেদে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু (যেমন ন্যায় সঙ্গত উন্নয়নের লক্ষ্য কি) রয়ে গেছে যা আপনি পাঠদানকালে উল্লেখ করতে পারেন। এছাড়াও এই অংশটি আলোচনা করার সময় স্থানীয় পরিবেশ থেকে নেওয়া উদাহরণ ও কাজকর্মের উপর অবশ্যই গুরুত্ব দেবেন। এখানে ঐ বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে যেগুলো এই অধ্যায়ে আলোচনা হয়নি, যেমন স্থানীয় কৃষকদের উপর আমদানির প্রভাব ইত্যাদি। এই অবস্থাগুলো বিশ্লেষণের জন্য ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে মস্তিষ্ক উদ্দীপক পর্বের আয়োজন করা যেতে পারে।

তথ্যের উৎস সমূহ ঃ

অন্যান্যদের মতো আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইট-এ *www.ilo.org* ন্যায় সঙ্গত বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার ডাক দিয়েছে। তথ্যের আরেকটি আকর্ষণীয় সম্পদ হল WTO- এর ওয়েবসাইট *http://www.ilo.org* । এই ওয়েবসাইটটি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিভিন্ন চুক্তি সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করে। কোম্পানি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য অধিকাংশ আন্তর্জাতিক সংস্থার (MNC) নিজস্ব ওয়েবসাইট থাকে। যদি আপনি সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে দেখতে চান, তাহলে প্রস্তাবিত ওয়েবসাইট হবে *www.corporatewatch.org.uk.*

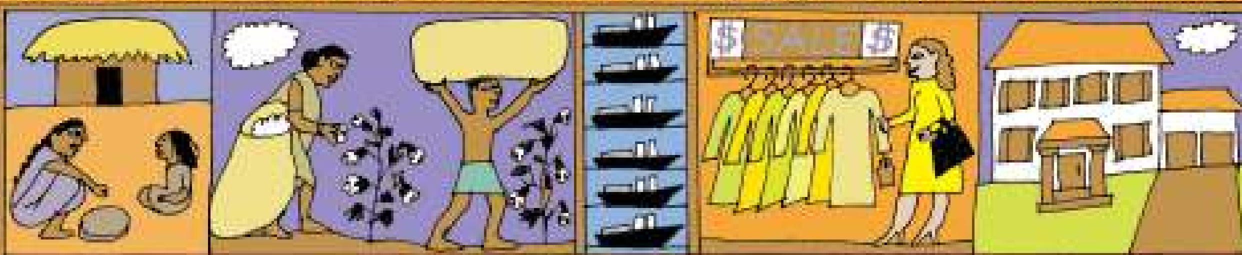

অধ্যায় - ৪

বিশ্বায়ন ও ভারতীয় অর্থনীতি

আজকের দুনিয়ায় ভোক্তা হিসাবে, আমাদের মধ্য থেকে কারো কারোর কাছে দ্রব্য ও সেবা পছন্দ করার ক্ষেত্রে অনেক বেশি বিকল্প রয়েছে। বিশ্বের অগ্রণী উৎপাদকদের দ্বারা তৈরি অত্যাধুনিক মডেলের ডিজিটাল ক্যামেরা, মোবাইল ফোন, টেলিভিশন আজ আমাদের নাগালের মধ্যে এসে পড়েছে। প্রত্যেক মরশুমেই ভারতীয় সড়কে গাড়ির নতুন মডেল চোখে পড়ে। সেই দিনগুলো চলে গেছে যখন ভারতের রাস্তায় কেবল অ্যাম্বাসেডর ও ফিয়েট গাড়ি দেখা যেত। আজকের ভারতীয়রা বিশ্বের প্রায় সমস্ত শীর্ষ কোম্পানির তৈরি গাড়ি কিনছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য ব্র্যান্ডের দ্রব্যের ক্ষেত্রেও একইরকমভাবে বাজারে বহুল পরিমাণে আকস্মিক বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে — জামাকাপড় থেকে টেলিভিশন ও প্রক্রিয়াজাত ফলের রস পর্যন্ত প্রতিটি দ্রব্যের ক্ষেত্রেই।

বাজারে দ্রব্যসামগ্রীর এত ব্যাপক উপস্থিতির ফলে পছন্দ মতো ক্রয়ের ব্যাপারটা তুলনামূলকভাবে প্রসারিত হয়েছে। এটি ইদানিংকালের বাজার চিত্র। দুই দশক আগেও ভারতের বাজারে দ্রব্য সমূহের এত বিকল্প পাওয়া যেত না। **কয়েক বছরের মধ্যেই আমাদের বাজারের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটেছে!**

এই দ্রুত পরিবর্তনকে আমরা কিভাবে বুঝতে পারব? কোন্ কারণ সমূহ এই ধরনের পরিবর্তনগুলোর পেছনে ইন্ধন জুগাচ্ছে এবং কিভাবে এই পরিবর্তনগুলো মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করেছে? আমরা এই অধ্যায়ে এই প্রশ্নগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

অন্তর্দেশীয় উৎপাদন

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কোনো দেশের উৎপাদন প্রক্রিয়া মূলত সেই দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। কেবলমাত্র কাঁচামাল, খাদ্যদ্রব্য ও চূড়ান্ত উৎপন্ন দ্রব্যই এক দেশ থেকে অন্য দেশে আদান প্রদান হত। ভারতের মত ঔপনিবেশ হতে কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি হত এবং চূড়ান্ত উৎপন্ন দ্রব্যের আমদানি হত। একমাত্র বাণিজ্যই হল দূরবর্তী দেশগুলোর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনকারী মাধ্যম। এটা তখনকার ঘটনা যখন **বহুজাতিক সংস্থার (MNC)** উদ্ভব হয়নি। বহুজাতিক সংস্থা হল সেই সংস্থা যা একাধিক দেশে তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া চালায় বা মালিকানা স্থাপন করে। বহুজাতিক সংস্থাগুলো দেশের সেই সব অঞ্চলে কারখানা বা দফতর স্থাপন করে যেখানে সস্তায় শ্রমিক ও উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ সহজে পাওয়া যায়। উৎপাদন ব্যয় কমাতে ও বেশি পরিমাণে মুনাফা অর্জন করতে বহুজাতিক সংস্থাগুলো এমনটি করে। নীচের উদাহরণটি নিয়ে বিবেচনা করি।

একটি বহুজাতিক সংস্থার দ্বারা উৎপাদন প্রসার

শিল্পজাত যন্ত্র উৎপাদনকারী একটি বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থা দ্রব্য সামগ্রীর নকশার রূপরেখা তাদের আমেরিকাস্থিত গবেষণা কেন্দ্রে তৈরি করে এবং তারপর চিনে উপকরণসমূহ উৎপাদন করা হয়। এই উপকরণসমূহ জাহাজে করে মেক্সিকো ও পূর্ব ইউরোপে পাঠানো হয় যেখানে উপকরণগুলোকে একত্রিত করে চূড়ান্ত দ্রব্য তৈরি করা হয় এবং তৈয়ারি দ্রব্যগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিক্রি করা হয়। ইতিমধ্যে ভারতে অবস্থিত কল সেন্টারের মাধ্যমে কোম্পানির গ্রাহক পরিষেবা চালানো হচ্ছে। এটি ব্যাঙ্গালোরে অবস্থিত একটা কল সেন্টার যা টেলি সুযোগ সুবিধা ও ইন্টারনেট পরিষেবা দ্বারা সজ্জিত। এটি বিদেশি গ্রাহকদের তথ্য প্রদান করে এবং গ্রাহকদের সহায়তা করে।

এটি ব্যাঙ্গালুরের একটি কল সেন্টার। এই সেন্টারে টেলিকম সুবিধা রয়েছে এবং বিদেশে গ্রাহকদের তথ্য এবং সহায়তা প্রদানে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।

এই উদাহরণে আমরা দেখতে পাই যে, বহুজাতিক সংস্থাগুলো কেবল সারা বিশ্বেই তাদের উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য বিক্রি করে না, কিন্তু সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তাদের **দ্রব্য ও সেবার** উৎপাদন **বিশ্বজুড়ে** হয়। ফলস্বরূপ, **উৎপাদন সংগঠনের কাজটি ক্রমান্বয়ে জটিল রূপ ধারণ করে।** এই উৎপাদন প্রক্রিয়া ছোট ছোট অংশে বিভাজিত হয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। উপরের উদাহরণে, চিন সারা বিশ্বে সস্তায় যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী কেন্দ্র হিসেবে এমএনসি'কে সুবিধা প্রদান করে। আমেরিকা ও ইউরোপের বাজারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার দরুন মেক্সিকো ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলো লাভবান হয়েছে। ভারতে অনেক দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার আছেন যারা উৎপাদন সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত দিক বুঝতে পারেন। তাছাড়া ভারতে ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে পারা শিক্ষিত যুবক রয়েছে যারা গ্রাহকদের সেবা প্রদান করে। এই সমস্ত কারণেই বহুজাতিক সংস্থাগুলোর 50-60 শতাংশ ব্যয় সাশ্রয় হয়। তাই বাস্তবে দেশের সীমার বাইরে, বহুজাতিক উৎপাদন প্রক্রিয়া বৃদ্ধির মাধ্যমে কোনো দেশ অনেক বেশি লাভবান হতে পারে।

চলো করি কাজগুলো

পোশাক শিল্পে উৎপাদন প্রক্রিয়া কীভাবে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে তা দেখানোর জন্য নীচের বিবৃতিটি সম্পূর্ণ করো।

একটি ব্র্যান্ড ট্যাগে 'মেইড ইন থাইল্যান্ড' লেখা আছে; কিন্তু দ্রব্যগুলোর কোনোটাই থাইল্যান্ডে তৈরি নয়। আমরা উৎপাদন প্রক্রিয়া খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করি এবং প্রতিটি ধাপে সর্বোত্তম সমাধান অনুসন্ধান করি। আমরা বিশ্বব্যাপী এই কাজ করছি। উদাহরণস্বরূপ, ধরো কোম্পানি পোশাক তৈরির জন্য কার্পাস তন্তু পাচ্ছে কোরিয়া থেকে ...

বিশ্বব্যাপী উৎপাদনের সংযোগ স্থাপন

সাধারণত, বহুজাতিক সংস্থা সেই স্থানে উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করে যেখানে বাজার খুব নিকটে থাকে, দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক সুলভে পাওয়া যায় এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণগুলো সহজলভ্য হয়। তাছাড়াও বহুজাতিক সংস্থাগুলো এমন সরকারি নীতির প্রত্যাশা করে যা তাদের স্বার্থ রক্ষা করবে। তুমি এই অধ্যায়ের শেষদিকে এই নীতিগুলো সম্পর্কে পড়বে।

এই শর্তগুলোর উপস্থিতি সম্পর্কে আশ্বস্থ হওয়ার পরই বহুজাতিক সংস্থাগুলো কারখানা ও অফিস স্থাপন করে। সম্পদ ক্রয়ে যেমন জমি, বাড়ি, মেশিন ও অন্যান্য উপকরণের জন্য যে অর্থ খরচ করা হয় তাকে বিনিয়োগ বলে। বহুজাতিক সংস্থাগুলো যে বিনিয়োগ করে তাকে বৈদেশিক বিনিয়োগ বলে। যে কোনও বিনিয়োগ এই আশায় করা হয় যাতে সম্পদগুলোর মাধ্যমে মুনাফার প্রাপ্তি হয়।

অনেক সময় বহুজাতিক সংস্থাগুলো ওই দেশের স্থানীয় কোম্পানির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে কারখানা গড়ে তোলে। যৌথভাবে উৎপাদনের ফলে স্থানীয় কোম্পানিগুলো দুইভাবে লাভবান হয়। প্রথমত, বহুজাতিক সংস্থাগুলো অতিরিক্ত বিনিয়োগের জন্য টাকার সংস্থান করতে পারে, যেমন দ্রুত উৎপাদনের জন্য নতুন মেশিন কিনতে। দ্বিতীয়তঃ বহুজাতিক সংস্থাগুলো উৎপাদনের জন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করতে পারে।

কিন্তু বহুজাতিক সংস্থাগুলোর বিনিয়োগের সাধারণ রাস্তা হল স্থানীয় কোম্পানিগুলোকে ক্রয় করা এবং পরবর্তী সময়ে উৎপাদনের সম্প্রসারণ করা। বিশাল সম্পদের অধিকারী বহুজাতিক সংস্থাগুলো খুব সহজেই তা করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে 'কারগিল ফুড' নামক একটি বৃহৎ আমেরিকান বহুজাতিক কোম্পানি 'পারখ ফুডস' নামক একটি ছোট ভারতীয় কোম্পানিকে কিনেছিল। 'পারখ ফুড' ভারতের বিভিন্ন অংশে একটি বড় বিপনন অন্তর্জাল তৈরি করেছিল এবং ওই ব্র্যান্ডটির খুবই নামডাক ছিল। উপরন্তু 'পারখ ফুড' এর চারটি তৈলশোধনাগার কেন্দ্র ছিল, যেগুলো এখন কারগিল কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। বর্তমানে কারগিল ভারতের ভোজ্যতেল উৎপাদনকারী বৃহত্তম সংস্থা হয়ে উঠেছে এবং উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক 5 মিলিয়ন পাউচ হয়েছে।

বাস্তবে, এমন অনেক প্রথম সারির বহুজাতিক কোম্পানি আছে যাদের মোট সম্পদ উন্নয়নশীল দেশের সরকারের সম্পূর্ণ বাজেট থেকেও বেশি। এত বিশাল সম্পদশালী বহুজাতিক সংস্থার শক্তি ও প্রভাব কতটা হবে চিন্তা করে দেখো।

বহুজাতিক সংস্থাগুলো অন্য আর একটি উপায়েও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। উন্নত দেশের বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থাগুলো ছোট উৎপাদন প্রতিষ্ঠানকে দ্রব্য উৎপাদনের জন্য বরাত দেয়। বস্ত্র, জুতো, খেলার দ্রব্য সামগ্রী হচ্ছে সেই সমস্ত দ্রব্যের উদাহরণ, যেগুলো বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ছোট ছোট উৎপাদকেরা উৎপাদন করে।

লুধিয়ানায় একটি বাড়িতে মহিলারা ফুটবল তৈরি করছে বহুজাতিক সংস্থার জন্য

উন্নয়নশীল দেশে উৎপাদিত জিন্‌স আমেরিকার বাজারে *6500* টাকায় *($145)* বিক্রি হচ্ছে।

এই সমস্ত উৎপাদিত দ্রব্য সমূহ বহুজাতিক কোম্পানির কাছে সরবরাহ করা হয় এবং বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তাদের নিজস্ব ব্র্যান্ডের নামে বিক্রি করে। বৃহৎ বহুজাতিক কোম্পানিগুলি তাদের অসাধারণ ক্ষমতাবলে দ্রব্যের দর, গুণমান, যোগান এবং দূরবর্তী উৎপাদকদের দ্বারা নিয়োজিত শ্রমিকদের অবস্থা নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়।

সুতরাং, আমরা দেখেছি যে, বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বিবিধ উপায়ে সারা বিশ্বে তাদের উৎপাদন কার্য ছড়িয়ে দিচ্ছে ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্থানীয় উৎপাদকদের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তুলছে। স্থানীয় কোম্পানির সঙ্গে অংশীদারি কারবারে লিপ্ত হয়ে দ্রব্যের সরবরাহ বজায় রাখার জন্য স্থানীয় কোম্পানির হাত ধরে, স্থানীয় কোম্পানিগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে অথবা স্থানীয় কোম্পানিগুলোকে ক্রয় করে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো দূরবর্তী স্থানের উৎপাদনের উপর বিশাল প্রভাব খাটাচ্ছে। **ফলস্বরূপ, দূরদুরান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উৎপাদন কেন্দ্রগুলোকে পরস্পরের সাথে সম্পর্কবদ্ধ হচ্ছে।**

চলো করি কাজগুলো

ফোর্ড মোটরস হল একটি আমেরিকার কোম্পানি। এটি বিশ্বের বৃহত্তম যানবাহন উৎপাদক কোম্পানিগুলোর মধ্যে একটি। পৃথিবীর 26টি দেশে উৎপাদন প্রক্রিয়া ছড়িয়ে রয়েছে ফোর্ড কোম্পানির। 1995 সালে ফোর্ড মোটরস ভারতে পা রাখে এবং 1700 কোটি টাকা ব্যয়ে চেন্নাইয়ের নিকটে একটি বিরাট কারখানা গড়ে তোলে। জিপ ও ট্রাক গাড়ি উৎপাদক ভারতীয় বৃহৎ কোম্পানি মহিন্দ্রা অ্যান্ড মহিন্দ্রার সহযোগিতায় ফোর্ড মোটরস এই কারখানাটি স্থাপন করে। 2014 সালের মধ্যে ফোর্ড মোটরস ভারতের বাজারে 77,000 গাড়ি বিক্রি করে এবং আরও 77,000 গাড়ি ভারত থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা, মেক্সিকো ও ব্রাজিলে রপ্তানি করে। এই কোম্পানি বিশ্বের অন্যান্য দেশে স্থাপিত তাদের উৎপাদন কেন্দ্রগুলোর উপকরণ সরবরাহের ভিত্তি ভূমি হিসাবে ভারতের ফোর্ড ইন্ডিয়া নামক সংস্থার পত্তন করতে চাইছে।

বাঁ দিকের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

1) তুমি কী বলবে, ‘ ফোর্ড মোটরস’ একটি বহুজাতিক সংস্থা বলবে কেন?
2) বৈদেশিক বিনিয়োগ কী? ফোর্ড মোটরস ভারতে কত বিনিয়োগ করেছে?
3) ভারতে তাদের উৎপাদন প্রকল্প স্থাপিত করে ফোর্ড মোটরস এর মত বহুজাতিক কোম্পানি কেবল ভারতের মত দেশের বিশাল বাজারের সুবিধা লাভ করে না, উপরন্তু উৎপাদন খরচাও কমাতে পারে। বক্তব্যটি ব্যাখ্যা করো।
4) কেন তোমরা মনে করো যে, ফোর্ড মোটরস কোম্পানির বিশ্বব্যাপী কারবারের জন্য ভারতকে গাড়ির উৎপাদন করার একটি ভিত্তি ভূমি হিসাবে গড়ে তুলতে চায়? নীচের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করো।
   a) ভারতে শ্রম ও অন্যান্য সম্পদের খরচ।
   b) ফোর্ড মোটরসে গাড়ির যন্ত্রাংশ সরবরাহ করতে ইচ্ছুক এমন অনেকগুলি স্থানীয় উৎপাদকদের উপস্থিতি।
   c) ভারত ও চিনের বিপুল সংখ্যক ক্রেতাদের সাথে নৈকট্য।
5) ভারতে ফোর্ড মোটরস দ্বারা গাড়ি নির্মাণ কোন্ কোন্ উপায়ে উৎপাদনে অন্তঃসম্পর্ক স্থাপন করছে?
6) বহুজাতিক কোম্পানি কিভাবে অন্য কোন কোম্পানি থেকে আলাদা?
7) প্রায় সব বহুজাতিকই আমেরিকান, জাপানি বা ইউরোপীয় হয়, যেমন নাইক, কোকাকোলা, পেপসি, হোন্ডা, নোকিয়া। তোমরা কি অনুমান করতে পারো কেন এমনটি হয়?

ভারতীয় শ্রমিকদের দ্বারা উৎপাদিত গাড়িগুলো বহুজাতিক সংস্থা দ্বারা বিদেশে বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য ও বাজারের সংযুক্তি

দীর্ঘদিন ধরেই বৈদেশিক বাণিজ্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমের ভূমিকা পালন করে আসছে। ইতিহাসে তুমি পড়ে থাকবে যে বাণিজ্য রাস্তাগুলো ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ার সাথে পূর্ব ও পশ্চিমের বাজারগুলোর সংযোগ ঘটিয়েছিল এবং এই বাণিজ্য রাস্তাগুলো দিয়ে ব্যাপক বাণিজ্য হতো। তোমাদের হয়তো এটাও স্মরণে আছে যে, বাণিজ্যিক স্বার্থের কারণেই বিভিন্ন ব্যবসায়িক কোম্পানি, যেমন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ভারতের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। তাহলে বৈদেশিক বাণিজ্যের মৌলিক কাজটি কি ছিল?

সহজ করে বলা যায় যে, বৈদেশিক বাণিজ্য উৎপাদকদের সামনে সেই সুযোগের দরজা খুলে দেয় যাতে তারা দেশীয় বাজার ছাড়িয়ে বিদেশের বাজারে পৌঁছতে পারে। এর ফলে উৎপাদকেরা তাদের নিজের দেশের বাজারগুলোতে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করতে পারে এবং পৃথিবীর অন্য দেশের বাজারগুলোতেও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে। একইভাবে, দেশে উৎপাদিত দ্রব্যের সাথে সাথে অন্য দেশে প্রস্তুত দ্রব্য আমদানি হওয়ায় ক্রেতাদের কাছে দ্রব্য বাছাইয়ের পছন্দের সুযোগ বাড়ে।

চলো আমরা দেখি বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রভাব। এখানে চিনের খেলনার ভারতীয় বাজারে উপস্থিতির উদাহরণটা ব্যবহার করা হয়েছে।

ভারতে চিনের খেলনা

চিনের খেলনা উৎপাদকরা ভারতে খেলনা রপ্তানি করার একটা সুযোগ লাভ করে। এর পেছনের কারণ হল ভারতে বেশি মূল্যে খেলনা বিক্রি করা হয়। চিনের উৎপাদকেরা প্রথমে ভারতে প্লাস্টিকের খেলনা রপ্তানি করা শুরু করে। এর ফলে ভারতীয় ক্রেতাদের কাছে এখন সুযোগ এসেছে ভারতীয় ও চিনের খেলনা, এই দুই বিকল্প থেকে নির্বাচন করার। দাম সস্তা হওয়ায় ও নতুন ডিজাইনের হওয়ায় চিনের খেলনা ভারতীয় বাজারে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। এক বছরের মধ্যে খেলনার দোকানগুলোতে মোট খেলনার 70 থেকে 80 শতাংশ, ভারতীয় খেলনাকে হটিয়ে দিয়ে, চিনের খেলনায় ভরে উঠে। ভারতীয় বাজারে খেলনা এখন আগের তুলনায় সস্তা।

এখানে কি ঘটছে? বৈদেশিক বাণিজ্যের হাত ধরেই চিনের খেলনা ভারতীয় বাজারে এসেছে। চিনের খেলনা ও ভারতীয় খেলনার মধ্যে প্রতিযোগিতায় প্রমাণিত হয়েছে যে চিনের খেলনা ভাল। ভারতীয় ক্রেতাদের কাছে এখন বেশি বিকল্প রয়েছে খেলনা পছন্দের এবং দামও পড়বে কম। এর প্রভাবে চিনের খেলনা প্রস্তুতকারকদের সামনে ব্যবসার প্রসারের সুযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু ভারতীয় খেলনা উৎপাদকদের ক্ষেত্রে চিত্রটি বিপরীত। কারণ দোকানে ভারতীয় খেলনার বিক্রি অনেকটা কমে যায় এবং উৎপাদকরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

সাধারণ নিয়মে বাণিজ্য শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্য সামগ্রী এক বাজার থেকে অন্য বাজারে পাড়ি দেয়। বাজারে দ্রব্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিকল্প অনেক বেড়ে যায়। দুই বাজারেই একই ধরনের দ্রব্য সমূহের দাম একই রাখার একটি প্রবণতা সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে দুই দেশের উৎপাদকেরা একে অপরের থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়ে। **এভাবেই বৈদেশিক বাণিজ্য বিভিন্ন দেশের বাজারের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে সহায়তা করে।**

তৈয়ারি বস্ত্রের ছোট ব্যবসায়ীরা বহুজাতিক কোম্পানির ব্র্যান্ডেড দ্রব্য ও আমদানি দ্রব্য উভয় থেকেই প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে।

চলো করি কাজগুলো

1) অতীতে বিভিন্ন দেশগুলোর মধ্যে সংযুক্তিকরণের মূল মাধ্যম কি ছিল? অতীতের সাথে বর্তমান মাধ্যমের পার্থক্য কি?
2) বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক বিনিয়োগের মধ্যে পার্থক্য কি?
3) সাম্প্রতিককালে চিন ভারত থেকে ইস্পাত আমদানি করেছে। চিনের এই ইস্পাত আমদানি কিভাবে প্রভাব ফেলবে, ব্যাখ্যা করো।
    a) চিনের ইস্পাত কোম্পানিগুলোতে।
    b) ভারতের ইস্পাত কোম্পানিগুলোতে।
    c) চিনের শিল্পসমূহ যারা ইস্পাত ক্রয় করে অন্য শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করে।
4) চিনের বাজারে ভারত থেকে আমদানিকৃত ইস্পাত কিভাবে এই দুই দেশের ইস্পাতের বাজারের সংযুক্তির প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যায় ব্যাখ্যা করো।

বিশ্বায়ন কি?

বিগত দুই -তিন দশক ধরে অধিকাংশ বহুজাতিক কোম্পানিগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের সেই সকল স্থানগুলোর হদিশ করে চলেছিল যেখানে সস্তায় তারা উৎপাদন করতে পারে। সেই সকল দেশগুলোর উল্লেখিত স্থানগুলোতে কারখানা স্থাপনের জন্য বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়ছিল। সাথে সাথে, দেশগুলোর মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যও দ্রুত বাড়ছিল। এই বৈদেশিক বাণিজ্যের একটি বিরাট অংশ নিয়ন্ত্রিত হত বহুজাতিক কোম্পানিগুলো দ্বারা। উদাহরণ হিসাবে ভারতে ফোর্ড মোটরস এর গাড়ি উৎপাদনের কারখানার কথা বলা যায়। এই উৎপাদন কারখানায় কেবলমাত্র ভারতের বাজারে বিক্রি করার জন্যই গাড়ি তৈরি করে না, এখানকার গাড়ি অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশেও রপ্তানি করা হয়। এছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গাড়ির যন্ত্রাংশও এখান থেকে রপ্তানি করা হয়। একইভাবে অধিকাংশ বহুজাতিক কোম্পানি মূলত দ্রব্য ও সেবার বাণিজ্যে নিয়োজিত রয়েছে।

বৃহত্তর বৈদেশিক বিনিয়োগ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন দেশের বাজার ও উৎপাদনে আরও সংযুক্তি ঘটেছে। **বিশ্বায়ন হল একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দেশসমূহের মধ্যে দ্রুত সংযুক্তি বা আন্তঃ যোগাযোগ ঘটে।** বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় একটি মূখ্য ভূমিকা পালন করে। **বিভিন্ন দেশের মধ্যে বেশি পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা, বিনিয়োগ ও প্রযুক্তির চলাচল হচ্ছে।** বিগত কয়েক দশকের তুলনায় বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলই একে অপরের আরও কাছাকাছি চলে এসেছে।

পণ্যদ্রব্য, সেবা, বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তিগত আদান প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশগুলোর মধ্যে সংযুক্তিকরণের আরও একটি উপায় রয়েছে। এটা হল, বিভিন্ন দেশে মানুষের চলাচল। মানুষ সাধারণত ভাল আয়, ভাল একটি চাকরি বা উচ্চ শিক্ষার খোঁজে এক দেশ থেকে অন্য দেশে পাড়ি দেয়। বিগত কয়েক দশকে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে মানুষের এক দেশ থেকে অন্যদেশে পাড়ি দেওয়ার ঘটনা খুব একটা বাড়ছিল না।

চলো করি কাজগুলো

1) বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর ভূমিকা কি?
2) দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র স্থাপনের বিভিন্ন উপায়গুলো কি কি?
3) সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো।
   বিশ্বায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশগুলোর মধ্যে সংযুক্তিকরণের ফলে —
   a) উৎপাদকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা কমবে।
   b) উৎপাদকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়বে।
   c) উৎপাদকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার কোন পরিবর্তন হবে না।

যে যে কারণে বিশ্বায়ন সম্ভবপর হয়েছে

প্রযুক্তি

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে বেগবান করার পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতি। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, বিগত 50 বছরে পরিবহণ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বেশ কিছু উন্নতি দেখা গেছে। এর ফলে অনেক কম খরচে দূর দূরান্তে পণ্য সামগ্রী দ্রুত পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে।

পণ্যদ্রব্য পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত পাত্র ঃ

পণ্যদ্রব্যগুলোকে একটি পাত্রে রাখা হয় যার সাহায্যে জাহাজ, রেল, বিমান এবং ট্রাকে পণ্যদ্রব্যগুলো বোঝাই করা যায়। পাত্রগুলোর ব্যবহারের ফলে বন্দরের জিনিসপত্র ওঠা-নামার খরচ কমেছে এবং রপ্তানি বাণিজ্যের গতি বেড়েছে এবং দ্রুত গতিতে রপ্তানিজাত পণ্যদ্রব্যগুলো বাজারে পৌঁছাতে পারছে। পাশাপাশি বিমান পরিবহণ বাবদ খরচ অনেক কমেছে। ফলস্বরূপ, বিমানপথে অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণ দ্রব্যের পরিবহণ সম্ভবপর হচ্ছে।

এর থেকেও বেশি উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হল **তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির** বিকাশ। সাম্প্রতিককালে টেলি যোগাযোগ, কম্পিউটার, ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। দূর সঞ্চার সুবিধাগুলো (টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, মোবাইল ফোন এবং ফ্যাক্স) পৃথিবীর এক প্রান্তের সাথে অপর প্রান্তের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করতে, তৎক্ষণাৎ তথ্য উপলব্ধি করতে এবং প্রত্যন্ত এলাকা থেকে যোগাযোগ করতে সাহায্য করে। এই সুবিধাগুলো স্যাটেলাইট যোগাযোগ যন্ত্রের মাধ্যমে উপলব্ধ হয়। যেমন তোমরা অবগত আছ যে, বর্তমানে প্রায় প্রতিটি কার্যক্ষেত্রে কম্পিউটারের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। তোমরা ইন্টারনেটের আশ্চর্য জগতে প্রবেশ করে থাকবে যেখানে তোমার আগ্রহের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্য সরবরাহ করতে পারবে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা বিশ্বের সর্বত্র যৎসামান্য খরচে তাৎক্ষণিক ইলেকট্রনিক মেইল (ই-মেইল) পাঠাতে পারি এবং কথা চালাচালি (ভয়েস মেইল) করতে পারি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (অথবা সংক্ষেপে আই টি) দেশগুলোর মধ্যে পরিষেবার উৎপাদনকে ছড়িয়ে দিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে চলছে। চলো দেখি কিভাবে করছে।

বিশ্বায়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

লন্ডনের পাঠকদের জন্য প্রকাশিত একটি সংবাদ ম্যাগাজিনের নকশা ও ছাপানোর কাজ দিল্লিতে করা হয়। ম্যাগাজিনের মূদ্রণের বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের সাহায্যে দিল্লির অফিসে পাঠানো হয়। দিল্লির অফিসের নকশাবিদরা টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে লন্ডনের অফিস থেকে নির্দেশ পায় ম্যাগাজিনের সজ্জা বিন্যাস কিরূপ হবে। কম্পিউটারের সাহায্যে ম্যাগাজিনের সাজ সজ্জার রূপরেখা তৈরি করা হয়। ছাপানোর কাজ শেষ হলে বিমানযোগে ম্যাগাজিনগুলো লন্ডনে পাঠানো হয়। এমনকি সাজানো ও ছাপানোর জন্য প্রদেয় অর্থও লন্ডনের ব্যাঙ্ক থেকে দিল্লির ব্যাঙ্কের ইন্টারনেটের (ই-ব্যাঙ্কিং) মাধ্যমে সাথে সাথে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

চলো করি কাজগুলো

1) উপরের উদাহরণে উৎপাদন, প্রযুক্তির ব্যবহার বর্ণনা করে এমন শব্দগুলোর নীচে দাগ দাও।

2) তথ্য প্রযুক্তি কিভাবে বিশ্বায়নের সঙ্গে সংযুক্ত? তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ছাড়া বিশ্বায়ন কি সম্ভব?

বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক বিনিয়োগে উদারীকরণ নীতি

চলো আমরা ভারতে আমদানি করা চিনের খেলনার উদাহরণটিতে আবার ফিরে যাই। ধরো, ভারত সরকার খেলনা আমদানির উপর কর আরোপ করল। তখন কী হবে? যারা এই খেলনা আমদানি করতে ইচ্ছুক তাদেরকে এই আমদানির উপর কর দিতে হবে। এই কর আরোপের কারণে ক্রেতাদের আমদানি করা খেলনার জন্য বেশি দাম দিতে হবে। ফলে ভারতীয় বাজারে চিনের খেলনার দাম আর আগের মত সস্তা থাকবে না এবং ভারতে চিনের খেলনার আমদানি কমবে। এর ফলে ভারতের খেলনা উৎপাদকরা উপকৃত হবে।

আমদানির উপর কর, **বাণিজ্য বাধা** আরোপের একটি উদাহরণ। একে বাধা বলা হয় কারণ এক্ষেত্রে কিছু নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে (নিয়ন্ত্রণ করতে) এবং কোন ধরনের দ্রব্য ও কি পরিমাণে প্রতিটি দ্রব্য আমদানি করা হবে তা ঠিক করতে সরকার বাণিজ্য বাধা আরোপের হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারে।

স্বাধীনতার পরে, ভারত সরকার বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। সে সময় দেশীয় উৎপাদকদের বিদেশি প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এই নিষেধাজ্ঞা লাগু করা প্রয়োজন ছিল বলে মনে করা হতো। 1950 ও 1960 এর দশকে নতুন শিল্পগুলোর পথচলা মাত্র শুরু হয়েছিল তাই সেই সময় আমদানিজাত প্রতিযোগিতা শিল্পগুলোর কোমর সোজা করে দাঁড়ানোর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত। এই কারণে সে সময় ভারত কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলো যেমন - যন্ত্রপাতি, সার, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদির আমদানি অনুমোদন করেছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, সমস্ত উন্নত দেশগুলো উন্নয়নের প্রারম্ভিক স্তরে দেশীয় উৎপাদকদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে সুরক্ষা দিয়ে থাকে।

1991 সালের শুরুতে ভারতের শিল্পনীতির সুদূর প্রসারী পরিবর্তন করা হয়েছিল। সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে ভারতীয় উদ্যোক্তাদের বিশ্বের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সময় চলে এসেছে। এটি ভাবা হয়েছিল যে প্রতিযোগিতার ফলে দেশীয় উৎপাদকদের দক্ষতা বাড়বে এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পণ্যের গুণমানের উন্নতির জন্য প্রয়োজন। ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্ত শক্তিশালী আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক বিনিয়োগের উপর আরোপিত বাধা নিষেধ অনেকটাই তুলে নেওয়া হয়েছিল। এর অর্থ হল, দ্রব্য সামগ্রী খুব সহজেই আমদানি ও রপ্তানি করা যাবে এবং বৈদেশিক কোম্পানিগুলো ভারতে তাদের কারখানা ও দপ্তর স্থাপন করতে পারবে।

সরকার দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ অথবা প্রতিবন্ধকতাকে দূর করার প্রক্রিয়াটিকে উদারীকরণ বলা হয়। বাণিজ্যের উদারীকরণের ফলে ব্যবসায়ীরা কি আমদানি করবে ও কি রপ্তানি করবে সেই ব্যাপারে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকার আগের তুলনায় প্রতিবন্ধকতা অনেকটা ছেঁটে দেয় এবং এই কারণে সরকারকে উদার বলা হয়ে থাকে।

চলো করি কাজগুলো

1) বৈদেশিক বাণিজ্যের উদারীকরণ বলতে তুমি কি বোঝ?
2) আমদানির উপর কর হচ্ছে একধরনের বাণিজ্য বাধা। সরকার আমদানিকৃত দ্রব্যের সংখ্যায় ঊর্ধ্বসীমাও আরোপ করতে পারে। এইটি কোটা (Quotas) হিসাবেও পরিচিত। তুমি কি চিনের খেলনার উদাহরণ ব্যবহার করে ব্যাখ্যা করতে পারবে কিভাবে কোটা বাণিজ্য বাধা হিসেবে ব্যবহৃত হয়? তুমি কি মনে করো কোটা ব্যবহার করা উচিত? আলোচনা কর।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)

আমরা দেখেছি যে, ভারতে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উদারীকরণ প্রক্রিয়াকে কিছু প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক সংগঠন সমর্থন করেছিল। এই সংগঠনগুলো বলে যে, বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ক্ষতিকারক। এখানে কোন প্রকার বাধা নিষেধ থাকা উচিত নয়। দেশ সমূহের মধ্যে উন্মুক্ত বাণিজ্য হওয়া উচিত। বিশ্বের সমস্ত দেশগুলোকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উদারীকরণ নীতিগ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) হল এমন একটা সংগঠন যার মূল লক্ষ্য হল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদারীকরণ করা। উন্নত দেশগুলোর উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদারীকরণ সংক্রান্ত নিয়মগুলো রূপায়ণ করে এবং এই নিয়মাবলী যাতে দেশগুলো মেনে চলে তা তদারকি করে। 2016 সালের জুলাই মাস পর্যন্ত বিশ্বের প্রায় 165 টি দেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য ছিল।

যদিও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে খোলা দরজা নীতি অনুসরণে দেশগুলোর উপর চাপ সৃষ্টি করে চলছে কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে উন্নত দেশগুলো অনৈতিকভাবে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা জারি রাখছে। অপরদিকে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপর চাপ সৃষ্টি করেছে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়ার জন্য। কৃষিজ দ্রব্যের বাণিজ্য নিয়ে ইদানিংকালের চালু বিতর্ক হল এর একটি উদাহরণ।

বাণিজ্য নীতি সংক্রান্ত বিতর্ক

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তোমরা দেখেছো যে, ভারতে কৃষিক্ষেত্রে বিরাট অংশের মানুষ কর্মরত রয়েছে এবং দেশের মোট জিডিপি-র একটি উল্লেখযোগ্য অংশের উৎস হল কৃষি। উন্নত দেশগুলোর সাথে এই নিয়ে তুলনা টানলে দেখা যায়, আমেরিকার মোট জিডিপিতে কৃষির অবদান 1 শতাংশ এবং মোট কর্মসংস্থানে এই ক্ষেত্রের অবদান হল 0.5 শতাংশ। এরপরও ইউএসের এই খুব স্বল্প শতাংশের মানুষ যারা কৃষিকাজ করেছেন তারা বিরাট অংকের অর্থ পাচ্ছেন ইউএস সরকারে কাছ থেকে কৃষির উৎপাদন বাড়াতে এবং অন্য দেশে কৃষিজ দ্রব্য রপ্তানি করতে। যেহেতু ইউএস-এর কৃষকেরা সরকারের কাছ থেকে বিশাল অংকের অর্থ সাহায্য পায় তাই তারা কৃষিজ দ্রব্য অস্বাভাবিকভাবে কম দামে বিক্রি করতে পারে। পাশাপাশি কৃষিজ উদ্বৃত্ত উৎপাদন অন্য দেশের বাজারে কম দামে বিক্রি করা হয় যা সেই দেশগুলোর কৃষকদের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলে। এই কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলো উন্নত দেশগুলোর সরকারের কাছে জানতে চাইছে আমরা WTO -এর নিয়ম অনুসারে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা হ্রাস করেছি। কিন্তু তোমরা WTO-র নিয়মাবলী অবজ্ঞা করছ এবং তোমার দেশের কৃষকদের বিশাল অংকের অর্থ দিয়ে চলছ। তোমরা আমাদের সরকারকে বলছ কৃষকদের জন্য সাহায্য দেওয়া বন্ধ করতে। কিন্তু তোমরা নিজেরা এই কাজ করে চলেছ। এটি **কি উন্মুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত বাণিজ্য ?**

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হাজার একরের একটি আদর্শ তুলা খামার রয়েছে এবং যার মালিকানা একটি বড়ো কর্পোরেট কোম্পানির কাছে ছিল।

চলো কাজগুলো করি

1) শূন্যস্থান পূরণ করো

_____________ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ___________________ দেশগুলোর উদ্যোগে শুরু হয়েছিল। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার লক্ষ্য হল ____________________ । বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সমস্ত দেশের জন্য ___________________ সমন্বিত নিয়ম তৈরি করে এবং দেখে যে ______________ ব্যবহারিক দিক থেকে দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য ___________________ হয় না। ভারতের মত উন্নয়শীল দেশে ___________________ আছে, যেখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উন্নত দেশগুলো তাদের উৎপাদকদের সংরক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে।

2) তোমার মতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অধিক ন্যায়সঙ্গত বাণিজ্যের জন্য কি করা যেতে পারে?

3) উপরের উদাহরণে আমরা দেখেছিলাম যে ইউএস সরকার কৃষকদের উৎপাদনের জন্য বিশাল অংকের অর্থ দেয়। কখনো কখনো সরকার কিছু বিশেষ প্রকার দ্রব্য উৎপাদনে উৎসাহদান যেমন পরিবেশ বান্ধব দ্রব্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আর্থিক সহায়তা করে। এগুলো ন্যায়সঙ্গত নাকি ন্যায়সঙ্গত নয়- আলোচনা কর।

ভারতে বিশ্বায়নের প্রভাব

বিগত কুড়ি বছরে ভারতীয় অর্থনীতির বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া অনেক দূর এগিয়ে গেছে। মানুষের জীবনে এর কি প্রভাব পড়েছে? চলো আমরা কিছু লক্ষণের দিকে দৃষ্টি দেই।

বিশ্বায়ন এবং উৎপাদকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির কারণে, স্থানীয় ও বিদেশি উভয় অংশের উৎপাদকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বেড়েছে। ফলশ্রুতিতে ভোক্তারা লাভবান হয়েছে। বিশেষ করে শহুরে অঞ্চলের অবস্থাপন্ন ভোক্তারা লাভবান হয়েছে। এই অংশের ভোক্তাদের কাছে এখন আগের থেকে অনেক বেশি বিকল্প পছন্দের সুযোগ রয়েছে এবং তারা এখন অনেক কম দামে অধিক গুণমান সম্পন্ন বিভিন্ন দ্রব্য কিনতে পারছে। ফলস্বরূপ বর্তমানে এই সমস্ত ভোক্তাদের জীবনযাত্রার মান আগের তুলনায় উন্নতি হয়েছে। উৎপাদক ও শ্রমিকদের মধ্যে বিশ্বায়নের প্রভাব এরূপ হয়নি।

প্রথম, **বহুজাতিক কোম্পানিগুলো** বিগত 20 বছরে ভারতে তাদের বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেছে, যার অর্থ হল, ভারতে বিনিয়োগ করা তাদের জন্য লাভজনক প্রমাণিত হয়েছে। বহুজাতিক সংস্থাগুলো বিনিয়োগে আগ্রহী হয়ে উঠেছে বিভিন্ন শিল্পে, যেমন— মোবাইল ফোন, অটোমোবাইলস, ইলেক্ট্রনিক্স, নরম পানীয়, ফাস্ট ফুড এবং শহরাঞ্চলে ব্যাঙ্কিং এর মতো পরিষেবাতে। এই দ্রব্যগুলোর অধিকাংশ ক্রেতাই বিত্তবান শ্রেণির লোক। এই সকল শিল্প সংস্থায় ও সেবাগুলোতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও এই শিল্পগুলোতে কাঁচামাল ইত্যাদি সরবরাহকারী স্থানীয় কোম্পানিগুলো ফুলেফেঁপে উঠেছে।

বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার উপায়সমূহ

সাম্প্রতিককালে ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলো দেশে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াতে, বৈদেশিক কোম্পানিগুলোকে আকৃষ্ট করতে, বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল' (SEZ) নামক শিল্পক্ষেত্র স্থাপন করেছে। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে আন্তর্জাতিক মানের সুযোগ সুবিধা যেমন — বিদ্যুৎ, জল, রাস্তা, পরিবহণ, গুদাম, বিনোদন ও শিক্ষামূলক উপাদানসমূহ বিদ্যমান। যে সমস্ত কোম্পানিগুলো এই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে তাদের উৎপাদন ইউনিট স্থাপন করে তাদের প্রথম পাঁচ বছর পর্যন্ত কোন কর দিতে হয় না।

বৈদেশিক বিনিয়োগকে টেনে আনার জন্য সরকার শ্রম আইনকে **নমনীয়** করারও অনুমতি দেয়। তোমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখেছো যে, সংগঠিত ক্ষেত্রের কোম্পানিগুলোকে নির্দিষ্ট কিছু নিয়মাবলী মানতে হয় যার মূল লক্ষ্য হল শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষিত করা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকার কোম্পানিগুলোকে শ্রমিকদের অধিকার সংক্রান্ত অনেক নিয়মকানুন অবজ্ঞা করার সুযোগ করে দিয়েছে। এখন কোম্পানিগুলোতে শ্রমিকদের স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হয় না। তবে, যখন কোম্পানিগুলোতে কাজের চাপ বাড়ে তখন তারা স্বল্প সময়ের জন্য লক্ষ্যণীয়ভাবে শ্রমিক ভাড়া করে। এটি কোম্পানির শ্রমিক বাবদ খরচ কমানোর জন্য করা হয়। এত কিছুর পরও বিদেশি কোম্পানিগুলো সন্তুষ্ট নয়, বিদেশি কোম্পানিগুলো শ্রম আইনের আরও নমনীয়তার দাবি করেছে।

দ্বিতীয়ত, বিশ্বায়নের দৌলতে যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির মহল তৈরি হয় তার জন্য অনেক **প্রথম সারির ভারতীয় কোম্পানি** লাভবান হয়। তারা নতুন প্রযুক্তি ও উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতিসাধনে লগ্নি করে উৎপন্নের গুণমান বৃদ্ধি করে। কিছু ভারতীয় কোম্পানি বিদেশি কোম্পানির সাথে সফল গাঁটছড়া বেঁধে লাভবান হয়েছে।

এছাড়াও, বিশ্বায়ন কয়েকটি ভারতীয় কোম্পানিকে বহুজাতিক কোম্পানি হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। টাটা মোটরস্ (অটোমোবাইল), ইনফোসিস (আই.টি), রেনবেক্সি (ঔষধ), এশিয়ান পেইন্টস (রং), সুন্দরম ফাসটিনার্স (নাট ও বোল্ট) হল এমন কয়েকটি ভারতীয় কোম্পানি যারা সারা পৃথিবীতে তাদের ব্যবসায়িক কাজকর্ম ছড়িয়ে দিয়েছে।

বিশ্বায়ন সেবা প্রদানকারী কোম্পানিগুলোর, বিশেষত তথ্য প্রযুক্তি কোম্পানির জন্য অনেক নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে। লন্ডনে অবস্থিত কোম্পানির জন্য ভারতীয় কোম্পানির ম্যাগাজিনের প্রকাশনা এবং কলসেন্টারগুলো হল এই ধরনের সুযোগের উদাহরণ। এছাড়াও আরও অগণিত সেবা, যেমন— তথ্য নথিভুক্ত করা, হিসাব-নিকাশ, প্রশাসনিক কাজ, প্রকৌশলীর কাজকর্ম ভারতের ন্যায় বিভিন্ন দেশে সস্তায় করানো যায় এবং এগুলো উন্নত দেশগুলোতে রপ্তানি করা যায়।

চলো কাজগুলো করি

1) প্রতিযোগিতার ফলে ভারতবর্ষের জনগণ কীভাবে লাভবান হয়েছে?
2) আরও অনেক ভারতীয় কোম্পানির কি বহুজাতিক কোম্পানি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করা উচিত? এর ফলে দেশের জনগণ কীভাবে লাভবান হবে?
3) অধিক বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করার জন্য সরকার কেন চেষ্টা করে?
4) প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, একজনের উন্নতি অন্যের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। ভারতের কিছু কিছু লোক বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার বিরোধিতা করছে। খোঁজ করে দেখো বিরোধকারী লোকগুলো কারা এবং তারা কেন এর বিরোধিতা করছে?

ক্ষুদ্র উৎপাদক ঃ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকো নয়তো হারিয়ে যাও

বিশ্বায়ন, বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র উৎপাদক এবং শ্রমিকদের বড়সড় চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা

রবি কোনদিনও ভাবেনি শিল্পপতি হিসাবে তার জীবনের এই সংক্ষিপ্ত সময়কালে তাকে সংকটের মুখাপেক্ষী হতে হবে। 1992 সালে রবি ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে তামিলনাড়ুর এক শিল্পনগরী হোসুরে ক্যাপাসিটার তৈরির একটি নিজস্ব কোম্পানি গড়ে তোলে। ক্যাপাসিটারগুলো টিউব লাইট, টেলিভিশন সহ আরও গৃহস্থালীয় ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত হয়। তিন বছরের মধ্যে সে তার উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হয় এবং 20 জন কর্মী তার অধীনে কাজ করতে থাকে।

কোম্পানি চালানোর জন্য তার কঠিন লড়াই তখন শুরু হয় যখন সরকার 2001 সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (*WTO*) চুক্তি অনুসারে ক্যাপাসিটার আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে। রবির উৎপাদিত ক্যাপাসিটারের মুখ্য গ্রাহকেরা ছিল টেলিভিশন কোম্পানিগুলো, যারা টেলিভিশন সেট নির্মাণ করার জন্য ক্যাপাসিটার সহ বিভিন্ন উপকরণগুলো একসঙ্গে বেশি পরিমাণে কিনত। যদিও ভারতীয় টেলিভিশন কোম্পানিগুলো বহুজাতিক কোম্পানির ব্র্যান্ডের প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে বাধ্য হয়। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর জন্য টেলিভিশনের যন্ত্রাদি জোড়া দেওয়ার কাজে সরে আসতে হয়। এমন কি যখন টেলিভিশন কোম্পানিগুলোর মধ্যে কেউ ক্যাপাসিটার কিনত, তাদের কাছে ক্যাপাসিটার আমদানিই প্রথম পছন্দ হতো কারণ আমদানিকৃত দ্রব্যটির দাম রবির মতো স্থানীয় শিল্পপতি দ্বারা ধার্যকৃত দামের অর্ধেক হতো।

2000 সালে রবি যে সংখ্যক ক্যাপাসিটার উৎপাদন করতো সেই সংখ্যাটা এখন অর্ধেকের বেশি হ্রাস পেয়েছে। তার কোম্পানির কর্মী সংখ্যা এখন কমে মাত্র সাতে এসে ঠেকেছে। রবির অনেক বন্ধু যারা হায়দ্রাবাদ ও চেন্নাই-এ এই ধরনের ব্যবসায় যুক্ত ছিল তারা তাদের প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছে।

ব্যাটারি, ক্যাপাসিটারস্, প্লাস্টিক, খেলনা, টায়ার, দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং উদ্ভিজ তেল হল সেই সকল শিল্পের উদাহরণ যেখানে প্রতিযোগিতার কারণে ছোট উৎপাদকরা মারাত্মকভাবে মার খেয়েছে। এই ধরনের অনেক প্রতিষ্ঠানই বন্ধ হয়ে গেছে, যার ফলে অনেক শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়ে। কৃষিক্ষেত্রের পরে ভারতে ক্ষুদ্র শিল্পে সবচেয়ে বেশি শ্রমিক (2 কোটি) কর্মরত রয়েছে।

চলো কাজগুলো করি

1) রবির ক্ষুদ্র উৎপাদন প্রতিষ্ঠান ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার ফলে কিভাবে প্রভাবিত হয়?
2) রবির মত ক্ষুদ্র উৎপাদকদের কি উৎপাদন বন্ধ করা উচিত যেহেতু তাদের উৎপাদন খরচ অন্যান্য দেশের উৎপাদকদের থেকে তুলনামূলক ভাবে বেশি? এই বিষয়ে তুমি কি ভাবছ?
3) বর্তমান গবেষণাগুলো ইঙ্গিত করে যে ভারতের ছোট উৎপাদকদের বাজারে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠার জন্য তিনটি জিনিস প্রয়োজন। a) উন্নত রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, জল, কাঁচামাল, বিপনন এবং তথ্য নেটওয়ার্ক। b) প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ ও উন্নতি সাধন। c) যথাসময়ে ও ন্যায্য সুদের হারে ঋণ প্রাপ্তি।

- তুমি কি ব্যাখ্যা করতে পারবে যে, এই তিনটি জিনিস কিভাবে ভারতের উৎপাদকদের সাহায্য করবে।
- তুমি কি মনে করো বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এই ক্ষেত্রগুলোতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবে? কেন?
- তুমি কি মনে করো এই সুবিধাগুলোকে সহজলভ্য করার ক্ষেত্রে সরকারেরর ভূমিকা রয়েছে? কেন?
- তোমরা কি অন্য কোন পদক্ষেপের কথা চিন্তা করতে পারো যা সরকার গ্রহণ করতে পারে? আলোচনা কর।

প্রতিযোগিতা ও অনিশ্চিত কর্মসংস্থান

বিশ্বায়ন ও প্রতিযোগিতার চাপ শ্রমিকদের জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন ডেকে এনেছে। ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে অধিকাংশ নিয়োগ কর্তা বর্তমানে শ্রমিকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে নমনীয়তা বজায় রাখতে পছন্দ করেন। এর অর্থ এই যে, শ্রমিকদের কাজ এখন আর সুরক্ষিত নয়।

চলো আমরা দেখি, ভারতে পোশাক রপ্তানি শিল্পে কর্মরত শ্রমিকরা কিভাবে প্রতিযোগিতার চাপ বহন করতে চলছে।

ফ্যাক্টরির শ্রমিকরা রপ্তানির জন্য পোশাক ভাঁজ করছে। যদিও বিশ্বায়ন মহিলাদের কাজের বিনিময়ে টাকা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে, তথাপি কর্মক্ষেত্রের অবস্থা দেখায় যে, মহিলারা তাদের লাভের প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

ইউরোপ ও আমেরিকার প্রস্তুত পোশাক শিল্পের বৃহৎ বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তাদের পণ্যের জন্য ভারতীয় রপ্তানিকারকদের ফরমাশ দেয়। এই বৃহৎ বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর নেটওয়ার্ক সারা পৃথিবীতে রয়েছে এবং এই নেটওয়ার্কের সাহায্যে সবচাইতে সস্তা পণ্যগুলোকে খোঁজে বেড়ায় যাতে তারা মুনাফা সর্বাধিক করতে পারে। এই ধরনের বড় বরাতগুলো পাওয়ার জন্য ভারতীয় প্রস্তুত পোশাক রপ্তানিকারী সংস্থাগুলো, পণ্যের উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য কঠোর প্রচেষ্টা নেয়। যেহেতু কাঁচামালের খরচ কমানো যায় না তাই রপ্তানিকারকরা চেষ্টা চালায় শ্রমিকের খরচ কাঁটছাট করতে। আগে ফ্যাক্টরিতে সাধারণত স্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ করা হত এখন রপ্তানিকারক সংস্থাগুলো ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ করছে যাতে সারা বছরের জন্য শ্রমিকদের মজুরি দিতে না হয়। শ্রমিকদের অনেক বেশি সময় ধরে কাজ করতে হয় এবং পণ্যের অতিরিক্ত চাহিদা মেটাতে নিয়মিতভাবে রাতের বেলাতেও কাজ করতে হয়। মজুরি খুব কম হওয়ায় শ্রমিকরা জীবনযাপনের জন্য অতিরিক্ত সময়েও কাজ করতে বাধ্য হয়।

বস্ত্র রপ্তানিকারকদের এই প্রতিযোগিতার ফলে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো অধিক লাভ করার সুযোগ পায় কিন্তু শ্রমিকরা বিশ্বায়নের সুফলের ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়।

একজন বস্ত্র শ্রমিক

35 বছর বয়সী সুশীলা দিল্লির একটি বস্ত্র রপ্তানি কেন্দ্রে একজন শ্রমিক হিসাবে অনেক বছর ধরে কাজ করেছে। সে একজন স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত ছিল এবং স্বাস্থ্য বীমা, ভবিষ্যৎনিধি, অতিরিক্ত সময় কাজ করার জন্য দ্বিগুণ মজুরি, ইত্যাদি সুযোগগুলো সে পেত। কিন্তু 1990 এর শেষ দিকে সুশীলার ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ছয় মাস ধরে চাকরির সন্ধানের পর সে তার বাসস্থান থেকে 30 কিমি দূরে একটি চাকরি পায়। অনেক বছর ধরে ওই ফ্যাক্টরিতে কাজ করার পরও সে একজন অস্থায়ী শ্রমিক হিসাবেই কাজ করছে। এখন সে আগের তুলনায় অর্ধেকেরও কম রোজগার করে। সে সপ্তাহের 7 দিনই সকাল সাড়ে সাতটায় ঘর থেকে বের হয় এবং রাত দশটায় বাড়ি ফেরে। একদিন কাজ না করা মানেই একদিনের মজুরি না পাওয়া। সে আগে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলো পেত তা এখন পায় না। তার বাড়ির কাছে অবস্থিত ফ্যাক্টরিগুলো সব সময় সমানভাবে বরাত পায় না। ফলে সেখানে শ্রমিকদের খুবই কম বেতন দেওয়া হয়।

উপরে বর্ণিত কার্যক্ষেত্রের পরিস্থিতি এবং শ্রমিকদের কার্যক্ষেত্রে নিদারুণ কষ্ট ভোগ ভারতের অনেক শিল্প ও সেবা ক্ষেত্রের জন্য একটি স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে গেছে। বর্তমানে বেশিরভাগ শ্রমিক অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়োজিত। তাছাড়া সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজের অবস্থা ক্রমশ অসংগঠিত ক্ষেত্রের মত হয়ে যাচ্ছে। সুশীলার মত সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা এখন আর আগের মত সংরক্ষণ বা লাভ কোনটাই পায় না যা তারা আগে পেত।

চলো কাজগুলো করি

1) পোশাক শিল্পের ভারতীয় রপ্তানিকারক সংস্থাগুলো ও বৈদেশিক বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা কিভাবে শ্রমিকদের প্রভাবিত করেছে?

2) বিশ্বায়নের সুফলের ন্যায়সঙ্গাত হিস্যা বা ভাগ যাতে শ্রমিকরা পায় তা সুনিশ্চিত করতে নিম্নের প্রত্যেকটির ভূমিকা কি?

   a) সরকার
   b) রপ্তানি কারখানায় নিয়োগ কর্তারা
   c) বহুজাতিক সংস্থাগুলো
   d) শ্রমিকরা

3) বর্তমান সময়ে ভারতে বিতর্কের একটি অন্যতম বিষয় হল, নিয়োগের ক্ষেত্রে কোম্পানিগুলোর কি আরো নমনীয় নীতি গ্রহণ করা উচিত? এই অধ্যায়ে তুমি যা পড়েছো, তার ভিত্তিতে এই প্রসঙ্গে নিয়োগ কর্তা এবং কর্মচারীদের দৃষ্টিকোণের সংক্ষিপ্তসার উল্লেখ করো।

ন্যায়সঙ্গাত বিশ্বায়নের জন্য সংগ্রাম

উপরে আলোচিত ঘটনাগুলি নির্দেশ করে যে, বিশ্বায়ন সবাইকে লাভবান করেনি। শিক্ষিত, দক্ষ ও সম্পদশালী লোকেরা বিশ্বায়ন থেকে প্রাপ্ত নতুন সুযোগগুলোর সর্বাধিক সদ্ব্যবহার করেছে। অপরদিকে, এই সুযোগের ভাগ লাভে বঞ্চিত হয়েছে অনেক মানুষ।

বিশ্বায়নের বাস্তবতা এখন অনস্বীকার্য, তাই প্রশ্ন হচ্ছে বিশ্বায়নকে কিভাবে আরও ন্যায়সঙ্গাত করা যায়। ন্যায়সঙ্গাত বিশ্বায়ন সবার জন্য সম সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং এটাও সুনিশ্চিত করবে যে, বিশ্বায়নের সুফল সবার মধ্যে সমানভাবে পৌঁছবে।

একে সম্ভবপর করে তুলতে সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সরকারের নীতিগুলো এমন হবে যা কেবল বিত্তবান ও প্রভাবশালী লোকদের স্বার্থ সুরক্ষিত করবে না, দেশের সকল মানুষের স্বার্থ সুরক্ষিত করবে। এক্ষেত্রে কিছু সম্ভাব্য সরকারি পদক্ষেপ সম্পর্কে তোমরা পড়েছ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শ্রম আইনগুলো যাতে যথাযথভাবে রূপায়িত হয় তা নিশ্চিত করতে পারে সরকার এবং শ্রমিকরা যাতে তাদের অধিকারগুলো ভোগ করতে পারে সেটাও সুনিশ্চিত করতে পারে সরকার। ছোট উৎপাদকদের দক্ষতা বাড়াতে সরকার সহায়তা করতে পারে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না উৎপাদকেরা প্রতিযোগিতার ময়দানে নামার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠে ততক্ষণ পর্যন্ত এই সরকারি সহায়তা জারি রাখতে পারে। যদি প্রয়োজন হয়, সরকার বাণিজ্য ও বিনিয়োগে বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে। সরকার 'ন্যায়সঙ্গাত নিয়ম'গুলোর জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠনের সঙ্গে দর কষাকষি করতে পারে। এমন কি সরকার অন্যান্য বিকাশমান দেশগুলোর সাথে সমজাতীয় স্বার্থের বিষয়ে জোট বেঁধে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় উন্নত দেশগুলোর প্রভুত্ববাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে পারে।

বিগত কয়েক বছরে বিভিন্ন সংগঠনের ব্যাপক প্রচার কর্মসূচি ও গণ বিক্ষোভ প্রদর্শনের ধাক্কায় বাণিজ্য সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো প্রভাবিত হয়েছে। এর মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বিশ্বায়নকে ন্যায়সঙ্গাত করে তোলার সংগ্রামে জনসাধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিরুদ্ধে জনবিক্ষোভ, হংকং, 2005 সালে

সারাংশ

এই অধ্যায়ে আমরা বিশ্বায়নের ইদানিংকালের গতি প্রকৃতি দেখেছি। পৃথিবীর দেশগুলোর মধ্যে দ্রুত সংযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়া হল বিশ্বায়ন। এই সংযোগ সাধনের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় অধিকতর বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক বিনিয়োগের আদান প্রদানের মাধ্যমে। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় বহুজাতিক কোম্পানিগুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অধিকাংশ বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বিশ্বের ঐ সকল স্থানগুলো খোঁজে চলছে যেখানে তারা কম খরচে উৎপাদন করতে পারে। পরিণতিতে উৎপাদন সংগঠনে কাজটি জটিল হয়ে পড়ে।

দেশগুলোর মধ্যে উৎপাদন সংঘটিত করতে প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তি, এক বিরাট ভূমিকা পালন করতে লাগল। এর সাথে যোগ হয়েছে, বাণিজ্য ও বিনিয়োগে উদারীকরণ নীতি যা বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাধা নিষেধকে অপসারণ করে বিশ্বায়নকে ত্বরান্বিত করছে। আন্তর্জাতিক স্তরে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে চাপ দিচ্ছে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ উদারীকরণের নীতি চালু করার জন্য।

বিশ্বায়নের ফলে ধনী ভোক্তারা এবং দক্ষ, শিক্ষিত ও সম্পদশালী উৎপাদকরাই লাভবান হয়েছে, কিন্তু বিশ্বায়নের ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার কারণে অনেক ছোট উৎপাদকেরা ও শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ন্যায়সঙ্গত বিশ্বায়ন সবার ভালোর জন্য সুযোগের সৃষ্টি করবে এবং এটাও সুনিশ্চত করবে যে, বিশ্বায়ন থেকে প্রাপ্ত সুফল আরো সুষমভাবে বণ্টিত হবে।

অনুশীলনী

1) বিশ্বায়ন বলতে তুমি কি বোঝ? নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করো।

2) বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক বিনিয়োগে ভারত সরকার কেন বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল? এই বিধিনিষেধগুলো সরকার কেন তুলে নিতে চাইছে?

3) শ্রম আইনের নমনীয়তা কিভাবে কোম্পানিকে সাহায্য করে?

4) বহুজাতিক কোম্পানিগুলো কোন্ কোন্ উপায়ে অন্যান্য দেশগুলোতে উৎপাদন কার্য শুরু করে ও উৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে?

5) উন্নয়নশীল দেশগুলো বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে খোলা দরজা বা উদারীকরণ নীতি চালু করুক সেটা কেন চাইছে উন্নত দেশগুলো? তুমি কি মনে করো, উন্নয়নশীল দেশগুলো এর প্রতিদানে উন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে কি চাইতে পারে?

6) "বিশ্বায়নের প্রভাব সর্বত্র সমানভাবে পড়েনি" বিবৃতিটি ব্যাখ্যা করো।

7) বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ নীতির উদারীকরণ কিভাবে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে সাহায্য করেছে?

8) বৈদেশিক বাণিজ্য বিভিন্ন দেশের বাজারগুলোর সংযুক্তিকরণকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছে? এখানে দেওয়া উদাহরণগুলো ছাড়া অন্য কোন উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো।

9) বিশ্বায়ন ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে। তুমি কি কল্পনা করতে পারো এখন থেকে 20 বছর পরে এই পৃথিবী কেমন হবে? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

10) ধরো, তুমি দেখতে পেয়েছ যে, দুইজন ব্যক্তি যুক্তি দ্বারা নিজেদের মতামত প্রমাণ করতে চাইছে। একজন বলেছেন, বিশ্বায়ন আমাদের দেশের উন্নয়নকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। অন্য একজন বলেছেন, বিশ্বায়ন ভারতকে উন্নত করতে সাহায্য করেছে। এই সকল যুক্তিতে তুমি কিভাবে সাড়া দেবে?

11) শূন্যস্থান পূরণ করো

দুই দশক আগের তুলনায় এখন ভারতীয় ক্রেতাদের কাছে দ্রব্যের পছন্দের ক্ষেত্রে অনেক বেশি বিকল্প আছে। এটি ____________ প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। অন্যান্য দেশে উৎপাদিত দ্রব্যগুলো ভারতীয় বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এর অর্থ হল অন্য দেশের সঙ্গে ____________ বাড়ছে। তাছাড়া ভারতে বহুজাতিক কোম্পানি দ্বারা উৎপাদিত ব্র্যান্ডের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা আমরা বাজারে দেখতে পাই। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো ভারতে বিনিয়োগ করছে কারণ ____________ যেখানে বাজারে ভোক্তাদের জন্য অধিক বিকল্প রয়েছে ____________ এবং ____________ বৃদ্ধির অর্থ হল উৎপাদকদের মধ্যে অধিকতম ____________।

12) নিম্নলিখিতগুলো মেলাও ঃ

i)	বহুজাতিক কোম্পানিগুলো ছোট উৎপাদকদের কাছ থেকে সস্তা দরে কিনে	(a)	অটোমোবাইল
ii)	আমদানির উপর আরোপিত কর ও কোটা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবহার করা হয়।	(b)	বস্ত্র, জুতা, খেলার সামগ্রী
iii)	বিদেশে বিনিয়োগকারী ভারতীয় কোম্পানিগুলো হল	(c)	কল সেন্টার
iv)	তথ্য প্রযুক্তি সাহায্য করছে সেবা উৎপাদনকে ছড়িয়ে দিতে	(d)	টাটা মোটরস, ইনফোসিস রনব্যাক্সি
v)	অনেক বহুজাতিক কোম্পানিগুলো উৎপাদনের জন্য কারখানা স্থাপন করার লক্ষ্যে ভারতে বিনিয়োগ করছে	(e)	বাণিজ্য বিধিনিষেধ

13) যথাযথ বিকল্পটি নির্বাচন করো —

i) বিগত দুই দশকের বিশ্বায়নে দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে —

(a) দ্রব্য, পরিষেবা এবং দেশগুলোর জনসাধারণের মধ্যে।

(b) দ্রব্য, পরিষেবা এবং দেশগুলোর বিনিয়োগের মধ্যে।

(c) দ্রব্য, বিনিয়োগ এবং দেশগুলোর জনগণের মধ্যে।

ii) বিশ্বের বিভিন্ন দেশসমূহে বহুজাতিক সংস্থা দ্বারা বিনিয়োগের সবচেয়ে সহজতর রাস্তা হল —

(a) নতুন কারখানার স্থাপন।

(b) বিরাজমান স্থানীয় কোম্পানিগুলোকে ক্রয় করা।

(c) স্থানীয় কোম্পানিগুলোর সঙ্গে অংশীদারিত্ব করা।

iii) বিশ্বায়ন জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করেছে —

(a) সমস্ত জনগণের।

(b) উন্নত দেশের সমস্ত লোকদের।

(c) উন্নয়নশীল দেশের শ্রমিকদের।

(d) উপরের কোনটিই নয়।

অতিরিক্ত কার্যাবলী / প্রকল্প

I) কিছু ব্র্যান্ডেড দ্রব্য নাও যা আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে থাকি (সাবান, টুথপেস্ট, কাপড় চোপড়, ইলেকট্রনিক দ্রব্য ইত্যাদি)। মিলিয়ে দেখ, এর মধ্যে কোন্ কোন্ দ্রব্যগুলো বহুজাতিক সংস্থা উৎপাদন করছে।

II) তোমার পছন্দমত যে কোনও ভারতীয় শিল্পসংস্থা অথবা পরিষেবা বেছে নাও। সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, বইপত্তর, টিভি, ইন্টারনেট, মানুষের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এই শিল্প সংস্থা সংক্রান্ত তথ্যাদি ও ছবি সংগ্রহ কর। যার ভিত্তিতে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করো।

i) শিল্পে উপস্থিত বিভিন্ন উৎপাদক/ কোম্পানিগুলো

ii) উৎপাদিত পণ্যটি কি অন্যান্য দেশে রপ্তানি করা হয়?

iii) উৎপাদকদের মধ্যে কি বহুজাতিক সংস্থা আছে?

iv) শিল্পস্থিত প্রতিযোগিতা।

v) শিল্পের মধ্যে কাজের অবস্থা।

vi) বিগত 15 বছরে কি শিল্পে কোন বড়সড় পরিবর্তন এসেছে?

vii) শিল্পে নিয়োজিত মানুষ যে সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হয়।

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা

অধ্যায় 5 : ভোক্তা অধিকার

এই অধ্যায়ে আমাদের দেশের বাজারের কাজকর্মের প্রেক্ষিতে ভোক্তা অধিকার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাজারে অসম পরিস্থিতির নানা দিক রয়েছে এবং নিয়মনীতি প্রবর্তনে শিথিলতাও রয়েছে। এই কারণে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা এবং তাদেরকে ভোক্তা আন্দোলনে শামিল করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই অধ্যায়ে কিছু ঘটনার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে- কীভাবে বাস্তব জীবনে কিছু ভোক্তা শোষণের শিকার হয়েছে। আইনি সংস্থানগুলো কীভাবে ভোক্তাদের ক্ষতিপূরণ আদায়ে সাহায্য করেছে এবং তাদেরকে অধিকারগুলো তুলে ধরতে সহায়তা করেছে। এই ঘটনাগুলোর বিবরণ শিক্ষার্থীদের জীবনের অভিজ্ঞতা সমূহের সাথে মিলে যাবে। এই উদাহরণগুলোর মাধ্যমে আমরা ছাত্রছাত্রীদের এটা বোঝানোর চেস্টা করব যে, দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা ভোক্তা আন্দোলন এবং এই আন্দোলনে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলেই বর্তমান সমাজে ভোক্তা সচেনতার উন্মেষ ঘটেছে। এই অধ্যায়ে এমন কয়েকটি সংগঠনের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যারা বিভিন্ন উপায়ে ভোক্তাদের সাহায্য করে। অবশেষে ভারতে ভোক্তা আন্দোলনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে অধ্যায়টি সমাপ্ত করা হয়েছে।

শিক্ষণের দৃষ্টিকোণ সমূহ /তথ্য সূত্র ঃ

এই অধ্যায়ের অনেক প্রশ্নাবলি, ক্ষেত্রগত সমীক্ষা এবং কার্যকলাপ রয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা দলবদ্ধ হয়ে নিজেদের মধ্যে মৌখিকভাবে এগুলো নিয়ে আলোচনা করলে ভাল হবে। তার মধ্যে কিছু প্রশ্নের উত্তর নিজস্বভাবে লিখে দেওয়া যেতে পারে।

প্রত্যেক কার্যকলাপ শুরু করার সময় আপনি ছাত্রছাত্রীদের মস্তিষ্ক উদ্দীপক পর্ব দিয়ে শুরু করতে পারেন। একইভাবে, এই অধ্যায়ে রোল প্লে করার অনেক সুযোগ রয়েছে। এই রোল-প্লে এর মাধ্যমে ছাত্র্যছাত্রীরা তাদের অভিজ্ঞতাগুলোর সার্থক আদান প্রদান করতে পারে এবং বিষয়গুলো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে। সম্মিলিতভাবে পোস্টার তৈরি করার মধ্য দিয়ে বিষয়গুলো সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই পাঠে এমন কাজ রাখা হয়েছে যা করার জন্য বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করা প্রয়োজন—যেমন ভোক্তা সুরক্ষা পরিষদ, ভোক্তা সংগঠন, ভোক্তা আদালত, খুচরো দোকান, বাজারস্থল ইত্যাদি। শিক্ষার্থীরা যাতে সর্বাধিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে সেদিকে লক্ষ রেখে পরিদর্শনগুলোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। পরিদর্শন বা সাক্ষাতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের সাথে আলোচনা করুন। পরিদর্শনের কাজ শুরু করার আগে যা যা করতে হবে এবং যে সব তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং পরিদর্শনের পরে তারা যে কাজটি করবে (যথা প্রতিবেদন লেখা/প্রকল্প তৈরি করা/ প্রবন্ধ লেখা ইত্যাদি) এ ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করুন। এই অধ্যায়ের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীরা পত্রলেখা এবং বক্তৃতা-কার্যক্রম করতে পারে। কার্যকলাপগুলো সম্পন্ন করার সময় আমাদের ভাষাগত দিক থেকে সংযত থাকতে হবে।

এই অধ্যায়ে নির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইট, বই, সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্র (ম্যাগাজিন) থেকে উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরুপ- *http://consumer affairs.nic.in* হল কেন্দ্রীয় সরকার ভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও গণবণ্ঠন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট। আরেকটি হল *www.cuts-international.org* যা ভারতে তিরিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করতে থাকা ভোক্তা সংগঠনের ওয়েবসাইট। এটি ভারতে ভোক্তাদের সচেনতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ধরনের তথ্য প্রকাশ করে। তাই এই তথ্যগুলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে আদান প্রদান করা দরকার যেন তারা তাদের কাজকর্মের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন ঘটনার বিবরণে সংবাদপত্রের অংশ বিশেষ এবং ভোক্তারা যারা আদালতে লড়াই করেছে। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সূত্র যেমন ভোক্তা সুরক্ষা পরিষদ, ভোক্তা আদালত এবং ইন্টারনেট ইত্যাদি থেকে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করতে এবং পড়তে উৎসাহিত করবেন।

অধ্যায় 5

ভোক্তা অধিকার

নীচে যে ছবির কোলাজটি দেওয়া আছে সেখানে তুমি ভোক্তা আদালতের রায় সম্পর্কিত খবরের কাগজের কাটা অংশ বিশেষ দেখতে পাবে। এই সব মামলার জন্য জনগণ কেন ভোক্তা আদালতে যান? এই রায়গুলো এখানে দেওয়ার কারণ হল কিছু লোক ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য দীর্ঘ সময় ধরে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করেছেন। কীভাবে তারা ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল? আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ভোক্তাদের মনে হয় যে তাদের সাথে অবিচার করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে বিক্রেতাদের কাছ থেকে ন্যায্য ব্যবসায়িক পরিসেবা পেতে ক্রেতারা তাদের অধিকার কীভাবে প্রয়োগ করতে পারেন।

Consumer panel cracks down on cell spammers

TAKING A CALL

DU teacher gets Rs 45,000 for flawed phone bill

Rahul Chhabra | TNN

New Delhi: A Delhi University teacher who dragged a telecom firm to court has been awarded a compensation of Rs 45,000 over a disputed bill of Rs 406. Jayashree Pillai — who teaches in Miranda House — refused to get bullied by Tata Teleser-

The forum has now asked Pillai to pay only Rs 406 to the company and held: "Tata Teleservices will pay Rs 40,000 to the complainant for causing mental agony and harassment. It will pay Rs 5,000 towards cost of litigation."

The company's reluctance to come to court following Pillai's complaint

Rohini society to compensate harried owner

Rahul Chhabra | TNN

Gupta's complaints of poor construction were ignored by the society. A consumer court has upheld his complaint of deficiency in service and directed the society to pay Rs 20,000 compensation.

Insurance firm to pay 7,000 for theft

TIMES NEWS NETWORK

cont judgment and said: "The commission held that the phrase cannot take away the benefit of insurance from the consumer."

"In view of the judgment, we hold the insurance company guilty of deficiency in service in repudiating the claim of the complainant," proclaimed the forum.

Pillai — who Miranda House — get bullied by services agents, ed bill. A court pulled up any for forcing ers to enter eral and biased

Bank fined Rs 15K for sloppy service

New Delhi: A public sector bank, which credited Rs 437 to the account of a customer who deposited a cheque for Rs 4,371,

Shradha Nand Park, the forum said: "It is shocking to find that (officials of) a public undertaking bank instead of realising their mistake... denied (it)

Insurance firm made for denying medical

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: A consumer court has come down heavily on an insurance company for refusing to bear the medical expenditure of a 11-year-old girl's knee surgery.

While rejecting the girl's insurance claim, the compa-

Business institute fined for

বাজারে ভোক্তাদের অবস্থান

বাজারে আমরা উৎপাদক ও ভোক্তা উভয় ভূমিকায় অংশগ্রহণ করি। দ্রব্য ও সেবার উৎপাদক হিসেবে আমরা যে কোনো ক্ষেত্রে কাজ করতে পারি, যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন— কৃষি, শিল্প বা সেবা ক্ষেত্রে। ভোক্তাদের যখন দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করার প্রয়োজন পড়ে তখন তারা বাজার কার্যকলাপের অংশীদারি হয়। মানুষ ভোক্তা হিসেবে চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহার করে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজনীয় আইন ও নিয়ম বা পদক্ষেপগুলোর আলোচনা করেছি। এই ধরনের নিয়মাবলি অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য বা অপ্রথাগত ক্ষেত্রের ঋণে মহাজনরা যে উচ্চহারে সুদ আদায় করে তার থেকে মানুষকে নিস্তার দিতে পারে। একইভাবে, পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রেও নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, অপ্রথাগত ক্ষেত্রে ঋণদাতারা, সে সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায়ে তুমি পড়েছ, ছলচাতুরি করে ঋণগ্রহীতাকে শর্তে আবদ্ধ করে রাখে। মহাজনদের সময়মতো ঋণ ফেরত দেওয়ার শর্তে উৎপাদকের উৎপাদন কম দামে তাদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়। মহাজনরা স্বপ্নার মত ক্ষুদ্র কৃষকদের বাধ্য করে, তার জমি বিক্রি করে ঋণ ফেরত দিতে। একইভাবে, অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত অনেক শ্রমিককে কম মজুরিতে কাজ করতে হয় এবং শ্রমিকদের এমন শর্তাবলি মানতে হয় যেগুলো ন্যায়সঙ্গত নয় এবং এই শর্তাবলি প্রায়শই শ্রমিকের স্বাস্থ্যের পক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ হয়। এই ধরনের শোষণের অবসান ঘটানোর জন্য আমরা সুরক্ষা সংক্রান্ত আইন ও নিয়মবিধি নিয়ে কথা বলেছি। এমন অনেক সংস্থা রয়েছে যারা এই সকল আইন যাতে লাগু হয় তা সুনিশ্চিত করতে দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম করে চলেছে।

একইভাবে, বাজারস্থলে ভোক্তাদের সুরক্ষার জন্য আইন-কানুন প্রয়োজন। বাজারে একজন ভোক্তার অবস্থান খুবই দুর্বল। যখন, ক্রয় করা যে কোনও দ্রব্য বা সেবা সম্পর্কে কোন অভিযোগ উঠে, তখন বিক্রেতা সমস্ত দায় দায়িত্ব ক্রেতার উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। সাধারণত তাদের প্রতিক্রিয়া এমন হয় আপনি যা কিনছেন তা যদি অপছন্দ হয় তবে দয়া করে অন্য কোথাও যেতে পারেন।" যেন বিক্রি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে বিক্রেতার কোন দায়বদ্ধতা থাকে না। ভোক্তা আন্দোলনের মাধ্যমে এই ধরনের পরিস্থিতি পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। এ বিষয়ে আমরা পরে আরও বিশদভাবে আলোচনা করব।

বাজারে ক্রেতা শোষণ নানা উপায়ে হয়ে থাকে উদাহরণস্বরূপ, কখনো কখনো ব্যবসায়ীরা অসাধু বাণিজ্যে লিপ্ত হয়। যেমন- দোকানদাররা কোন দ্রব্যের ওজনে কারচুপি করে অথবা ব্যবসায়ীরা দ্রব্যের উপর এমন কিছু শুল্ক চাপিয়ে দেয় যেগুলো আগে উল্লেখ করা হয় না কিংবা তারা ত্রুটিপূর্ণ দ্রব্য বিক্রি করে।

বাজার ন্যায়পূর্ণ হাল-চালে কাজ করে না। এর কারণ হল, উৎপাদকেরা সংখ্যায় স্বল্প ও শক্তিশালী হয় এবং ভোক্তাদের ক্রয়ের পরিমাণ কম হয় এবং তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। এই ধরনের পরিস্থিতি বিশেষভাবে দেখা যায় যখন বৃহৎ কোম্পানিগুলো দ্রব্য উৎপাদন করে। এই সকল বৃহৎ কোম্পনিগুলো বিপুল সম্পদশালী হওয়ায়, ক্ষমতার নাগাল অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকায় তারা বাজারকে নিজেদের সুবিধার্থে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতে পারে। অনেক সময় ক্রেতাদের আকর্ষণ করতে পণ্যের গুণমান সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য গণমাধ্যমে ও অন্য সূত্রে পরিবেশন করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, একটা কোম্পানি বছরের পর বছর গোটা বিশ্বে শিশুদের গুড়া দুধ বিক্রি করত। তারা দাবি করত

যে, এই দুধ সর্বাধিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত এবং মায়ের দুধের চেয়েও উন্নত। দীর্ঘবছর ধরে সংগ্রামের ফলে, কোম্পানি এটি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল যে তারা এতদিন ধরে মিথ্যা দাবি করে এসেছে। একইভাবে সিগারেট উৎপাদনকারী কোম্পানি গুলোর উৎপাদিত সিগারেট পানে যে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে এই সত্যটি প্রমাণ করার জন্য ভোক্তাদের দীর্ঘ সময় ধরে আদালতে মামলা লড়তে হয়েছিল। তাই ভোক্তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য আইন ও নিয়মাবলির প্রয়োজন রয়েছে।

চলো কাজগুলো করি ঃ

1. কোন কোন উপায়ে জনসাধারণ বাজারে শোষিত হতে পারে?
2. তোমার অভিজ্ঞতা লব্ধ একটি উদাহরণের কথা ভাবো যেখানে তোমার মনে হয় যে, বাজারে ভোক্তাদের সঙ্গে কিছু ‘কারচুপি’ করা হয়েছে। শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করো।
3. তোমার মতে ভোক্তাদের সুরক্ষা প্রদান করার ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা কী হওয়া উচিত?

ভোক্তা আন্দোলন

বিক্রেতাদের অনেক অনৈতিক ব্যবসায়িক কার্যকলাপের জন্য ভোক্তাদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছিল। আর এই অসন্তোষই ভোক্তা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। বাজার স্থানে শোষণের হাত থেকে ভোক্তাদের রক্ষা করার জন্য কোন আইনি রক্ষাকবচ ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে কোন নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের পণ্য বা দোকানের জিনিস নিয়ে ভোক্তা অতৃপ্ত থাকলে সেক্ষেত্রে তিনি সাধারণত ঐ ব্র্যান্ডের পণ্য ক্রয় করা পরিহার করতেন অথবা সেই দোকানের জিনিস কেনাকাটা থেকে বিরত থাকতেন। এই সকল ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হত যে, দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করার সময় ভোক্তাদেরই সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। ভারতে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের সংস্থাগুলোর অনেক বছর লেগেছে জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে। এর পরিণতিতে দ্রব্য ও সেবার গুণমান নিশ্চিত করার দায়িত্বটি এখন সরে গিয়ে বিক্রেতাদের কাঁধে চেপেছে।

অন্যায্য এবং অনৈতিক ব্যবসায়িক কার্যকলাপ থেকে ভোক্তাদের সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজনীয়তার লক্ষ্যে ভারতে ভোক্তা আন্দোলন ‘সামাজিক শক্তি’ রূপে বিকশিত হচ্ছে। ক্রমবর্দ্ধমান খাদ্য ঘাটতি, মজুতদারি, কালোবাজারি, খাদ্য ও ভোজ্য তেলে ভেজাল মেশানোর মতো ঘটনাগুলোর জন্য 1960 -এর দশকে ভোক্তা আন্দোলন সংগঠিত রূপে আত্মপ্রকাশ করে। 1970-এর দশক পর্যন্ত ভোক্তা সংগঠনগুলো মূলত প্রবন্ধ লেখা ও হোর্ডিং প্রদর্শনীর কাজে নিয়োজিত ছিল। ভোক্তা সংগঠনগুলো গঠন করে ভোক্তা দল। এই ভোক্তা দলগুলো ন্যায্যমূল্যের দোকানের অনৈতিক কাজকর্ম ও রাস্তায় যাত্রী পরিবহণের সময় অতিরিক্ত যাত্রী উঠানোর উপর নজরদারি করত। ইদানিংকালে ভারতে ভোক্তা দলের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

কনজিউমার ইন্টারন্যাশনাল

1985 সালে রাষ্ট্রসংঘ ভোক্তা সুরক্ষার জন্য ইউ.এন নিয়মাবলি প্রণয়ন করে। এটা এমন একটি হাতিয়ার বা বিভিন্ন দেশের ভোক্তাদের সুরক্ষা প্রদান করে এবং ভোক্তা উপদেষ্টা গোষ্ঠীর মাধ্যমে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে যাতে সরকার নিয়মাবলি লাগু করতে উদ্যোগী হয়। এটি ভোক্তা আন্দোলনের আন্তর্জাতিক মঞ্চ হয়ে উঠেছে। বর্তমানে 115 টিরও বেশি দেশের 220 টিরও অধিক সংস্থার জন্য কনজিউমার ইন্টারন্যাশনাল নিয়ামক এবং পথ প্রদর্শক হয়ে উঠেছে।

সকল প্রচেষ্টা সমূহের ফলশ্রুতিতে আন্দোলন সফল হয়েছিল। এর ফলে প্রতিষ্ঠান ও সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে ব্যবসা পরিচালনার ত্রুটিগুলো সংশোধন করা গেছে। পূর্বে অনৈতিক ও ভোক্তার স্বার্থবিরোধী ব্যবসা পরিচালনা পদ্ধতি ছিল। 1986 সালে ভারত সরকার এক বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। এর পরিণতিতে ভোক্তা সুরক্ষা আইন (Consumer Protection Act) 1986 প্রণয়ন করা হয়েছে, যা সংক্ষেপে COPRA নামে জনপ্রিয়। পরে তোমরা COPRA সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে জানতে পারবে।

চলো কাজগুলো করি ঃ

1. ভোক্তা গোষ্ঠী দ্বারা গৃহীত পদক্ষেপগুলো কী কী হতে পারে?
2. আইন কানুন থাকলেও প্রায়ই সেগুলো মানা হয় না কেন? ব্যাখ্যা করো।

ভোক্তা অধিকার

নিরাপত্তা প্রত্যেকের অধিকার

রেজি'র কষ্ট

রেজি মেথিও, নবম শ্রেণির স্বাস্থ্যবান ছাত্র, টনসিল অপারেশনের জন্য কেরালার একটি বেসরকারি চিকিৎসালয়ে ভর্তি হয়েছিল। একজন ই.এন.টি-র শল্য চিকিৎসক রেজির সম্পূর্ণ দেহ অজ্ঞান করে টনসিল অপারেশন করেন। কিন্তু অবিজ্ঞান সম্মতভাবে অজ্ঞান করার কারণে রেজির মস্তিষ্কে অস্বাভাবিক উপসর্গ দেখা দেয়। পরিণতিতে রেজি সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে পড়ে।

তার পিতা ভুল চিকিৎসা ও চিকিৎসা পরিষেবায় ঘাটতির জন্য রাজ্য ভোক্তা বিবাদ নিষ্পত্তি কমিশনের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন এবং 50,000 টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ না থাকায় কেরল রাজ্য কমিশন মামলাটি খারিজ করে দেয়। রেজির বাবা দিল্লিতে অবস্থিত জাতীয় ভোক্তা বিবাদ নিষ্পত্তি

কমিশনের কাছে পুনরায় আপিল করেন। মামলাটি তদন্তের পর জাতীয় কমিশন চিকিৎসার অবহেলার জন্য হাসপাতালকে দায়ী করে এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য নির্দেশ দেয়।

রেজির দুর্ভোগ প্রমাণ করে, রোগীকে অজ্ঞান করার ক্ষেত্রে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের গাফিলতি কীভাবে একটি ছাত্রকে সারা জীবনের জন্য অর্থব করে দিতে পারে। আমরা অনেক দ্রব্য ও সেবা ভোগ করার সময় ভোক্তা হিসেবে আমাদের অধিকার আছে এটা দেখার যে, জীবন ও সম্পত্তির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ দ্রব্য ও সেবার বাজারজাত ও সরবরাহ করার সময় ভোক্তার সুরক্ষার অধিকার রক্ষিত হয়েছে কিনা। উৎপাদকের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা বিষয়ক নিয়মনীতিগুলো কঠোরভাবে মান্য করা প্রয়োজন। আমরা এমন অনেক দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করি যেখানে সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলোর উপর বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ, প্রেসার কুকারে যে সুরক্ষা বাল্ব থাকে তা যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তবে তা ভয়ংকর দুর্ঘটনার কারণ হয়ে উঠতে পারে। সুরক্ষা বাল্ব উৎপাদনকারীদের উচ্চ গুণমানযুক্ত বাল্ব উৎপাদন সুনিশ্চিত করতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটি সুনিশ্চিত করতে হবে যে, দ্রব্যের গুণমান বজায় রাখা হয়েছে। তথাপি আমরা বাজারে নিম্ন গুণমানের দ্রব্য দেখতে পাই। এর কারণ নিয়মাবলি পর্যবেক্ষণে খামতি রয়েছে এবং ভোক্তা আন্দোলনও যথেষ্ঠ দানাবেঁধে উঠেনি।

চলো কাজগুলো করি ঃ

1. নিম্নলিখিত দ্রব্য ও পরিসেবাগুলোর জন্য (তোমরা তালিকায় নতুন নাম সংযোজন করতে পারো) উৎপাদকের কি সুরক্ষা নীতি পালন করা উচিত তা আলোচনা করো।

   (a) এল.পি.জি সিলিন্ডার, (b) সিনেমা হল, (c) সার্কাস, (d) ঔষধ, (e) ভোজ্য তেল, (f) বিয়ের মঞ্চ, (g) একটা বহুতল বাড়ি।

2. তোমার চারপাশের লোকদের কাছ থেকে যে কোন দুর্ঘটনা বা কর্তব্যে অবহেলার কোন ঘটনা খুঁজে বের করো যেখানে তোমার মনে হয় যে উৎপাদকের উপর দুর্ঘটনার দায় বর্তায়। এ বিষয়ে আলোচনা করো।

দ্রব্য ও পরিসেবা বিষয়ক তথ্য ঃ

যখন তুমি কোনো দ্রব্য ক্রয় করো তখন ঐ দ্রব্যের মোড়কে ছাপা কিছু বিশেষ বিবরণ দেখতে পাবে। এই বিবরণগুলো হল দ্রব্যে ব্যবহৃত উপাদান, দাম, ব্যাচ নম্বর, উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদোর্ত্তীণের তারিখ এবং উৎপাদকের ঠিকানা। যখন আমরা ঔষধ কিনি তখন ঔষধের প্যাকেটের উপরে 'সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য নির্দেশিকা' এবং সেই ঔষধ ব্যবহারজনিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এবং ঝুঁকি বিষয়ক তথ্য খোঁজে পাই। যখন তুমি পোশাক ক্রয় কর তখন 'কাপড় ধোয়ার নির্দেশিকা' সংক্রান্ত তথ্য পাবে।

কেন এমন নিয়ম তৈরি করা হয়েছে যাতে প্রস্তুতকারককে এই সকল তথ্য প্রদর্শন করতে হয়? এর কারণ হল, ভোক্তাদের তাদের কেনা পণ্য ও পরিসেবার **তথ্য জানার অধিকার** রয়েছে। তারপর পণ্যগুলো যে কোনো ভাবে ত্রুটিযুক্ত প্রমাণিত হলে ভোক্তা অভিযোগ দায়ের করতে পারে এবং ক্ষতিপূরণ বা প্রতিস্থাপনের জন্য বলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি কোনোও পণ্য ক্রয় করি এবং মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার আগেই দ্রব্যটির ত্রুটি খোঁজে পাই তবে আমরা পণ্যটি বদল করে নতুন পণ্য দেওয়ার অনুরোধ করতে পারি। যদি মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার সময়কাল মোড়কে মুদ্রিত না থাকে তখন প্রস্তুতকারক দোকানকারকে দোষারোপ করতে পারবে এবং দ্রব্য বদলের দায়িত্ব গ্রহণ করবে না। দোকানমালিক যদি মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রি করে তবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে বিক্রেতা যদি পণ্যের মোড়কের গায়ে ছাপাকৃত দাম অপেক্ষা বেশি দামে পণ্য বিক্রি করে তবে ভোক্তা আপত্তি করতে পারে এবং অভিযোগ জানাতে পারে। সর্বোচ্চ খুচরো দামকে 'MRP' দ্বারা নির্দেশ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ভোক্তারা সর্বাধিক খুচরো মূল্য থেকে কম দামে দ্রব্য বিক্রি করার জন্য বিক্রেতার সঙ্গো দরকষাকষি করতে পারে।

সাম্প্রতিককালে, সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন পরিসেবাগুলোকে আরও জনমুখী ও উপযোগী করে তোলার জন্য তথ্য জানার অধিকারকে আরও ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। 2005 সালের অক্টোবর মাসে ভারত সরকার একটি আইন প্রণয়ন করেছিল যা আর.টি.আই (তথ্য জানার অধিকার) আইন নামে পরিচিত। এই আইনটি নাগরিকদের সরকারি বিভাগগুলোর কাজকর্ম সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য পাওয়ার অধিকার সুনিশ্চিত করে। আর.টি.আই আইনের প্রভাব নিম্নলিখিত ঘটনা থেকে বোঝা যায়।

প্রতিক্ষায় থাকা

অমৃতা, একজন স্নাতক ইঞ্জিনিয়ার, চাকুরি পাওয়ার জন্য দরখাস্ত সহ তার সমস্ত শংসাপত্র সরকারি দফতরে জমা দেয় এবং এরপর সাক্ষাৎকার পর্ব শেষ হয়। কিন্তু ফলাফলের কোনো খবরাখবর পাচ্ছিল না। এই ব্যাপারে সে অফিসে অনুসন্ধান করতে গেলে কর্মকর্তারা তার প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করে। অমৃতা তারপর বাধ্য হয়ে আর.টি.আই আইন অনুসারে একটি আবেদন দাখিল করে বলে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চাকুরি সংক্রান্ত ফলাফল জানার অধিকার তার আছে, যার উপর ভিত্তি করে সে আগামী দিনগুলোর কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করতে পারবে। এই আবেদনের ফলস্বরূপ তাকে কেবলমাত্র ফলাফল ঘোষণায় বিলম্বের কারণ সম্পর্কে অবগত করা হয়নি, উপরন্তু সাক্ষাৎকারপর্বে ভাল পারদর্শীতা দেখানোর জন্য তাকে নিয়োগপত্রও পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

চলো কাজগুলো করি ঃ

1. দ্রব্য ক্রয় করার সময় আমরা দেখি যে, কখনো কখনো মোড়কে ছাপা সর্বাধিক খুচরো মূল্য থেকে বেশি বা কম মূল্য আদায় করা হয়। এর সম্ভাব্য কারণগুলো আলোচনা করো। ভোক্তাগোষ্ঠীকে কি এ ব্যাপারে কিছু করা উচিত?
2. কিছু প্যাকেটজাত দ্রব্য নাও যা তুমি ক্রয় করতে চাও এবং প্যাকেটে দেওয়া তথ্যগুলো পরীক্ষা করো। কীভাবে এই তথ্যগুলো উপযোগী। তুমি কি মনে কর যে, এই প্যাকেটজাত দ্রব্যগুলোর গায়ে এমন কিছু তথ্য দেওয়া দরকার যা এখানে নেই? এই বিষয়ে আলোচনা করো।
3. নাগরিক সুবিধার অভাব, যেমন বেহাল রাস্তাঘাট, খারাপ জল ও দুর্বল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণ অভিযোগ করলেও কেউ কর্নপাত করেনা। এখন আর.টি.আই আইন তোমাকে প্রশ্ন করার অধিকার দিয়েছে। তুমি কি এই অধিকার সম্পর্কে একমত? আলোচনা করো।

যখন পছন্দ অস্বীকৃত হয়

টাকা ফেরত পাওয়ার একটি ঘটনা

আনসারি নগর নিবাসী অভিরাম নামের এক ছাত্রী একটি পেশাদারি পাঠক্রমে পড়ার জন্য নতুন দিল্লিস্থিত একটা স্থানীয় কোচিং প্রতিষ্ঠানে দুই বছরের পাঠক্রমে যোগদান করার সময় পুরো দুই বছরের পড়াশোনার জন্য সে একসঙ্গো 61020 টাকা জমা দেয়। কিন্তু সে দেখতে পায় যে, সেখানে পড়াশোনার মান প্রত্যাশা মত নয়। এই কারণে সে বছরের শেষে এই প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু যখন সে কর্তৃপক্ষের কাছে এক বছরের টাকা ফেরত দেওয়ার দাবি করে, তখন ছাত্রীটির দাবি নাকচ করে দেওয়া হয়।

যখন সে জেলা ভোক্তা আদালতে মামলাটি দায়ের করে, আদালত ঐ প্রতিষ্ঠানটিকে 28,000 টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেয়, আদালত সেই সাথে বলে যে ছাত্রীটির পাঠক্রমে ছেড়ে দেওয়ার অধিকার রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি পুনরায় রাজ্য ভোক্তা কমিশনে আপিল করে। রাজ্য ভোক্তা কমিশন জেলা আদালতের নির্দেশ বহাল রাখে এবং অযথা আদালতে আপিল করার জন্য প্রতিষ্ঠানকে পুনরায় 25,000 টাকা জরিমানা করে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটিকে মামলা দায়েরের জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ 7,000 টাকা দিতে নির্দেশ দেয়।

রাজ্য কমিশন সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশ দেয় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সারা বছরের ফিস একসঙ্গো অগ্রিম নেওয়া থেকে বিরত থাকতে। কমিশন বলে যে, এই আদেশ যদি কোন ভাবে লঙ্ঘন করা হয় তবে আর্থিক জরিমানা দিতে হতে পারে, এবং কারাবাসও হতে পারে।

এই ঘটনা থেকে আমরা কী বুঝতে পারি? একজন ভোক্তার বয়স, লিঙ্গ এবং পরিসেবার ধরন নির্বিশেষে, তার সামর্থ্য অনুসারে কোন পরিসেবা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে **নির্বাচনের অধিকার** রয়েছে এবং এই পরিসেবা গ্রহণ প্রক্রিয়া চালু রাখবে কিনা সেটাও ভোক্তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে।

ধরো, তুমি একটা টুথপেস্ট কিনতে চাইছ কিন্তু দোকানদার বলছে, সে তখনই টুথপেস্ট বিক্রি করবে যখন তুমি টুথপেস্টের সাথে টুথ ব্রাশও কয় করবে। যদি তুমি টুথ ব্রাশ কিনতে অনিচ্ছুক হও তবে তোমার টুথপেস্ট পছন্দের অধিকার অস্বীকৃত হবে। একইভাবে গ্যাস সরবরাহের ডিলারদের কাছ থেকে নতুন গ্যাসের সংযোগ নিতে গেলে তাদের কাছ থেকে স্টোভ ক্রয়ের জন্য চাপাচাপি করে। এভাবেই, প্রায় অনেক ক্ষেত্রেই তোমাদের এমন জিনিস কিনতে বাধ্য করা হয় যা হয়তো তোমার কেনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু কোন উপায়ন্তর না থাকায় তোমাকে তা কিনতে হয়।

চলো কাজগুলো করি ঃ

নিম্নে এমন কিছু দ্রব্যের আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে যেগুলো আমরা বাজার থেকে কিনি। নিম্নলিখিত বিক্রয়ের কোন্ প্রস্তাবটি ভোক্তাদের সত্যিই লাভবান করে? আলোচনা করো।

- প্রতি 500 গ্রাম প্যাকেটে রয়েছে অতিরিক্ত 15 গ্রাম।
- খবরের কাগজের গ্রাহক হোন, বছর শেষে উপহার পান।
- স্ক্র্যাচ্ করুন এবং 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত উপহার জিতুন।
- 500 গ্রাম গ্লুকোজের প্যাকেটের ভেতরে পান একটি দুধের চকোলেট।
- প্যাকেট খোলে স্বর্ণমুদ্রা জিতুন।
- 2000 টাকা পর্যন্ত মূল্যের জুতো কিনুন, আর সেই সাথে পান 500 টাকা মূল্যের এক জোড়া জুতো সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।

ভোক্তাদের ন্যায় বিচার পেতে কোথায় যেতে হবে?

এই অধ্যায়ের শুরুতে দেওয়া রেজি মেথিও এবং অভিরামের ঘটনাগুলো পুনরায় পড়।

এগুলো হল এমন কিছু উদাহরণ যেখানে ভোক্তাদের অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে। এই ধরনের ঘটনা আমাদের দেশে প্রতিনিয়ত ঘটছে। এক্ষেত্রে ভোক্তাদের ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য কোথায় যাওয়া উচিত?

অনৈতিক ব্যবসা ও শোষণের বিরুদ্ধে ভোক্তাদের **প্রতিকার পাওয়ার অধিকার** আছে। ভোক্তা যদি ক্ষতিগ্রস্থ হয় তবে ভোক্তার ক্ষতির মাত্রার ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার রয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন রয়েছে সহজ ও কার্যকরী গণ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ভোক্তা ক্ষতি পূরণ আদায় করতে পারবে।

ভোক্তা নিজেই অথবা আইনজীবীদের সাহায্য সহযোগিতায় ভোক্তা আদালতে অভিযোগ দাখিল করতে পারে। তোমরা হয়তো এটি জানতে উৎসুক হবে যে, কীভাবে একজন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি তার ক্ষতিপূরণ আদায় করে। চলো, আমরা প্রকাশের ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা করি। সে তার মেয়ের বিয়ের জন্য তার গ্রামে মানি অর্ডার পাঠিয়েছে। তার মেয়ের যখন টাকার প্রয়োজন হয়েছিল তখন তার কাছে টাকা পৌঁছায়নি। এমনকি মাসখানিক পরেও তার কাছে টাকা পৌঁছায়নি। প্রকাশ নতুন দিল্লির জেলা স্তরের ভোক্তা আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছিল। প্রকাশ যেসব পদক্ষেপ নিয়েছিল তা চিত্র সহযোগে দেখানো হল।

1. প্রকাশ তার মেয়েকে মানি অর্ডার পাঠাতে পোস্ট অফিসে যায়।

2. প্রকাশ জানতে পারে যে মানি অর্ডারটি তার মেয়ের কাছে পৌঁছায়নি।

3. প্রকাশ ডাকঘরে গিয়ে মানি অর্ডার সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়।

4. প্রকাশ ডাকঘর থেকে তার প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পায়নি।

5. প্রকাশ স্থানীয় ভোক্তা সুরক্ষা পরিষদে যায় পরামর্শ নেওয়ার জন্য।

6. প্রকাশ তখন কাছকাছি একটি ভোক্তা আদালতে মামলা দায়ের করতে যায় এবং আদালতের কার্যালয় থেকে রেজিস্ট্রেশন ফর্ম সংগ্রহ করে। আদালতও বিবাদী পক্ষকে নোটিশ পাঠায়।

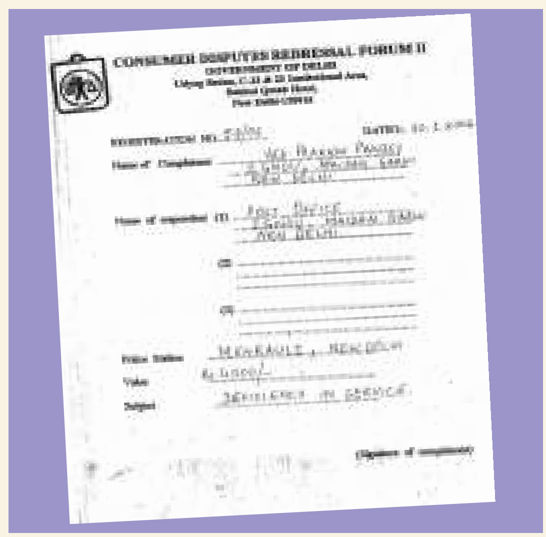

7. সে আদালতে নিজেই সওয়াল জবাব করে।

8. বিচারক নথিপত্র পরীক্ষা করেন এবং বাদী ও বিবাদী দুই পক্ষেরই বক্তব্য শুনেন।

9. বিচারপতি আদালতের রায় ঘোষণা করেন।

ভারতে ভোক্তা আন্দোলন গড়ে উঠার পেছনে বিভিন্ন সংগঠন রসদ জুগিয়েছে, যা স্থানীয়ভাবে ভোক্তা ফোরাম বা ভোক্তা সুরক্ষা পরিষদ নামে পরিচিত। আদালতে মামলাগুলো কীভাবে দাখিল করতে হয় সে সম্পর্কে এই ফোরাম ভোক্তাদের পথ দেখায়। বেশ কিছু ক্ষেত্রে সংগঠনগুলো আদালতে ব্যক্তি বিশেষ (ভোক্তা) এর হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে। জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য এই সেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পায়।

যদি তুমি একটি আবাসিক কলোনির বাসিন্দা হও তবে তুমি আবাসিক কল্যান সমিতির বোর্ডগুলোকে লক্ষ করে থাকবে। যদি তাদের কোন সদস্যের সাথে কোন অনৈতিক বাণিজ্যিক বিষয়ক ঘটনা ঘটে তবে ঐ সদস্যের হয়ে সংস্থা মামলাটি পরিচালনা করে।

ভোক্তাদের অভিযোগ ও বিরোধ সমাধান করার জন্য কোপরা (COPRA)-এর অন্তর্গত জেলা, রাজ্য ও জাতীয় স্তরে এক ত্রিস্তরীয় আধা বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছিল। জেলাস্তরের আদালত জেলা আদালত কেন্দ্র নামে পরিচিত। এটি ক্ষতিপূরণের অঙ্ক 20 লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে মামলাগুলো দেখভাল করে। রাজ্যস্তরের আদালত যা রাজ্য কমিশন নামে পরিচিত তা ক্ষতিপূরণের অঙ্ক 20 লক্ষ টাকা থেকে 1 কোটি বা তারও উপরে হলে মামলাগুলো দেখে। যদি জেলাস্তরের আদালতে কোন মামলা খারিজ করা হয়, ভোক্তা তারপর রাজ্যস্তরে, অবশেষে জাতীয় স্তরের আদালতে আবেদন করতে পারে।

এইভাবে, আইনটি ভোক্তা আদালতে **প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার** দিয়ে ভোক্তা হিসেবে আমাদের অধিকারের মর্যাদা দেয়।

চলো কাজগুলো করি ঃ

নিম্নলিখিতগুলো সঠিকক্রমে সাজাও

(a) অরিতা জেলা ভোক্তা আদালতে একটি মামলা দায়ের করে।

(b) সে একজন পেশাদার ব্যক্তির সাহায্য নেয়।

(c) সে বুঝতে পারে যে দোকানদার তাকে ত্রুটিপূর্ণ বস্তু দিয়ে ঠকিয়েছে।

(d) সে আদালতের কার্যধারায় অংশগ্রহণ করতে শুরু করল।

(e) সে শাখা কার্যালয়ে যায় এবং দোকানদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে কিন্তু এতে করে কোন কাজ হয়নি।

(f) আদালত প্রথম তাকে বিল ও ওয়ারেন্টি কার্ড জমা দিতে বলে।

(g) সে এক খুচরো বিক্রেতা থেকে একটি দেওয়াল ঘড়ি ক্রয় করে।

(h) কয়েক মাসের মধ্যেই আদালত খুচরো বিক্রেতাকে বলে, অতিরিক্ত কোন টাকা না নিয়ে— অরিতাকে পুরানো দেওয়াল ঘড়ি বদল করে নতুন ঘড়ি দিতে।

সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ভোক্তা হওয়ার জন্য শিক্ষা

যখন আমরা ভোক্তা হিসেবে আমাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হব তখন বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করার সময় বাছাই করতে পারব এবং জেনে বুঝে পছন্দ করতে পারব। তাই সম্পূর্ণ অবহিত ভোক্তা হয়ে উঠতে অধিকার বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করা আবশ্যক। আমরা কীভাবে আমাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে

উঠব। এই পৃষ্ঠার ডান দিকের এবং আগের পৃষ্ঠার পোস্টারগুলোর দিকে তাকাও। তুমি কী ভাবছ?

কোপরা (COPRA) আইন বিধিবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলো ভোক্তা বিষয়ক পৃথক দফতর প্রতিষ্ঠা করে। এখানে যে পোস্টারগুলো তুমি দেখেছ সেগুলো হল এক প্রকার নমুনা যার মাধ্যমে সরকার আইনি ব্যবস্থা বিষয়ক তথ্য মেলে ধরতে পারে যা জনসাধারণ প্রয়োগ করতে পারে। টেলিভিশনের চ্যানেলগুলোতেও তোমরা এ ধরনের বিজ্ঞাপন অবশ্যই দেখে থাকবে।

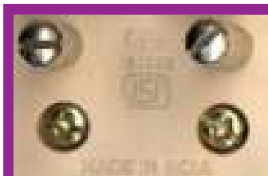

আই.এস.আই (I.S.I) এবং অ্যাগমার্ক (Agmark)

বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী কেনার সময় তোমরা দ্রব্যের মোড়কের উপরের লগোতে লেখা অক্ষরগুলো যেমন আই.এস.আই, অ্যাগমার্ক বা হলমার্ক অবশ্যই দেখেছো। যখন ভোক্তা কোন দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করে তখন এই লগো ও শংসাপত্র দ্রব্যের গুণগতমান সম্পর্কে ভোক্তাদের আশ্বস্ত করে। যে সকল প্রতিষ্ঠান এই শংসাপত্রের বা সার্টিফিকেটের দেখাশোনা করে এবং প্রদান করে তারা উৎপাদকদের তাদের লগো ব্যবহারের অনুমতি দেয় যখন উৎপাদকেরা দ্রব্যের গুণমানের মানদন্ড বজায় রাখে।

যদিও এই প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক পন্যের গুণাগুণের মান পরিমাপ করে কিন্তু সকল উৎপাদকদের জন্য গুণাগুণের মাপদন্ড অনুসরণ করা আবশ্যক নয়। তথাপি, কিছু দ্রব্য যা ভোক্তার সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে বা যার ব্যবহার বহুল মাত্রায় হয়। যেমন- এল.পি.জি সিলিন্ডার, খাদ্যে ব্যবহৃত বস্তু এবং সংযোজিত দ্রব্য, সিমেন্ট, প্যাকেটজাত পানীয় জল ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য উৎপাদকদের শংসাপত্র নেওয়া বাধ্যতামূলক।

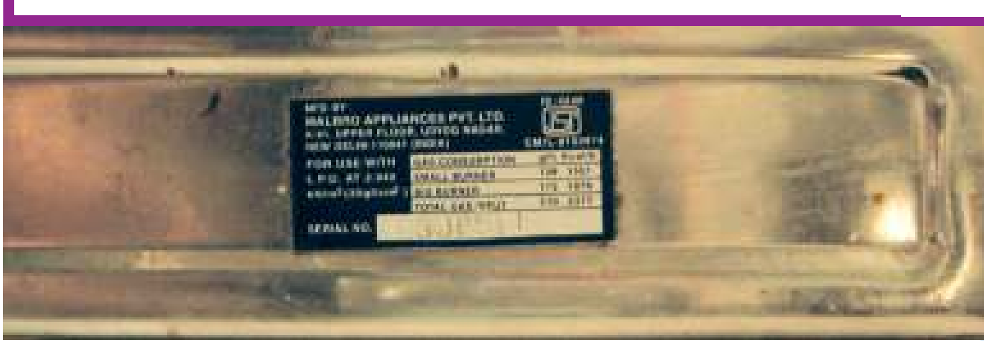

চলো কাজগুলো করি ঃ

1. এই অধ্যায়ের পোস্টার ও কার্টুনগুলো লক্ষ করো। একজন ভোক্তা হিসাবে একটি নির্দিষ্ট দ্রব্যের কোন্ কোন্ দিকগুলো দেখা প্রয়োজন? এর জন্য একটি পোস্টার তৈরি করো।
2. তোমার এলাকায় সবচেয়ে কাছের ভোক্তা আদালতটি খুঁজে বের করো।
3. ভোক্তা সুরক্ষা পরিষদ ও ভোক্তা আদালতের মধ্যে পার্থক্য কি?
4. ভোক্তা সুরক্ষা আইন 1986, ভারতে ভোক্তাদের নিম্নলিখিত অধিকার সুনিশ্চিত করে।

(i) পছন্দের অধিকার	(iv) প্রতিনিধিত্বের অধিকার
(ii) তথ্য জানার অধিকার	(v) সুরক্ষার অধিকার
(iii) প্রতিকার চাওয়ার অধিকার	(vi) ভোক্তা শিক্ষার অধিকার

নিম্নলিখিত বিবৃতির পাশে দেওয়া বন্ধনীতে শিরোনাম ও চিহ্নের মাধ্যমে ঘটনাগুলোকে শ্রেণিবদ্ধ করো।

(a) লতা একটি নতুন ক্রয় করা ইস্ত্রি থেকে তড়িতাহত হল। সে অতিসত্ত্বর দোকানদারের কাছে অভিযোগ করে। ( )

(b) জন বিগত কয়েকমাস ধরে MTNL/BSNL/TATA INDICOM-এর পরিষেবায় অসন্তুষ্ট। সে জেলা স্তরের ভোক্তা ফোরামে একটি মামলা দায়ের করে। ( )

(c) তোমার বন্ধুর কাছে একটি মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রি করা হয়েছে এবং তুমি তাকে অভিযোগ দাখিল করার পরামর্শ দিচ্ছো। ( ).

(d) ইকবাল যে কোন দ্রব্য কেনার আগে দ্রব্যের প্যাকেটে দেওয়া সমস্ত তথ্য ভাল করে পড়ে। ( )

(e) তুমি তোমার এলাকায় ক্যাবল অপারেটর দ্বারা সরবরাহকৃত পরিসেবায় অসন্তুষ্ট কিন্তু তোমার কাছে বিকল্প হিসেবে অন্য কোন ক্যাবল অপারেটর নেই, তাই তুমি ক্যাবল পরিসেবার জন্য অন্য কারোর শরনাপন্নও হতে পারছ না। ( )

(f) তুমি বুঝতে পারছো যে দোকানদার তোমাকে একটি খারাপ ক্যামেরা দিয়েছে। তুমি নাছোড়বান্দা হয়ে কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ে অভিযোগ দায়ের করেছো। ( ).

5. যদি বিচারের মাপকাঠি (Standardization) কোন দ্রব্যের গুণগত মানকে সুনিশ্চিত করে, তাহালে কেন বাজারে ISO ও Hallmark শংসাপত্র ছাড়াই অনেক দ্রব্য বিক্রি হয়?
6. Hallmark এবং ISO শংসাপত্র প্রদানকারী সংস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ নাও।

ভোক্তা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া

ভারতে 24 ডিসেম্বর 'জাতীয় ভোক্তা দিবস' হিসাবে পালন করা হয়। 1986 সালে এই দিনেই সংসদ 'ভোক্তা সুরক্ষা আইন' প্রণয়ন করেছিল। ভারত সেই সমস্ত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম যেখানে শুধুমাত্র ভোক্তার অভিযোগ নিস্পত্তি করার জন্য স্বতন্ত্র আদালত রয়েছে।

ভারতে সংগঠিত দলের সংখ্যা ও তাদের কার্যকলাপের ভিত্তিতে ভোক্তা আন্দোলনের কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। বর্তমানে দেশে 700 এর বেশি ভোক্তা গোষ্ঠী আছে যার মধ্যে কেবল 20-25 টি সুসংঘবদ্ধ এবং তারা তাদের কাজ কর্মের জন্য স্বীকৃতি পেয়েছে।

তথাপি ভোক্তা সমস্যা নিস্পত্তির প্রক্রিয়াটি জটিল, ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ বিষয়। ভোক্তাদের অনেক সময় আইনজীবী নিয়োগ করতে হয়। এক্ষেত্রে আদালতে মামলা দায়ের করা এবং আদালতের কাজকর্মে উপস্থিত থাকাতে অনেক সময় ব্যয় হয়ে যায়। দ্রব্য কেনার সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ক্যাশমেমো

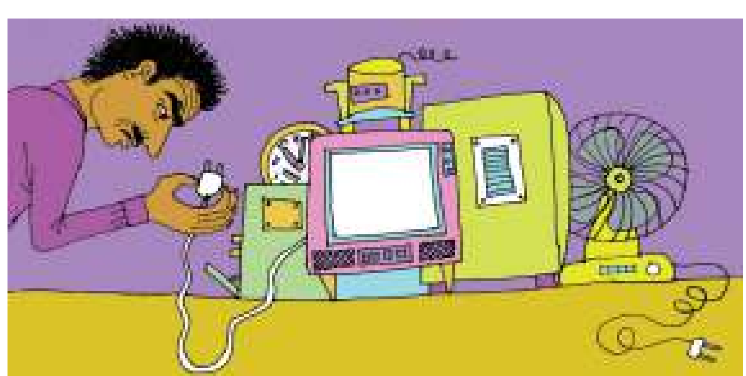

দেওয়া হয় না। ফলশ্রুতিতে মামলাসংক্রান্ত প্রমাণ জোগাড় করা সহজ হয় না। উপরন্তু বাজারের বেশিরভাগ কেনাকাটা ছোট খুচরো দোকান থেকেই করা হয়। ত্রুটিযুক্ত পণ্যের কারণে ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার ক্ষতিপূরণ কীভাবে মেটানো হবে, প্রচলিত আইনগুলো সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয় না। কোপরা (COPRA) বিধি প্রণয়নের 25 বছরের অধিক সময় পর ভারতে ভোক্তা সচেতনতা ধীরে ধীরে বাড়লেও বাড়ার এই গতি খুবই শ্লথ। তাছাড়া শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার্থে আইন চালু হওয়া সত্ত্বেও অসংগঠিত ক্ষেত্রে এই আইনের প্রয়োগ খুবই অপ্রতুল। অনুরূপভাবে বাজার পরিচালনা করার নিয়মকানুনগুলো প্রায়শই সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয় না।

তারপরও ভোক্তাদের নিজেদের ভূমিকা ও গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। এটা প্রায়ই বলা হয় যে, ভোক্তা আন্দোলন তখনই কার্যকর হবে যখন সেই আন্দোলনে ভোক্তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত হবে। এরজন্য ভোক্তাদের নিজস্ব প্রচেষ্টা ও সম্মিলিতভাবে জীবন যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

অনুশীলনী

1. বাজারস্থলে নিয়মকানুনের প্রয়োজনীয়তা কেন রয়েছে? কিছু উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো।
2. কোন্ বিষয়সমূহ ভারতে ভোক্তা আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল? এর বিবর্তনের ধারা খুঁজে বের করো।
3. দুটি উদাহরণের সাহায্যে ভোক্তা সচেতনতার বর্ণনা করো।
4. এমন কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করো যার কারণে ভোক্তা শোষিত হয়।
5. ভোক্তা সুরক্ষা আইন 1986 প্রণয়নের পিছনে মূলনীতি কী ছিল?
6. তুমি যদি তোমার এলাকায় কোন শপিং কমপ্লেক্সে যাও তবে ভোক্তা হিসাবে সেখানে তোমার কী কী দায়িত্ব থাকবে?
7. ধরো, তুমি এক বোতল মধু ও এক প্যাকেট বিস্কুট কিনেছ। জিনিসগুলো কেনার সময় তোমাকে কোন্ লোগো বা চিহ্ন দেখে কিনতে হবে এবং কেন?
8. ভোক্তাদের ক্ষমতায়নের জন্য ভারত সরকার কি আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে?
9. ভোক্তার কয়েকটি অধিকার উল্লেখ করো এবং প্রত্যেক অধিকার সম্পর্কে কয়েক লাইন লেখো।
10. ভোক্তারা কীভাবে তাদের সংহতি প্রকাশ করতে পারে?
11. ভারতে ভোক্তা আন্দোলনের অগ্রগতির সমালোচনামূলক আলোচনা করো।
12. নিম্নলিখিত জোড়াগুলো মেলাও ঃ

(i) কোন একটি দ্রব্যের উপাদানগুলো সম্পর্কে বিশদভাবে জানা	(a) নিরাপত্তার অধিকার
(ii) অ্যাগমার্ক	(b) ভোক্তার মামলা পরিচালনা করা
(iii) স্কুটারের ইঞ্জিন ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় দুর্ঘটনা	(c) খাদ্য শস্য ও ভোজ্য তেলের শংসাপত্র প্রদান
(iv) জেলা ভোক্তা আদালত	(d) দ্রব্য ও সেবার মান উন্নয়নকারী সংস্থা
(v) কনজিওমার ইন্টারন্যাশনাল	(e) তথ্য জানার অধিকার
(vi) ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড	(f) ভোক্তা কল্যান সংস্থার আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিষ্ঠান

13. নীচের কোন্‌টি সত্য অথবা মিথ্যা বল—
    (i) কোপরা (COPRA) -র প্রয়োগ কেবল দ্রব্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।
    (ii) পৃথিবীর অনেক দেশের মত ভারতেও শুধুমাত্র ভোক্তার অভিযোগ নিষ্পত্তি করার জন্য আদালত রয়েছে।

(iii) যখন ভোক্তার মনে হয় যে সে শোষিত হচ্ছে তখন তার অবশ্যই জেলা ভোক্তা আদালতে মামলা দায়ের করা উচিত।

(iv) যখন ক্ষতির মূল্যের বহর বেশি হয়, তখনই ভোক্তাদের আদালতে যাওয়া লাভজনক হয়।

(v) হলমার্ক হল অলংকারের গুণগতমানের শংসাপত্র।

(vi) ভোক্তার অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াটি খুব সহজে ও তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয়।

(vii) ক্ষতির মাত্রা অনুসারে ভোক্তাদের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

অতিরিক্ত প্রকল্প / কার্যাবলি

1. তোমার বিদ্যালয়ে 'ভোক্তা সচেতনতা সপ্তাহ' এর আয়োজন করা হয়েছে। ভোক্তা সচেতনতা ফোরামের সচিব হিসাবে ভোক্তার সমস্ত অধিকারগুলোর উল্লেখসহ একটি খসড়া পোস্টার তৈরি করো। এক্ষেত্রে তুমি পৃষ্ঠা 84 এবং 85 এ দেওয়া পোস্টারের সংকেত ও ধারণাগুলোকে ব্যবহার করতে পারো। এই কাজটি তোমার ইংরেজী শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে করতে পারো।

2. কৃষ্ণা দেবী 6 মাসের ওয়ারেন্টিতে একটি রঙিন টেলিভিশন কিনেছেন। তিন মাস পরেই রঙিন টিভিটি কাজ করছে না। যে দোকান থেকে টিভিটি কেনা হয়েছিল, সেখানে যখন অভিযোগ জানানো হয়, তখন দোকানদার টিভি সচল করার জন্য একজন ইঞ্জিনিয়ারকে কৃষ্ণা দেবীর বাড়িতে পাঠায়। টিভিটি বার বার নষ্ট হয় এবং কৃষ্ণা দেবী দোকানে অভিযোগ করেও কোন উত্তর পাননি। তিনি তার এলাকার ভোক্তা ফোরামে অভিযোগ দায়ের করার সিদ্ধান্ত নেন। কৃষ্ণা দেবীর হয়ে তুমি এ মর্মে একটি চিঠি লিখ। তুমি চিঠি লিখার আগে তোমার সহযোগী বা দলের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারো।

3. তোমার বিদ্যালয়ে একটি ভোক্তা ক্লাব গঠন করো। তোমার বিদ্যালয় এলাকায় বইয়ের দোকান, ক্যান্টিন এবং অন্যান্য দোকানগুলোতে উপদেশমূলক ভোক্তা সচেতনতা কর্মশালার মহড়া সংগঠিত করো।

4. আকর্ষণীয় স্লোগানের মাধ্যমে পোস্টার তৈরি করো,

   – একজন সতর্ক ভোক্তাই সুরক্ষিত ভোক্তা

   – গ্রাহক সতর্ক হোন

   – ভোক্তা সচেতন হোন

   – আপনার অধিকারগুলো সম্পর্কে সজাগ হোন

   – ভোক্তা হিসাবে নিজের অধিকারগুলো রক্ষা করুন

   – ওঠো, জাগো এবং ততক্ষণ পর্যন্ত থামবে না ______________ (সম্পূর্ণ করো)।

5. তোমার প্রতিবেশী 4-5 জনের সাক্ষাৎকার নাও, তারা কিভাবে শোষনের শিকার হয়েছে এবং সে বিষয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতাগুলো সংগ্রহ করো।

6. নিম্নলিখিত প্রশ্নমালার ভিত্তিতে তোমার এলাকার একটি সমীক্ষা করো এবং জানতে চেষ্টা করো ভোক্তা হিসাবে তারা কতটুকু সচেতন।

প্রত্যেকটি প্রশ্নের জন্য একটি টিক (✓) চিহ্ন দাও	সব সময় A	কোন কোন সময় B	কখনোই নয় C
1. যখন কোন দ্রব্য ক্রয় করেন তখন কি আপনি দোকানদারের কাছে রসিদ চান।			
2. আপনি কি রসিদটি যত্ন সহকারে রেখে দেন?			
3. যখন আপনার এমন মনে হয় যে দোকানদার আপনাকে ঠকিয়েছে তখন কি আপনি তাকে অভিযোগ জানাতে বিব্রতবোধ করেন?			
4. আপনি কি দোকানদারকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে আপনি তার দ্বারা প্রতারিক হয়েছেন?			
5. আপনি কি নিজে এটি ভেবে শান্তি পান যে এটি আপনার দুভার্গ্য যে আপনি প্রায়ই ক্ষতি স্বীকার করেন এবং এটি নতুন কিছু নয়?			
6. আপনি কি আই.এস.আই চিহ্ন, মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তাবিখ ইত্যাদি ভাল করে দেখেন?			
7. যদি কোন দ্রব্যের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ মাত্র একমাস বা তার কাছাকাছি হয় তবে কি আপনি দোকানদারকে নতুন প্যাকেটে দেওয়ার জন্য চাপাচাপি করেন?			
8. আপনি কি নতুন গ্যাস সিলিন্ডার অথবা পুরানো খবরের কাগজ কেনার বা বিক্রির সময় নিজে ওজন করে দেখেন?			
9. যখন কোন সব্জি বিক্রেতা বাটখারার পরিবর্তে পাথর ব্যবহার করে তখন কি আপনি এতে আপত্তি করেন?			
10. খুব উজ্জ্বল রং-এর সব্জি কি আপনার মনের সন্দেহকে বাড়িয়ে দেয়?			
11. আপনি কি ব্র্যান্ড সম্পর্কে সচেতন?			
12. আপনি কি বেশি দাম এবং ভালো গুণমানকে একসাথে গুলিয়ে ফেলেন? (আপনাকে এটি সুনিশ্চিত করে যে মোটের উপর আপনি অতিরিক্ত দাম প্রদান করছেন না)?			
13. আপনি কি কোন আকর্ষণীয় অফার দেখলে নির্দ্বিধায় তাতে সাড়া দেন?			
14. আপনি, যে দাম প্রদান করেন সেই দাম সম্পর্কে অন্যের সাথে তুলনা করেন কি?			
15. আপনি কি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, আপনার দোকানদার আপনার মতো নিয়মিত খরিদ্দারদের কখনো ঠকায় না?			
16. প্রস্তুত করা দ্রব্য সামগ্রী 'বাড়ি বাড়ি বিলি' (Home Delivery) করার সময় আপনি কি দ্রব্যের সঠিক ওজন সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ না করেই গ্রহণ করেন?			
17. অটো রিক্সা করে যাতায়াতের সময় আপনি কি মিটার দেখে ভাড়া দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেন?			

দ্রষ্টব্য ঃ

(i) যদি প্রশ্ন 5, 12, 13, 15 ও 16 এর জন্য আপনার (C) এবং বাকি প্রশ্নগুলোর জন্য উত্তর (A) হয় তবে ধরে নিতে হবে যে আপনি ভোক্তা হিসাবে পরিপূর্ণভাবে সচেতন।

(ii) যদি প্রশ্ন 5, 12, 13, 15 ও 16 এর জন্য আপনার উত্তর (A) এবং বাকি প্রশ্নগুলোর জন্য উত্তর (C) হয় তবে আপনাকে ভোক্তা হিসাবে আরও অনেক সচেতন হতে হবে।

(iii) যদি সবগুলো প্রশ্নের জন্য আপনার উত্তর (B) হয় তবে বলা যায় আপনি আংশিকভাবে সচেতন।

পরিশিষ্ট - 1 ঃ বয়সন্ধিকালীন মেয়েদের (বয়স 14-18) বডিমাস ইন্ডেক্স

বছর	মাস	অপুষ্টি (ওজনে কম)	স্বাভাবিক	অপুষ্টি (স্থূলতা)
14	0	Less than 15.4	15.4 to 27.3	More than 27.3
14	1	Less than 15.5	15.5 to 27.4	More than 27.4
14	2	Less than 15.5	15.5 to 27.5	More than 27.5
14	3	Less than 15.6	15.6 to 27.6	More than 27.6
14	4	Less than 15.6	15.6 to 27.7	More than 26.3
14	5	Less than 15.6	15.6 to 27.7	More than 27.7
14	6	Less than 15.7	15.7 to 27.8	More than 27.8
14	7	Less than 15.7	15.7 to 27.9	More than 27.9
14	8	Less than 15.7	15.7 to 28.0	More than 28.0
14	9	Less than 15.8	15.8 to 28.0	More than 28.0
14	10	Less than 15.8	15.8 to 28.1	More than 28.1
14	11	Less than 15.8	15.8 to 28.2	More than 28.2
15	0	Less than 15.9	15.9 to 28.2	More than 28.2
15	1	Less than 15.9	15.9 to 28.3	More than 28.3
15	2	Less than 15.9	15.9 to 28.4	More than 28.4
15	3	Less than 16.0	16.0 to 28.4	More than 28.4
15	4	Less than 16.0	16.0 to 28.5	More than 28.5
15	5	Less than 16.0	16.0 to 28.6	More than 28.5
15	6	Less than 16.0	16.0 to 28.6	More than 28.6
15	7	Less than 16.1	16.1 to 28.7	More than 28.6
15	8	Less than 16.1	16.1 to 28.7	More than 28.7
15	9	Less than 16.1	16.1 to 28.7	More than 28.7
15	10	Less than 16.1	16.1 to 28.8	More than 28.8
15	11	Less than 16.2	16.2 to 28.8	More than 28.8
16	0	Less than 16.2	16.2 to 28.9	More than 28.9
16	1	Less than 16.2	16.2 to 28.9	More than 28.9
16	2	Less than 16.2	16.2 to 29.0	More than 29.0
16	3	Less than 16.2	16.2 to 29.0	More than 29.0
16	4	Less than 16.2	16.2 to 29.0	More than 29.0
16	5	Less than 16.3	16.3 to 29.1	More than 29.1
16	6	Less than 16.3	16.3 to 29.1	More than 29.1
16	7	Less than 16.3	16.3 to 29.1	More than 29.1
16	8	Less than 16.3	16.3 to 29.2	More than 29.2
16	9	Less than 16.3	16.3 to 29.2	More than 29.2
16	10	Less than 16.3	16.3 to 29.2	More than 29.2
16	11	Less than 16.3	16.3 to 29.3	More than 29.3
17	0	Less than 16.4	16.3 to 29.3	More than 29.3
17	1	Less than 16.4	16.3 to 29.3	More than 29.3
17	2	Less than 16.4	16.3 to 29.3	More than 29.3
17	3	Less than 16.4	16.4 to 29.4	More than 29.4
17	4	Less than 16.4	16.4 to 29.4	More than 29.4
17	5	Less than 16.4	16.4 to 29.4	More than 29.4
17	6	Less than 16.4	16.4 to 29.4	More than 29.4
17	7	Less than 16.4	16.4 to 29.4	More than 29.4
17	8	Less than 16.4	16.4 to 29.4	More than 29.5
17	9	Less than 16.4	16.4 to 29.4	More than 29.5
17	10	Less than 16.4	16.4 to 29.4	More than 29.5
17	11	Less than 16.4	16.4 to 29.4	More than 29.5
18	0	Less than 16.4	16.4 to 29.4	More than 29.5

পরিশিষ্ট - 2 ঃ বয়সন্ধিকালীন ছেলেদের (বয়স 14-18) বডিমাস ইন্ডেক্স

বছর	মাস	অপুষ্টি (ওজনে কম)	স্বাভাবিক	অপুষ্টি (স্থূলতা)
14	0	Less than 15.5	15.5 to 25.9	More than 25.9
14	1	Less than 15.5	15.5 to 26.0	More than 26.0
14	2	Less than 15.6	15.6 to 26.1	More than 26.1
14	3	Less than 15.6	15.6 to 26.2	More than 26.2
14	4	Less than 15.7	15.7 to 26.3	More than 26.3
14	5	Less than 15.7	15.7 to 26.4	More than 26.4
14	6	Less than 15.7	15.7 to 26.5	More than 26.5
14	7	Less than 15.8	15.8 to 26.5	More than 26.5
14	8	Less than 15.8	15.8 to 26.6	More than 26.6
14	9	Less than 15.9	15.9 to 26.7	More than 26.7
14	10	Less than 15.9	15.9 to 26.8	More than 26.8
14	11	Less than 16.0	16.0 to 26.9	More than 26.9
15	0	Less than 16.0	16.0 to 27.0	More than 27.0
15	1	Less than 16.1	16.1 to 27.1	More than 27.1
15	2	Less than 16.1	16.1 to 27.1	More than 27.1
15	3	Less than 16.1	16.1 to 27.2	More than 27.2
15	4	Less than 16.2	16.2 to 27.3	More than 27.3
15	5	Less than 16.2	16.2 to 27.4	More than 27.4
15	6	Less than 16.3	16.3 to 27.4	More than 27.4
15	7	Less than 16.3	16.3 to 27.5	More than 27.5
15	8	Less than 16.3	16.3 to 27.6	More than 27.6
15	9	Less than 16.4	16.4 to 27.7	More than 27.7
15	10	Less than 16.4	16.4 to 27.7	More than 27.7
15	11	Less than 16.5	16.5 to 27.8	More than 27.8
16	0	Less than 16.5	16.5 to 27.9	More than 27.9
16	1	Less than 16.5	16.5 to 27.9	More than 27.9
16	2	Less than 16.6	16.6 to 28.0	More than 28.0
16	3	Less than 16.6	16.6 to 28.1	More than 28.1
16	4	Less than 16.7	16.7 to 28.1	More than 28.1
16	5	Less than 16.7	16.7 to 28.2	More than 28.2
16	6	Less than 16.7	16.7 to 28.3	More than 28.3
16	7	Less than 16.8	16.8 to 28.3	More than 28.3
16	8	Less than 16.8	16.8 to 28.4	More than 28.4
16	9	Less than 16.8	16.8 to 28.5	More than 28.5
16	10	Less than 16.9	16.9 to 28.5	More than 28.5
16	11	Less than 16.9	16.9 to 28.6	More than 28.6
17	0	Less than 16.9	16.9 to 28.6	More than 28.6
17	1	Less than 17.0	17.0 to 28.7	More than 28.7
17	2	Less than 17.0	17.0 to 28.7	More than 28.7
17	3	Less than 17.0	17.1 to 28.8	More than 28.8
17	4	Less than 17.1	17.1 to 28.9	More than 28.9
17	5	Less than 17.1	17.1 to 28.9	More than 28.9
17	6	Less than 17.1	17.1 to 29.0	More than 29.0
17	7	Less than 17.1	17.1 to 29.0	More than 29.0
17	8	Less than 17.2	17.2 to 29.1	More than 29.1
17	9	Less than 17.2	17.2 to 29.1	More than 29.1
17	10	Less than 17.2	17.2 to 29.2	More than 29.2
17	11	Less than 17.3	17.3 to 29.2	More than 29.2
18	0	Less than 17.3	17.3 to 29.2	More than 29.2

Source: Based on chart published by the World Health Organization

SUGGESTED READINGS

Books

Abijit Vinayak Banerjee, Roland Benabou and Dilip Mookherjee (eds.), *Understanding Poverty*, Oxford University Press, New York, 2006.

Amit Bhaduri and Deepak Nayyar, *Intelligent Person's Guide to Liberalisation*, Penguin Books, New Delhi, 1996.

Amit Bhaduri, *Development with Dignity: The Case for Full Employment*, National Book Trust, New Delhi, 2005.

Amit Bhaduri, *Macroeconomics: The Dynamics of Commodity Production*, Macmillan, London, 1986.

Bimal Jalan (ed.), *Indian Economy*, Penguin Books, New Delhi, 2002.

CUTS, *Is it Really Safe*, Consumer Unity Trust Society, Jaipur, 2004.

CUTS, *State of the Indian Consumer: Analyses of the Implementation of the United Nations Guidelines for Consumer Protection, 1985 in India*, Consumer Unity Trust Society, Jaipur, 2001.

Indrani Mazumdar, *Women and Globalisation: The Impact on Women Workers in the Formal and Informal Sectors in India*, Stree, Delhi, 2007.

Jagdish Bhagwati *In Defence of Globalisation*, Oxford University Press, Delhi, 2004.

Jan Breman and Parthiv Shah, *Working in the mill no more*, Oxford University Press, Delhi, 2005.

Jan Breman, *Footloose Labour: Working in India's Informal Economy*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.

Jean Dreze and Amartya Sen, *India: Development and Participation*, Oxford University Press, Delhi, Third Impression, 2007.

John K.Galbraith, *Money: Whence it Came, Whence it Went*, Indian Book Company, New Delhi, 1975.

Joseph Stiglitz, *Globalisation and its Discontents*, Penguin Books India, New Delhi, 2003.

National Consumer Disputes Redressal Commission, *Landmark Judgments on Consumer Protection*, Universal Law Publishing Co., Delhi, 2005.

Tirthankar Roy, *The Economic History of India, 1857-1947*, Oxford University Press, Delhi, Second Edition, 2006.

Government Publications

Economic Survey, Ministry of Finance, Government of India.

Key Results of Employment-Unemployment Rounds, National Sample Survey Organisation, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Govt of India, New Delhi.

National Human Development Report , Planning Commission, Government of India, New Delhi.

National Family Health Survey 4 (2015–16), Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi and *International Institute of Population Studies,* Mumbai.

Other Reports

Handbook of Statistics on Indian Economy, Reserve Bank of India, Mumbai.

Human Development Report, United Nations Development Programme, Geneva.

World Development Indicators, The World Bank, Washington.